উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৩,৭১২.৫১ (+২৭০.০১)
নিফটি : ২৫,৫২২.৫০ (+৬১.২০)

‘অযোগ্য’দের হয়েই সওয়াল
‘অযোগ্য’দের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে গেল সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশন। » ৫

আজ দেশব্যাপী ধর্মঘট
বুধবার ১০টি শ্রমিক সংগঠনের ডাকে দেশব্যাপী ধর্মঘটে দুর্ভোগের শিকার হতে পারে আমজনতা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জড়িত ২৫ কোটিরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী ধর্মঘটে শামিল হবেন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩৩°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৬°	২৫°

শুভেন্দুর মুখে এবার ‘ভাইপো গ্যাং’ » ৫

২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 9 July 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 52

এনআরসি জুজু

দিনহাটার উত্তম কুমার ব্রজবাসীকে এনআরসি’র নোটিশ পাঠিয়েছে অসম সরকার। আর তাতেই চরম ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক দিয়েছেন ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের।

অসাংবিধানিক, পদ্মকে নিশানা মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গেও এনআরসি করার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ খোদ মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁর অভিযোগ, অসম সরকারকে দিয়ে এই চেষ্টা হচ্ছে বাংলায়। যা তাঁর মতো ‘অসাংবিধানিক আগ্রাসন’। কোচবিহার জেলার দিনহাটার এক বাসিন্দাকে অসম সরকার এনআরসি’র নোটিশ পাঠিয়েছে জানিয়ে ওই অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এক্স হ্যান্ডেলে মঙ্গলবার তিনি একে ‘পূর্বপরিকল্পিত ও বিপজ্জনক’ মন্তব্য করে বলেন, ‘আমি হতবাক ও অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি। এটা গণতন্ত্রের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণ। অসমের বিজেপি সরকার কোনও সাংবিধানিক ক্ষমতা ছাড়াই বাংলায় এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে দিতে চাইছে বিজেপি সরকার। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে।’

উত্তম কুমার ব্রজবাসী নামে দিনহাটার যে বাসিন্দাকে অসম সরকার নোটিশ পাঠিয়েছে, তিনি ৫০ বছর ধরে সেখানেই বসবাস করছেন বলে তাঁর দাবি। বৈধ পরিচয়পত্রও তাঁর আছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁকেই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে এনআরসি নোটিশ পাঠিয়েছে অসমের ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল। এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন মমতা। এর বিরোধিতায় সমস্ত বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এই বিভাজনমূলক ও দমনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে বাংলা চুপ করে বসে থাকবে না। এর বিরুদ্ধে সর্বত্র আন্দোলন করা হবে। কোনওভাবেই এই রাজ্যে এনআরসি কার্যকর করতে দেওয়া হবে না।’ পরে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জানান, এব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে চিঠি দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন মুখ্যসচিব।

বঙ্গ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য দাবি করছেন, রাজ্য সরকারের ভুলের জন্য এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাঁর কথায়, ‘অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলায় চলে আসা শরণার্থীরা

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ভয় দেখানো, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া এবং নিশানা করার পরিকল্পিত নোংরা চক্রান্ত চলছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিটি বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভিন্ন জায়গায় রয়েছেন। কিন্তু এই শরণার্থীদের সম্পর্কে কোনও তথ্য রাজ্য সরকার আগে দেয়নি। সেই কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে।’

অসমে কয়েক বছর আগেই এনআরসি করা হয়েছে। যার জেরে অসমে কয়েক লক্ষ মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়েছে। তাঁরা সবাই অসমে বাস করতেন। কিন্তু সেই রাজ্যের

এরপর দশের পাতায়

অনুপ্রবেশের নোটিশে প্রশ্ন, চুপ ছিল পুলিশ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও প্রসেনজিৎ সাহা

শিলিগুড়ি ও দিনহাটা, ৮ জুলাই : নোটিশ মিলেছিল ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। আর হইচই শুরু হল ২০২৫ সালের জুলাইতে। দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাদিয়ালের কুঠি এলাকার বাসিন্দা উত্তম ব্রজবাসীকে পাঠানো অসম সরকারের ফরেনার্স ট্রাইবিউনালের নোটিশ নিয়ে ছ’মাসেরও বেশি সময় পর রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হওয়ায় নানা প্রশ্ন সামনে আসছে। কোচবিহার জেলা পুলিশের মাধ্যমেই উত্তমের বাড়িতে পৌঁছেছিল অনুপ্রবেশকারী সন্দেহের নোটিশ। অর্থাৎ পুলিশ সবই জানত। তাহলে কেন এতদিন ধরে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হল তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য।

উত্তমের কথা, ‘আমি তো সবাইকে জানিয়েছিলাম। বিডিওর দপ্তরেও গিয়েছিলাম। তখন কেউ গুরুত্ব দেয়নি। সোমবার বিডিও সাহেব বাড়িতে তদন্তে গিয়েছিলেন। অনেক নেতারা যোগাযোগ করেছেন। আমি বিতর্ক চাই না। শুধু সমস্যা থেকে মুক্তি চাই।’

তথ্য বলছে, ২০২৪-এর ৩০ নভেম্বর কাপরূপের ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল উত্তমকে। গুয়াহাটির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (সীমান্ত)-এর মাধ্যমে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। ওই বছরের ২৪ ডিসেম্বর কোচবিহারের পুলিশ সুপার দিনহাটা থানার আইসিকে নোটিশের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন (মেমো নম্বর-৬৪৭৭/ভি)। উত্তম জানিয়েছেন, ডিসেম্বর মাসে নোটিশ পাওয়ার পরই তিনি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত প্রধান সহ অনেককেই নোটিশের বিষয়ে জানিয়েছিলেন। তবে কেউই পাত্তা দেয়নি। শেষে টাকাপয়সা জোগাড় করে আইনজীবী অপূর্ব সিনহার দ্বারস্থ হন তিনি। অপূর্ব জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই নিয়ম মেনে তিনি উত্তমের হয়ে অসমের ট্রাইবিউনালে আবেদন করেছেন। বেশ কিছু কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। ট্রাইবিউনাল থেকে ১৯৬৬ সালের নাগরিকত্বের নথি চাওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ‘১৫ জুলাইয়ের মধ্যে নথি জমা দিতে বলা হয়েছে। আমরা বাড়তি সময় চেয়ে আবেদন করেছিলাম। সেটা মানা হয়নি।’

এত কাণ্ড ঘটলেও তা রাজ্য প্রশাসন বা শাসকদলের নেতাদের কানে পৌঁছাল না কেন সেই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না।

এরপর দশের পাতায়

উত্তর মেলেনি

- ২০২৪-এর ৩০ নভেম্বর অনুপ্রবেশের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল উত্তমকে
- একই বছর ২৪ ডিসেম্বর কোচবিহারের পুলিশ সুপার নোটিশটি দিনহাটা থানায় পাঠান
- ডিসেম্বরেই নোটিশ হাতে পান উত্তম
- তৃণমূল পরিচালিত চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সব জানতেন
- কেন এতদিন পর বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হল তা রহস্যময়

নীল আকাশ আর সবুজ মাঠের বুক চিরে। বালুরঘাটের বসন্তহারে। মঙ্গলবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

কংগ্রেসের ‘ভয়ে’ ফাঁকা অফিস

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুলাই : মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপারের অফিসে বাচ্চার জন্ম সার্টিফিকেটের জন্য কাগজ জমা দিতে এসেছিলেন দিনহাটার বাসিন্দা বিপুল রায়। একই কাজে ওই অফিসে এসেছিলেন সঞ্জীব খড়িয়া নামে পাটকাপাড়ার আরেক বাসিন্দা। তবে কাগজ জমা দেওয়া হয়নি তাঁদের। অফিসে গিয়ে দেখেন দরজায় তালা দেওয়া। অন্যান্য দিন তো বিকেল পর্যন্ত অফিস খোলা থাকে, তাহলে এদিন দুপুর ২টোয় অফিস বন্ধ কেন? হাসপাতাল সূত্রে জানা গেল, কংগ্রেসের আন্দোলনের ‘ভয়ে’ নাকি এই অবস্থা।

গত কয়েকমাসে আয়াদের হাসপাতালে ফিরিয়ে নিয়ে আসা থেকে শুরু করে, জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে নানা দাবি তুলে একাধিকবার আন্দোলনে নেমেছে কংগ্রেস। কখনও সুপারের অফিসের দরজায় তালা আটকে, কখনও আধিকারিককে ঘেরাও করে আন্দোলন করেছে। তাই তাদের কর্মসূচি নিয়ে একটা ভয় কাজ করছে সেখানকার কর্মীদের মধ্যে। মঙ্গলবার দুপুরেও কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের কর্মসূচি ছিল। সুপারের অফিসে আসার কথা ছিল তাঁদের। নতুন করে ঝামেলা বাধার ভয়ে আগেভাগেই এদিন অফিস ফাঁকা করে দেওয়া হয়। দুপুর ৩টে নাগাদ সুপারের অফিস আবার খুললেও তখন সেখানে হাতেগোনা কয়েকজন কর্মীকে দেখা গিয়েছে এদিন।

দুপুরে কংগ্রেসের কর্মীরা হাসপাতালে আসেন। অফিসের

জেলা হাসপাতালে হইচই।

সামনে দাঁড়িয়ে হাসপাতালের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। অফিস কেন খালি, সেটা নিয়েও তাঁরা আবার বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁরা তো আর জানেন না যে কংগ্রেসের আন্দোলনের ভয়েই অফিস ফাঁকা। তারপর তাঁরা হাসপাতাল সুপারের অফিসে যেতে চাইলে কয়েকজন কর্মীকে বাধা দেওয়া হয় বলে কংগ্রেসের অভিযোগ। পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় চলে বচসা। সুপারের অফিসের কাছে যেতে না পেরে সিঁড়িতেই বসে পড়েন অনেকে। সব মিলিয়ে হাসপাতালে শোরগোল পড়ে যায়। এদিনও তাঁরা সুপারের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি।

কংগ্রেসের জেলা সভাপতি শান্তনু দেবনাথ বলেন, ‘সুপার হাসপাতালে বিভিন্ন দুর্নীতি করছেন। সেজন্য তিনি দেখা করছেন না আমাদের সঙ্গে। কেননা তাঁর কাছে আমাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই।’ এদিন এই নিয়ে হাসপাতাল সুপারের অবশ্য কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

এদিন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা হাসপাতালে আসার আগেই অফিস থেকে কর্মীরা বেরিয়ে যান। কারণ হাসপাতালের কর্মীরা বলছেন, বিভিন্ন সময় এই রকম আন্দোলনের জন্য তাঁদের হয়রানি হতে হয়েছে। কর্মীদের আটকে রাখার ঘটনাও দেখা গিয়েছে। গত ২৬ জুন হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারকে রাত ৮টা পর্যন্ত আটকে রেখেছিলেন কংগ্রেসের কর্মীরা। এদিন যাতে তেমন কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেজন্যই তাঁরা অফিস ছেড়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

শমীক-দিলীপ কাছাকাছি, দূরে রইলেন শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৮ জুলাই : ২১শে জুলাইয়ের জল্পনা আর নেই। দিলীপ ঘোষ আছেন বিজেপিতেই। বরং তিনি মঙ্গলবার দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা দিলেন সল্টলেকের রাজ্য দপ্তরে গিয়ে। শুধু শমীক-দিলীপের এই ঘনিষ্ঠ ছবি থেকে শুভেন্দু অধিকারী রইলেন দূরে। এই অনুপস্থিতি বিজেপিতে গোষ্ঠীবাজি কিংবা দিলীপ-শুভেন্দুর শীতল সম্পর্কের প্রতিফলন বলে মনে করা যেতেই পারে।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

স্বমেজাজে দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির মন্তব্য সেই জল্পনাকে যেন উসকেই দিল। শমীকের সঙ্গে সাক্ষাতের পর দিলীপের মুখে শোনা গেল, ‘বাজারে যাঁর দাম থাকে, তাঁর সেলের কথা ওঠে। যাঁদের দাম নেই, তাঁদের কিনবে কে! দিলীপ ঘোষের দাম আছে। দিলীপ ঘোষ সেলেবল নয়।’ দলত্যাগ, তৃণমূল-যোগের জল্পনা উড়িয়ে দিলীপ যেন বুঝিয়ে দিলেন, বাংলায় তাঁর হাতে গড়া দলেই আছেন তিনি।

তাঁর কথায়, ‘আবেগ দিয়ে পার্টিকে দাঁড় করিয়েছি। ঘাম-রক্ত দিয়েছি। সেই আবেগের আগুন বুকের মধ্যে আছে। যতই বৃষ্টি হোক, আবেগের আগুন নিভে যেতে দেব না।’ এমনকি ‘উনিশে হাফ, ছাব্বিশে সাফ’ স্লোগান দিয়ে লক্ষ্যটাও তিনি বুঝিয়ে দিলেন। দিলীপ এখন দলের কোনও পদে নেই। তা সত্ত্বেও তাঁর দিল্লি যাত্রার খবরে সেই লক্ষ্যটা আরও স্পষ্ট। দিলীপ জানিয়েছেন,

এরপর দশের পাতায়

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই
আমরা “একলা চলোয় বিশ্বাসী

ডুবল কিশোর, মুখে কুলুপ বন্ধুদের

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৮ জুলাই : ছয় বন্ধু মিলে গত রবিবার বাড়ির কাউকে না জানিয়েই চলে গিয়েছিল বাড়ি থেকে প্রায় ২০ কিমি দূরে ভুটানঘাটে রায়ডাক নদীতে। উদ্দেশ্য ছিল সেখানে নদীতে স্নান করা। এদিকে, ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা সেই নদীতে তীব্র স্রোত। জলে নামতেই তলিয়ে যায় এক কিশোর। তার আর খোঁজই মেলেনি। এদিকে, বাকি ৫ বন্ধু চুপচাপ সেখান থেকে বাড়ি ফিরে আসে। কাউকেই কিছু জানায়নি। শেষপর্যন্ত নিখোঁজ কিশোরের বাড়ির লোকজন পুলিশের দ্বারস্থ হলে বাকি বন্ধুরা মুখ খোলে।

মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত আসাদ নার্জিনারি নামের সেই কিশোরের খোঁজ মেলেনি। তবে তদন্তে নেমে পুলিশ অবাক হয়েছে সেই বন্ধুদের ভূমিকায়। নাবালক ৫ জন অবলীলায় বন্ধুর তলিয়ে যাওয়ার ঘটনা চেপে ছিল দিনদুয়েক ধরে! অল্পবয়সি কিশোররা কেন এই ঘটনা চেপে গেল, তারও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তার জন্য নিখোঁজ ওই কিশোরের বন্ধুদের আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার ভারত-ভুটান সীমান্তের রায়ডাক নদীতে বোট নামিয়ে সেই কিশোরের খোঁজে তল্লাশি চালায় পুলিশ এবং সিভিল ডিফেন্স টিমের কর্মীরা। কিন্তু বছর ষোলোর আসাদের খোঁজ মেলেনি। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ বলেন, ‘পুলিশের কুইক রেসপন্স টিম এবং ডিস্ট্রিক্ট সিভিল ডিফেন্স টিম তল্লাশিতে নেমেছে।

এরপর দশের পাতায়

বৌদির ‘প্রেমে’ দাদাকে খুন

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৮ জুলাই : জ্যাঠতুতো দাদার স্ত্রীর প্রতি দুর্বলতা। তাকে কাছে পেতে পথের কাঁটা হয়ে উঠেছিল দাদা। বৌদিকে পাওয়ার রাস্তা খুলতে শেষপর্যন্ত দাদাকেই সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে ভাই। শেষপর্যন্ত সেই কাঁটা সরিয়ে দিতে পারলেও শেষরক্ষা হল না। দাদাকে খুনের অভিযোগে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল ভাই। সেইসঙ্গে তার এক সঙ্গীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে খুনের ঘটনায় মদত দেওয়ার জন্য। ঘটনাটি ঘটেছে ভাটিবাড়ি বোরাগাড়ি গ্রামে।

শামুকতলা থানার ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম শ্রীরাম দাস। আর শ্রীরামকে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ভাই শুকদেব দাসকে। আর সেইসঙ্গে শুকদেবের বন্ধু রূপক দাসকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুজনের বাড়িই ভাটিবাড়ি বোরাগাড়ি গ্রামে।

ধৃতদের জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, এই পরিকল্পনা দীর্ঘদিনের। গত ৩ বছর ধরে দাদাকে কীভাবে সরিয়ে দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল শুকদেব। ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার বলেন, ‘বিদ্যুতের শক লেগে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় দুজনের নামে লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে। তদন্তে নেমে আমরা দুজনকে গ্রেপ্তার করেছি। বিদ্যুতের শক দিয়ে মাছ ধরার নাম করে সেই তারের মধ্যে ফেলে দিয়ে ওই ব্যক্তিকে মারা হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। প্রাথমিক তদন্তে সন্দেহ করা হচ্ছে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর দিকে কুনজর ছিল ধৃত শুকদেবের। এক্ষেত্রে পথের কাঁটা সরাতে দাদাকে সে খুন করেছে বলে সন্দেহ।’ মঙ্গলবার ধৃত শুকদেব ও রূপককে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়। তাদের পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

রীতিমতো পরিকল্পনা করে মাছ ধরার নাম করে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিদ্যুতের শক দিয়ে শ্রীরামকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রথমে অবশ্য মৃতের বাড়ির লোকজন বুঝতে পারেননি। বিদ্যুতের শক লেগে মৃত্যু হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছিল।

এরপর দশের পাতায়

যা ঘটেছে

- জ্যাঠতুতো দাদার স্ত্রীর প্রতি দুর্বলতা
- বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে দাদাকে খুনের ছক
- মাছ ধরার নাম করে রাতে ডেকে নিয়ে যায়
- সেখানে বিদ্যুৎবাহী তারের ওপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়

এক কেজি মাটির দাম অন্তত দেড় লাখ

লাখ টাকার মাটির কথা শুনেছেন কখনও? উত্তর নির্ঘাত না। কিন্তু বাস্তবের মাটিতেই নাকি কেজি প্রতি দাম মিলছে দেড় লাখ টাকা। সোনার মতো দামি এই মাটি অনুখাদ্য হিসেবে কাজে আসছে ফল ও চা চাষে।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৮ জুলাই : ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেই অমোঘ উক্তি ‘টাকা মাটি, মাটি টাকা’ এখানে আক্ষরিক অর্থেই সত্যি। জলপাইগুড়ির তোড়লপাড়ায় রাজ্য সরকারের ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্ড ফাইটোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে তৈরি হওয়া বিশেষ মাটি কিনতে ক্রেতাদের খরচ হয় দেড় লক্ষ টাকারও বেশি। সংস্থার গবেষণাগারে তৈরি হচ্ছে এই দুর্মূল্য মাটি। গাছের অনুখাদ্য বা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ হরমোন রয়েছে এই মাটিতে। দার্জিলিং পাহাড় থেকে সমতলেও উন্নত দামি চা উৎপাদনের জন্য এই মাটির চাহিদা এককথায় আকাশছোঁয়া। অথচ, বিপুল বাজার ও তৈরির প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো থাকলেও শুধু সরকারি উদ্যোগের অভাবে এমন মাটির উৎপাদন বাড়ানো যাচ্ছে না এখানকার গবেষণাগারে।

কীভাবে তৈরি হয় এই মাটি? চিনির কলে আখ নিংড়ে রস বের করার পর আখের ছিবড়ে এক জায়গায় জমা করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে চিনির কলের যে জায়গায় আখের ছিবড়ে ফেলা হয় সেখানকার মাটি সংগ্রহ করে আনা হয় ফাইটো কমপ্লেক্সে। ফাইটো কমপ্লেক্সের গবেষণাগারের বিশেষজ্ঞ সুভাষ ভৌমিক জানান, চিনি কলের থেকে মাটি এনে তাকে গবেষণাগারে বিশেষ প্রক্রিয়ায় জারিত করে ট্রায়াকনটানল তৈরি করা হয়। এটি গাছের অনুখাদ্য বা গাছের বৃদ্ধির হরমোন বলা যেতে পারে। এই মাটি পরে জলে গুলে গাছে স্প্রে করলে গাছের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। আখের ছিবড়ের নির্যাস মিশ্রিত মাটি থেকে তৈরি করা এই অনুখাদ্য গাছের বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত দুর্মূল্য জৈব হরমোন। এক কেজি এই ট্রায়াকনটানল বা এই মাটির দাম দেড় লক্ষ টাকারও বেশি।

১০ থেকে ১৫ লিটার জলে ৫০ গ্রাম এই মাটি মিশিয়ে ১ বিঘা জমিতে তিনবার স্প্রে করা যেতে পারে। কৃষি, ফল চাষ ও চা গাছের জন্য এই অনুখাদ্য খুবই প্রয়োজনীয়। আগে বোলপুর ও আহমদপুরের সরকারি চিনি কল থেকে মাটি আনা হত এখানে। এখন এই চিনি কলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের চিনি কল থেকে মাটি আনতে হচ্ছে। এই মাটি খুব বেশি পাওয়া যায় না। ভিনরাজ্য থেকে মাটি আনার জন্য ট্রায়াকনটানলের দাম আরও বেড়ে যাচ্ছে।

দার্জিলিং পাহাড়ের অত্যন্ত উন্নতমানের চা তৈরি করে এমন কয়েকটি চা বাগান গাছের অনুখাদ্য হিসাবে এই মাটি কিনে থাকে। কিন্তু উৎপাদন খুব কম হওয়ায় চাহিদানুযায়ী তাঁরা মাটি পান না বলে আক্ষেপ করেছেন টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উত্তরবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক সুমিত ঘোষ। উত্তরবঙ্গের সমতলেও অনেক বড় চা বাগান এই অনুখাদ্য কিনতে চাইছে। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন,

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

টেন্ডার নোটিশ

ডিজিটাল ডেটা সংরক্ষণের জন্য একটি ব্যাপক সমাধান সঙ্গে ব্যবহারকারী বান্ধব ডিজিটাল রিপোজিটারি এবং ওয়েব কাম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি আরএফপি (প্রস্তাবের অনুরোধ) সঙ্গে এই কার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য কাজের সুযোগ।
টেন্ডারের নথিপত্রগুলি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সরকারি ওয়েবসাইট- indiaculture.gov.in-এ এবং কেন্দ্রীয় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট পোর্টাল :- eprocure.gov.in/eprocure/app থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৮ শে জুলাই ২০২৫।
cbc 09101/11/0009/2526.

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং:ঃ কেআইআর/ ইএনজিজি./৩৮ অব ২০২৫, তারিখঃ ০৬-০৬-২০২৫-এর বিপরীতে সংশোধনী - ০২

প্রশাসনিক কারণে এনআইটি-এর অধীনে উপরে উল্লিখিত টেন্ডার নং. ১, ২ এবং ৩-এর **বন্ধ এবং খোলার** সংশোধিত তারিখ অনুগ্রহ করে পড়ুন। বিস্তারিত নিচে দেওয়া হলঃ

বিদ্যমান তারিখ ও সময়		সংশোধিত তারিখ ও সময়	
টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়	টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়	টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়	টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়
০৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়	০৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়	১১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়	১১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়

উপরোক্ত টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

LOOKING FOR LEGAL CLAIMANT

Details of Child :-

Name	Age/Date of Birth	Sex	Details (Height Weight and Complexion)	Photo
Unknown Male Child	Aged 15 days (approx) (Date of Birth- 22/06/2025)	Male	Height : 40 CM Weight : 2.020 KG Complexion : Fair Eye Colour : Black Hair Colour : Black	
Unknown Female Child	Aged 02 months 20 days (approx) (Date of Birth- 17/04/2025)	Female	Height : 57 CM Weight : 2.8 KG Complexion : Fair Eye Colour : Black Hair Colour : Black	

At present the child is under the Care and Protection of Child Welfare Committee, Darjeeling (Addl. Charge Siliguri) at North Bengal Medical College & Hospital, Siliguri.
Any legal claimant of the child may contact within **60 days** in the following address during working days with valid documents.

District Child Protection Unit, Darjeeling
Office of the District Magistrate,
Kutchery Compound, Darjeeling

Child Welfare Committee, Darjeeling
Office of the District Magistrate
Kutchery Compound, Darjeeling

কৃত্রিম পায়ে সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুলাই : ২০১২ সালের পথ দুর্ঘটনার পর ভুল চিকিৎসায় ডান পা বাদ গিয়েছিল রাকেশ বণিকের। তবে হাল ছাড়েননি। একটা পা নেই তো কী হয়েছে, রাকেশ ভেবে নিয়েছিলেন সাইকেল চালানো ছাড়বেন না। তারপর ভরসা মনের জোর, আর অনুশীলন। শুরু করলেন সাইকেল চালানো। আর এই ২০২৫ সালে

> অনেকরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রত্যেক দেশের আদবকায়দা থেকে শুরু করে সবকিছুই আলাদা।
> **রাকেশ বণিক**

রাকেশ অসম সহ ভারতের পর্যটনকে ছড়িয়ে দেওয়ার ভাবনা নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। সোমবার এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারে। সেখানেই জানালেন, তাঁর নাছোড়বান্দা মনোভাবের কথা।

অসমের নগাঁও জেলার বাসিন্দা রাকেশ এখন প্যারাসাইক্লিংয়ে দক্ষ। ২০২৫ সালের ২৫ এপ্রিল রাশিয়ার মস্কো থেকে অসমের গুয়াহাটি পর্যন্ত যাত্রা শুরু করেন। রাশিয়ায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস রাকেশের যাত্রার সূচনা করেছিল। মঙ্গলবার সকালে আলিপুরদুয়ার থেকে সাইকেল নিয়ে গুয়াহাটির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। আগামী ১৩ জুলাই গুয়াহাটি পৌঁছাবেন। তাঁর এই দীর্ঘ সফরকে আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দারা সাধুবাদ জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপালে দেশের পর্যটনের প্রসারে প্রচার করেছেন। কৃত্রিম পা নিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০,০০০ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়েছেন।

রাকেশের কথায়, 'অনেকরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রত্যেক দেশের আদবকায়দা থেকে শুরু করে সবকিছুই আলাদা।' আলিপুরদুয়ারের সাইক্লিস্ট কিংকর দাস রাকেশের এই সাহসকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। শারীরিক বাধাবিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁর এই মনের জোর শিক্ষণীয়, বলছেন কিংকর।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বালুরঘাট ● ফাঁসিদেওয়া ● দিনহাটা ● সিতাই ● বানারহাট এলাকায় সংবাদদাতা চাই

এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।

আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়
ubs.torchbearer@gmail.com
আবেদনের শেষ তারিখ ১১ জুলাই, ২০২৫

কর্মখালি

শিলিগুড়িবাসীদের জন্য বাড়ি/অফিস থেকে পার্ট/ফুলটাইম স্বাস্থ্যের কাজে দারুণ আয়ের সুযোগ। Mb -9733170439. (K)

●

Sitalkuchi College, Required project staff for ICSSR sponsored MRP. Visit : sitalkuchicollege.ac.in (B/S)

হোম ডেলিভারি

বাঙালি ঘরোয়া রান্না হোম ডেলিভারি করা হয়। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন - 9832023122. (C/117280)

দরিদ্র মেধাবী ছাত্র, ছাত্রীদের বৃত্তির জন্য আবেদন

আবেদনকারীকে অবশ্যই পাঠরত/পাঠরতা হতে হবে। ১. নদীপার এনসি হাইস্কুলে, বালুরঘাট খাদিমপুর হাইস্কুলে এবং খাদিমপুর গার্লস হাইস্কুলে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত (আবাসিকদের জন্য)। ২. বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ে এবং বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি এবং অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স। ৩. পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও স্বীকৃত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, ইংরেজি এবং অর্থনীতি বিষয়ে এমএসসি (আবাসিকদের জন্য)। ৪. পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও স্বীকৃতি সরকারি মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পাঠরত ছাত্র/ছাত্রী (আবাসিকদের জন্য)। অসংরক্ষিত দুঃস্থ ভারতীয় ছাত্র, ছাত্রীরা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এছাড়া মাধ্যমিকে ৮৫ % নম্বর পাওয়া ছাত্র/ছাত্রী বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলিতে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হলে বাৎসরিক ৩৬০০/- টাকা বৃত্তি পাবে। বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মাধ্যমে নিম্নের ঠিকানায় আবেদন করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে নিজের ব্যাংক পাস বই-এর ফোটোকপি, অ্যাকাউন্ট নম্বর, আইএফসি কোড, ও ফোন নম্বর জমা দিতে হবে। তমাল চক্রবর্তী, সম্পাদক, দরিদ্র মেধাবী ছাত্র সাহায্য তহবিল। ঠিকানা :- নদীপার এনসি হাইস্কুল, পোঃ চকভৃগু, থানা- বালুরঘাট জিলা-দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১০২, daridramedhabi@gmail.com(C/117326)

D.El.Ed ভর্তি

জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ 'Rabindranath Thakur Teachers Training Institute'-এ 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে D.El.Ed কোর্স স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ-9832632235. (C/116651)

বিক্রয়

কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জে ১ নং ও ৫ নং ওয়ার্ডের ক্যাডার স্কুলের পিছনে, হসপিটাল রোড থেকে কালিপাড়া পর্যন্ত ১০ ফুটের রাস্তার ধারে জমি ও একটি অর্ধনির্মিত বাড়ি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : 9163949560. (C/117316)

ধর্মান্তর

আমি, বীনা রায়, পিতা-কৃষ্ণলাল রায়, সাকিন-ও ডাকঘর-ছিট বড়লাউকুঠি, থানা- বক্সিরহাট, জেলা - কোচবিহার, তুফানগঞ্জ নোটারি সমীপে অ্যাফিডেভিট করিয়া নিজ ইচ্ছায় হিন্দু হইতে মুসলমান হিসাবে ধর্মান্তরিত হইয়াছি এবং আমার নাম পরিবর্তন করিয়া রুহি খাতুন হইয়াছি। অতঃপর আমার নাম রুহি খাতুন হিসাবে সর্বদা ব্যবহার করিব। (D/S)

অ্যাফিডেভিট

I,Nilima Ghosh, mother of Yashvir Sanghai (Agarwal), in his birth certificate my name is written as 'Nilima Sanghai! I have done affidavit before the Ld, Judicial Magistrate, 1st class 44 court at Siliguri, on date 23/06/25 I am declaring that I, Nilima Ghosh and Nilima Sanghai is one and same identical person. (C/117325)
For Malda Edition

PUBLIC NOTICE

Nalice to all concerned that my client proposed to purchase the land measuring 67 Decimals, R.S. Khatian Nos. 2/6, 2/56, 2/50 & 18 corresponding to L.R. Khatian Nos. 425, 426, 333, 501, R.S & L.R. Plot Nos. 1116, 1117, 1118, 1119. 1120 1121, within Mouza Badlagachh, J.L. No. 25, Sheet No. 2, P.S. Raiganj, Dist. Jalpaiguri from 1) Sri Onkar Singh, S/0. Harbhajan Singh, 2)Sri Rahul Kumar Agarwal S/O. Late Kishan Agarwal, 3) Smt. Nimmi Nothay, D/O. Omkar Singh. Any person having interest or claim in respect of said land may contact with the undersigned within 7(Seven) days from the date of publication of this notice, failing which no claim shall be entertained.

(ARUNAVA DEWANJEE) Advocate,
Siliguri, Mobile No. 9832072185 & 8617622827

ফর্ম নং ৩
[নিয়ম-১৩(১)(এ) অনুসারে)]
ডেবটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি
তৃতীয় তল, সিসিএম টাওয়ার, সেকেন্ড মাইল সেবক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ
কেস নং: ওএ/৭৯/২০২৪
অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর সাব সেকশন (৪) তৎসহ ডেবটস রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩-এর রুল ৫-এর সাব-রুল (২এ)-এর নিরিখে সমন।
ইএক্সএইচ নং: ১১৮৩
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
- বনাম -
ক্রাস্ট গ্লোবাল অ্যাগ্রো ফুড বেভারেজেস প্রাইভেট লিমিটেড
প্রতি,
(১) ক্রাস্ট গ্লোবাল অ্যাগ্রো ফুড বেভারেজেস প্রাইভেট লিমিটেড, তেলকিপাড়া, সাহুডাঙি, জলপাইগুড়ি, থানা- এনজিপি, পোস্ট- সাহুডাঙি, জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৫১৩৫।
(২) শ্রী সন্তোষ কুমার সিং, পিতা- শ্রী পরমেশ্বর প্রসাদ সিং, সুর্যসেন কলোনি, পার্ট ২ই, কল্পনা দত্ত সরণি, ওয়ার্ড নং ৩৪, শিলিগুড়ি, পিন- ৭৩৪০০৭, পোস্ট এবং থানা- নিউ জলপাইগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি।
(৩) শ্রী শান্তি ভূষণ কুমার সিং, পিতা- শ্রী পরমেশ্বর প্রসাদ সিং, সুর্যসেন কলোনি, পার্ট ২ই, কল্পনা দত্ত সরণি, ওয়ার্ড নং ৩৪, শিলিগুড়ি, পিন- ৭৩৪০০৭, পোস্ট এবং থানা- নিউ জলপাইগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি।
(৪) শ্রীমতি সুপ্রিয়া সিং, স্বামী- শ্রী সন্তোষ প্রসাদ সিং, সুর্যসেন কলোনি, পার্ট ২ই, কল্পনা দত্ত সরণি, ওয়ার্ড নং ৩৪, শিলিগুড়ি, পিন- ৭৩৪০০৭, পোস্ট এবং থানা- নিউ জলপাইগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি।
সমন
যেহেতু, ওএ/৭৯/২০২৪ সম্মানীয় অধিষ্ঠাতা আধিকারিক/রেজিস্ট্রারের উপস্থিতিতে ০৯.০৪.২০২৫ তারিখে নথিভুক্ত।
যেহেতু, এই সম্মানীয় বিচারসভা জানাচ্ছেন যে উক্ত আবেদনের সাপেক্ষে আপনাদের বিরুদ্ধে বাকি থাকা ৬,৩১,২২,৬৪২.২৫ টাকা আদায়ের জন্য অ্যাক্টের সেকশন ১৯(৪) (ওএ) অনুযায়ী সমন/ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। (সমস্ত নথি এবং নকল ইত্যাদির সাথে আবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে)।
অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর সাব সেকশন (৪) অনুযায়ী আপনি এবং অন্যান্য প্রতিবাদীদের নিম্নলিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:
(ক) কেন ব্যাঙ্কের প্রার্থনা অনুমোদন করা উচিত নয় সেই ব্যাপারে সমন পাওয়ার তিরিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে হবে;
(খ) সম্পত্তির বা বিশদ বিবরণ অথবা সম্পত্তি ছাড়া অন্য সম্পদের এবং আবেদনকারী দ্বারা আসল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ-তে উল্লেখ করা সম্পদের তথ্য প্রকাশ করতে হবে;
(গ) সুরক্ষিত সম্পত্তি এবং এই জাতীয় অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি যা প্রকৃত আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ-তে প্রকাশ হয়েছে সেগুলি নিয়ে কোনও রকমের লেনদেন বা নিষ্পত্তি থেকে আপনাদের সংযত থাকতে হবে, যেহেতু এই সংক্রান্ত শুনানি এবং নিষ্পত্তি বাকি আছে;
(ঘ) আদালতের অনুমোদন ছাড়া আসল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ-তে উল্লেখ করা বা প্রকাশ করা যে কোনও সম্পত্তি সংক্রান্ত সাধারণ ব্যবসায়িক কাজ ছাড়া আপনারা বিক্রয়, লিজ বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পত্তি সংক্রান্ত স্থানান্তর করবেন না;
(ঙ) সাধারণ ব্যবসা এবং জমা পড়ার জন্য সুরক্ষিত সম্পদের বা অন্যান্য সম্পদের বিক্রির ক্ষেত্রে আপনি দায়ী থাকবেন, যার হিসাব এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এই সমস্ত সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা অর্থনৈতিক সংস্থার সাথে যুক্ত।
এছাড়াও আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আবেদনকারীর কাছে একটি লিখিত বিবৃতি তার নকল সহ দাখিল করা এবং ১৪.০৭.২০২৫ তারিখে সকাল ১০:৩০-এর সময় রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত হওয়া। যাতে ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতেই আবেদন শোনানো হবে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
এই আদালতের সিল সমেত আমার দ্বারা প্রদত্ত হল ২১.০৬.২০২৫ তারিখে।
স্বাক্ষর/- অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
ডেবটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল
শিলিগুড়ি

কাটিহার মণ্ডলে বিশেষীকৃত সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২৯ তারিখঃ ০৪-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলের এসএসই/এসআইজি/শিলিগুড়ি জংশন খণ্ডে সিগন্যালিং পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণের হেতু বিশেষীকৃত সিগন্যালিং কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ২,৭০,১৭,৭৪০.১০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৮৫,১০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/ (এসএন্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে এস অ্যান্ড টি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং:ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৩০; তারিখ ঃ ০৪-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** কাটিহার ডিভিশনের সিনিয়র ডিএসটিই/কাটিহারের আওতাধীন স্পেশাল ক্লাস লেভেল ক্রসিং গেটে আইপি ক্যামেরা নজরদারি ব্যবস্থা প্রদানের জন্য এস অ্যান্ড টি কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৯,৮৫,৮৫০.৮৯/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৭৯,৭০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা** হবে **২৮-০৭-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **২৮-০৭-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৮২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৮৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA
INVITATION OF TENDERS FOR PROCUREMENT OF 20 X COMPUTERS (DESKTOP PC) WITH ACCESSORIES

1. Quotation/tenders are invited for procurement of 20 x Computers as per the specification given below (Vendors/Dealers are requested to quote the exact specification being offered by them). Request super scribe the above mentioned Title, RFP number and date of opening of the tender on the sealed cover to avoid the Tender being declared invalid.

Ser	Nomenclature	Specification
(1)	Desktop (PC)	OS- Licensed version of Windows 10 or above. Browser Latest Microsoft Edge/ Google Chrome/ Mozilla Firefox with Java Script. CPU- Intel Core i5 (10th generation or newer) or equivalent. RAM-8GB. Storage- 512 GB Internal Solid-State Drive (SSD) or 1 TB Internal SSD having at least 50 GB free storage. **Display**-15-18" LCD Monitor. Other- Webcam. **Wired Mouse**– Elegant Ergonomic Design, 1600 DPI Optical Tracking, USB Plug. **Keyboard** – MK120 Wired USB Keyboard Full-Size Keyboard, USB Plug-and-Play, Compatible for PC.

2. The Request for Proposal (RFP) of the above requirement is available in the School website www.apssukna.com.
3. Eligible criteria and documents required to be submitted along with tender are enumerated in succeeding Paras.
4. Reputed/Authorized Vendors/Dealers are eligible and can submit the bids/tender duly filled in details along with the following documents:-
(a) Tender on firm's letter pad. (b) **EMD– Rs 58,500/-** (DD/At par cheque in favour of Army Public School, Sukna). (c) **Tender Fee – Rs 200/-** (Non refundable) DD/At par cheque in favour of Army Public School, should be submitted along with the Technical Bid.
(d) Copy of GST Registration Number. (e) IT Returns of last two Years.
5. Vendor not in possession of the above documents shall be disqualified and his tender will not be accepted. Tenders not accompanied by requisite value **DD/At par cheque towards EMD** and **Cost of Tender** and other documents shall be rejected.
6. Please note that subletting of supply will not be permitted.
7. Right is reserved by SAMC to reject any or all tenders without assigning any reason. In case any dispute arises, the decision of SAMC will be final and binding, with no forum of appeal whatsoever.
8. Time of Completion after placement for Supply Order : **45 days**.
9. The sealed Tender should be deposited on or before 1200 hrs on **24 Jul 2025** at Army Public School, Sukna.
10. Date and place of Opening of Tender is as follows:- (a) Date: **25 Jul 2025 at 1200 hrs at APS Sukna.**

Dated : 08 Jul 2025

Sd/x xxxxxxxxxx
(Mrs Dola Sarkar Sinha)
Principal
Army Public School, Sukna

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
১। ই-টেন্ডার নংঃ এনবি২৫৫৫৫৩৯, তারিখঃ ০৪-০৭-২০২৫। **আইটেমের বিবরণঃ** সিস্টেমের ডিজি সেট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এয়ার সার্কিট ব্রেকার (এসিবি), ভোল্টেজ-৭৫০ভি, ক্যাপাসিটি-৮০০এএমপি, ব্রেকিং ক্যাপাসিটি- ৫০কেএ, ফ্রিকোয়েন্সি-৫০এইচজেড, ৩ পোল এমএফ (ইনবিল্ট ইউভি প্রোটেকশনসহ, থার্মাল, মেগনেটিক রিলিজ সহ এবং ৬এনও+৬এনসি অক্স কনটেক্ট ব্লক) এলএন্ডটি মেক এসিবি প্রকারের অনুরূপঃ সিএন-সিএস-৮০০সি কনফর্মিং আরসিএফ স্পেসিফিকেশন নং: ইডিটিএস ১০৩, আরইভি-ডি, এএম-০৭ বা সর্বশেষ, মেক- এলএন্ডটি, এবিবি বা সমতুল। দ্রষ্টব্যঃ কেবলমাত্র ওইএম বা তাদের স্বীকৃত ডিলার দ্বারা সরবরাহ করা উচিত। **পিএল নং.** ৪৬৯০৯৬৫৪০০২৯। **প্রেরক-** এসএসই/ এসি(পিওএইচ)/ এনবিকিউ, এনএফআর (অসম)। **পরিমাণঃ** ২৮ টি, এসএসই/ এসি/ ডিবিআরজি, এনএফআর (অসম)। **পরিমাণঃ** ৪ টি, এসএসই/ এসি/ জিএইচওয়াই, এনএফআর (অসম)। **পরিমাণঃ** ২ টি, এসএসই / ই টিএস/আগরতলা, এনএফআর (ত্রিপুরা)। **পরিমাণঃ** ১ টি, এসএসই/ইটিএস/এসসিএল, এনএফআর (অসম)। **পরিমাণঃ** ১ টি, এসএসই/টিএল এণ্ড এসি/কেএনই, এনএফআর (বিহার)। **পরিমাণঃ** ৪ টি, এসএসই/টিএল এণ্ড এসি/এপিডিজে, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)। **পরিমাণঃ** ২ টি, এসএসই/ টিএল/এসি/কেআইআর, এনএফআর (বিহার) **পরিমাণঃ** ৬ টি, এসএসই/টিএল/এসি/কেওয়াইকিউ, এনএফআর (অসম) **পরিমাণঃ** ২ টি, **বায়নার ধনঃ** ৮৯,৪৪০/- টাকা। ই-টেন্ডার **বন্ধ** হবেঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায়।
২। ই-টেন্ডার নংঃ এনবি২৫৫৫৫২, তারিখঃ ০৪-০৭-২০২৫। **আইটেমের বিবরণঃ** এনেক্সার-I অনুসারে সিসিটিভি ক্যামেরার সাথে ফেসিয়াল বায়োমেট্রিক সিস্টেম সরবরাহ এবং ফিটমেন্ট (এক বছরের জন্য ইনস্টলেশন, কনফিগারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ)। **পিএল নং.** ৮৬৯৮০২৬০০০১২। **প্রেরক-** এসএসই/ ডিআরজি/এনবিকিউ, এনএফআর (অসম)। **পরিমাণঃ** ১ সেট, **বায়নার ধনঃ** ৮৬,০২০/- টাকা। ই-টেন্ডার **বন্ধ** হবেঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায়।
৩। ই-টেন্ডার নংঃ এনবি২৫৫৫৫৫, তারিখঃ ০৪-০৭-২০২৫। **আইটেমের বিবরণঃ** লিড অ্যাসিড স্টার্টার ব্যাটারি ২৯০এএইচ (এলএম), ২৪ভি ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল ইঞ্জিন চালু করার জন্য উপযুক্ত যা আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. ইএলপিএস/এসপিইসি/টিএল/০০০১-৯৮ (আরইভি.০) অনুসারে। সেলগুলি শুষ্ক এবং চার্জবিহীন অবস্থায় নিম্নলিখিত আনুষাঙ্গিকগুলির সাথে সরবরাহ করা (১) ইন্টার ইউনিট সংযোগকারী (লিড কোটেড)। (২) এন্ড সেল সংযোগকারী (লিড কোটেড) ৭০ বর্গ মিমি, ই-বিম কপার কেবলের সাথে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, ক্রিম্পিংয়ের মাধ্যম। (৩) ইন্টার সেল এন্ড সেল সংযোগকারীগুলির টার্মিনেশনের জন্য হার্ডওয়্যার (লিড কোটেড)। মেকঃ কেবলমাত্র মাইক্রোটেক্স/সেলটেক/এক্সাইড। টেন্ডার নির্দিষ্ট অনুমোদনের মাধ্যমে ওইএম বা এর অনুমোদিত ডিলারের কাছ থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। **পিএল নং.** ৪৫১৭৯৫২৯। **প্রেরক-** এসএসই/ এসি(পিওএইচ)/এনবিকিউ, এনএফআর (অসম)। **পরিমাণঃ** ২৫ সেট, **বায়নার ধনঃ** ৬৬,০৫০/- টাকা। ই-টেন্ডার **বন্ধ** হবেঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায়।
৪। ই-টেন্ডার নংঃ এনবি২৫৫৫৫৮, তারিখঃ ০৪-০৭-২০২৫। **আইটেমের বিবরণঃ** লিড অ্যাসিড স্টার্টার ব্যাটারি ২৯০এএইচ (এলএম), ২৪ভি ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল ইঞ্জিন চালু করার জন্য উপযুক্ত যা আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. ইএলপিএস/এসপিইসি/টিএল/০০০১-৯৮ (আরইভি.০) অনুসারে। সেলগুলি শুষ্ক এবং চার্জবিহীন অবস্থায় নিম্নলিখিত আনুষাঙ্গিকগুলির সাথে সরবরাহ করা (১) ইন্টার ইউনিট সংযোগকারী (লিড কোটেড)। (২) এন্ড সেল সংযোগকারী (লিড কোটেড) ৭০ বর্গ মিমি, ই-বিম কপার কেবলের সাথে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, ক্রিম্পিংয়ের মাধ্যম। (৩) ইন্টার সেল এন্ড সেল সংযোগকারীগুলির টার্মিনেশনের জন্য হার্ডওয়্যার (লিড কোটেড)। মেকঃ কেবলমাত্র মাইক্রোটেক্স/সেলটেক/এক্সাইড। টেন্ডার নির্দিষ্ট অনুমোদনের মাধ্যমে ওইএম বা এর অনুমোদিত ডিলারের কাছ থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। **পিএল নং.** ৪৫১৭৮৭৯৩। **প্রেরক-** এসএসই/ এসি(পিওএইচ)/ এনবিকিউ, এনএফআর (অসম)। **পরিমাণঃ** ১৫ সেট, এসএসই/ এসি/ ডিবিআরজি, এনএফআর (অসম)। **পরিমাণঃ** ০৮ সেট, এসএসই/ এসি/ জিএইচওয়াই, এনএফআর (অসম)। **পরিমাণঃ** ০২ সেট, এসএসই / ই টিএস/আগরতলা, এনএফআর (ত্রিপুরা)। **পরিমাণঃ** ০২সেট, এসএসই/ইটিএস/এসসিএল, এনএফআর (অসম)। **পরিমাণঃ** ০১ সেট, এসএসই/টিএল এণ্ড এসি/এনজেপি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)। **পরিমাণঃ** ০১ সেট, এসএসই/ টিএল/এসি/কেআইআর, এনএফআর (বিহার)। **পরিমাণঃ** ০২সেট, এসএসই/ টিএল/এসি/কেওয়াইকিউ, এনএফআর (অসম) **পরিমাণঃ** ০৩ সেট, **বায়নার ধনঃ** ৭২,০০০/- টাকা। ই-টেন্ডার **বন্ধ** হবেঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায়।
৫। ই-টেন্ডার নংঃ এনবি২৫৫৫১৪এ, তারিখঃ ০৪-০৭-২০২৫। **আইটেমের বিবরণঃ** এলএইচবি এসি পাওয়ার কারের জন্য ২×৫০০কেভিএ ডিএ সেট, ডিআরজি নং. ইডিটিএস-১০৩, আরইভি-ডি, এএম-৭, সিওআর-১, ২ এবং ৩ অনুসারে, ১২৫এ/১০০০ভি এইচআরসি ফিউজ সহ এইচওজি-সম্মত ইন্টিগ্রেটেড টাইপ সহ। মেকঃ যেকোনো আরডিএসওএস অনুমোদিত বিক্রেতা। **পিএল নং.** ৩৩৫৮০১১৪০০১৬। **প্রেরক-** এসএসই/ এসি(পিওএইচ)/এনবিকিউ, এনএফআর (অসম)। **পরিমাণঃ** ১৪ টি, **বায়নার ধনঃ** ৪,৩৮,২৬০/- টাকা। ই-টেন্ডার **বন্ধ** হবেঃ ২৮-০৭-

কাঠ পাচার রুখে দিল বন দপ্তর

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৮ জুলাই : এ যেন পুরো অ্যাকশন ফিল্মের দৃশ্য! দামি বার্মিজ কাঠ পাচার করছিল একটি কনটেনার গাড়ি। সেটির পিছু ধাওয়া করে ধরে ফেলল বন দপ্তর। মঙ্গলবার ভোরে কামাখ্যাগুড়ির ঘোড়ামারায় ঘটনাটি ঘটেছে।

অসম থেকে ৩০০ সিএফটি বার্মিজ টিক পাচার করছিল উত্তরপ্রদেশের নম্বর প্লেট লাগানো একটি কনটেনার গাড়ি। যার বাজারমূল্য প্রায় নয় লক্ষ টাকা। বন দপ্তরের কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জ ও ভল্কা রেঞ্জের কর্মীরা খবর পেয়ে অসম-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে যৌথ অভিযানে নামেন। এরপর, ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর গাড়িটিকে চিহ্নিত করেন তাঁরা। কিন্তু

> বাজেয়াপ্ত কাঠের পরিমাণ ৩০০ সিএফটি। বাজারমূল্য আনুমানিক নয় লক্ষ টাকা। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি চলছে।
>
> **প্রভাত বর্মন** *আধিকারিক*

গাড়িটিকে ধরতে বেশ বেগ পেতে হয় তাঁদের। অবশেষে, ১০ কিলোমিটার ধাওয়া করার পর ঘোড়ামারার কাছে গাড়িটিকে আটকান বন দপ্তরের কর্মীরা। তবে, গাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে চালক।

বন দপ্তরের আধিকারিকেরা জানাচ্ছেন, এই এলাকাটিকে বার্মিজ কাঠ পাচারের করিডর হিসেবে ব্যবহার করছে পাচারকারীরা। পাচার রুখতে বিভিন্ন কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এর আগেও একাধিকবার এ ধরনের পাচার রুখে দেওয়া হয়েছে। আসবাবপত্র বানানোর জন্যে ওই কাঠের চাহিদা বিপুল। বিহার ও নেপালে ওই কাঠ পাচারের চেষ্টা চলে।

কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জের আধিকারিক প্রভাত বর্মন বলেন, 'বাজেয়াপ্ত কাঠের পরিমাণ ৩০০ সিএফটি। বাজারমূল্য আনুমানিক নয় লক্ষ টাকা। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

পুকুরের বালি-পাথরে রাস্তা, ক্ষোভ

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৮ জুলাই : রাস্তায় পেভার্স ব্লক বসানোর কাজে পুকুরের বালি-পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে। ফালাকাটার বিজেপির বিধায়ক দীপক বর্মন খোদ এই অভিযোগ তোলায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে কাজটি করা হচ্ছে। কিন্তু সেই কাজ

ফালাকাটায় রাজনৈতিক তর্জা

নিম্নমানের হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার বিজেপি নেতাদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে লিখিত অভিযোগ জানান। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি, রাস্তার কাজ ঠিকভাবেই হচ্ছে। উন্নয়নে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি। বিধায়ক নিজে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারেননি বলে শাসকদলের পালটা অভিযোগ।

ফালাকাটায় পেভার্স ব্লকের এই রাস্তার কাজ নিয়েই বিজেপির অভিযোগ।

বিধায়ক দীপক বর্মনের কথায়, 'ওই পেভার্স ব্লকের রাস্তায় স্থানীয় পুকুরের বালি-পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে। অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। কোথাও কোথাও রাস্তার গভীরতাও কম।' তৃণমূলের উদ্দেশ্যে বিধায়কের অভিযোগ, এখানে ৭০-৮০ শতাংশ কাটমানি নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনকে একটাই অনুরোধ, সরকারের টাকায় সঠিকভাবে যেন রাস্তার কাজ হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের পকেট ভরানোর জন্য এই রাস্তা নয়।

পালটা তোপ দেগেছে শাসকদলও। তৃণমূলের ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক সভাপতি তথা ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাসের বক্তব্য, 'বিজেপি উন্নয়নমূলক কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। পেভার্স ব্লকের ওই রাস্তার কাজ যাতে সঠিকভাবে হয়, সেটা আমরাও দেখছি। তবে এখনও পর্যন্ত কাজ ভালোভাবেই হচ্ছে।'

যা অভিযোগ

- বিরসা বিদ্যাভবন হাইস্কুল থেকে ভৈরবহাট পর্যন্ত রাস্তায় পেভার্স ব্লক বসানো হচ্ছে
- বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের নেতারা কাটমানি খেয়ে নিম্নমানের কাজ করাচ্ছেন
- তৃণমূলের পালটা অভিযোগ, বিধায়ক ইচ্ছাকৃতভাবে উন্নয়নে বাধা দিচ্ছেন

এদিন শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে সই করেন বিজেপির ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের সংযোজক জয় সূত্রধর। বিজেপির মদতেই যে এমন অভিযোগ, তা স্পষ্ট। জয়ের কথায়, 'রাস্তার কাজের সঠিক সাইনবোর্ড লাগানো হয়নি। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। এভাবে রাস্তার কাজ আমরা হতে দেব না।' আরেক অভিযোগকারী বিপ্লব দাসেরও একই বক্তব্য। তবে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান বিউটি ঘোষ বলেন, 'এদিন আমি অফিসে যাইনি। অভিযোগের বিষয়টি পরে খতিয়ে দেখা হবে।'

ফালাকাটা-মাদারিহাট রাজ্য সড়কের পাশেই বিরসা বিদ্যাভবন হাইস্কুল। এই স্কুল থেকে ভৈরবহাট পর্যন্ত রাস্তায় পেভার্স ব্লকের কাজ চলছে। রাস্তার দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিন কিমি। সেই কাজের মান নিয়ে অভিযোগকে কেন্দ্র করে চলছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ ভট্টাচার্য ফোন না তোলায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তিনি মেসেজেরও উত্তর দেননি। ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় অবশ্য বলেন, 'ওই রাস্তা নিয়ে আমার কাছেও অভিযোগ এসেছে। গোটা বিষয়টি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারকে জানিয়েছি। দপ্তরের প্রতিনিধিরা রাস্তাটি পরিদর্শন করে দেখবেন।'

আবার ট্রেডিং অ্যাপের ফাঁদে পা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুলাই : আবার সেই সাইবার প্রতারণা। আবার সেই ট্রেডিং অ্যাপ। সেই অ্যাপের ফাঁদে পড়ে এবার প্রায় চার লক্ষ টাকা খোয়ালেন আলিপুরদুয়ারের এক ব্যবসায়ী। অভিযোগ জানিয়েছিলেন তিনি। তদন্তে নেমে পুলিশ সাফল্য পেলেও পুরো টাকা উদ্ধার করতে পারেনি। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার সাইবার থানার পুলিশ প্রায় ২ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে ওই ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেয়। তবে পুরো টাকা না পেলেও তিনি খানিকটা স্বস্তি পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন সেই ব্যবসায়ী।

আলিপুরদুয়ার সাইবার ক্রাইম থানার তদন্তকারী পুলিশকর্তা অভিষেক প্রসাদ জানান, ট্রেডিং অ্যাপে প্রতারণার ঘটনা আজকাল বেড়েছে। তাঁর পরামর্শ, অচেনা ফোন নম্বর বা অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে।

কীভাবে প্রতারিত হয়েছেন ওই ব্যবসায়ী? পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় এক মাস আগে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হন সেই ব্যবসায়ী। তারপর তাঁকে ট্রেডিং অ্যাপের মাধ্যমে টাকা বাড়ানোর টোপ দেওয়া হয়। বলা হয়, অল্প সময়ে টাকা কয়েকগুণ বাড়বে। ওই ব্যবসায়ী আগ্রহ দেখাতেই সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ট্রেডিং অ্যাপের লিংক পাঠানো হয়। লিংকের মাধ্যমে ওই ব্যবসায়ীর সমস্ত তথ্য চাওয়া হয়। কয়েক ধাপে একাধিক ব্যাংকে টাকা পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই ব্যবসায়ী নির্দেশমতো টাকা পাঠান। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হয়ে গেলেও তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। সেই গ্রুপে যোগাযোগ করেও আর কোনও উত্তর পাননি। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন।

পুলিশ তদন্তে নেমে কোন কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কত টাকা পাঠানো হয়েছিল তার সমস্ত তথ্য জোগাড় করে। অনলাইনে টাকা লেনদেন হওয়ায় সেই তথ্য পেতে সুবিধা হয়। সেই সব ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে টাকা উদ্ধার করার চেষ্টা চলে। সব মিলিয়ে প্রায় দুই লক্ষ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

কয়েকদিন আগেই দুজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মী অনেকটা একইরকম ফাঁদে পড়ে প্রতারিত হয়েছেন। তাঁদের তো মোটা অঙ্কের টাকা খোয়া গিয়েছে। পুলিশের দ্বারস্থ হলে একজনের প্রায় আট লক্ষ টাকা ও অপরজনের প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়।

কীভাবে প্রতারণা

- বিভিন্ন ট্রেডিং অ্যাপ ব্যবহার করার সময় সমস্ত তথ্য জোগাড় করা হয়
- সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর চালিয়ে শিকারের আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হয়
- হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে তাতে শিকারকে যুক্ত করা হয়
- অল্প সময়ে টাকা বৃদ্ধির লোভ দেখানো হয়

জেলায় বারবার এমন ঘটনা ঘটতে থাকায় প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে 'শিকারদের' ফোন নম্বর জোগাড় করছে প্রতারকরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন ট্রেডিং অ্যাপ ব্যবহার করার সময় সমস্ত তথ্য জোগাড় করা হয়। তারপর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে তাতে শিকারকে যুক্ত করা হয়। তারপর টাকা বৃদ্ধির লোভ দেখানো হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর চালিয়ে শিকারের আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পরই প্রতারকরা জাল পাতে।

বৃষ্টির আশায় ব্যাঙের বিয়ে

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৮ জুলাই : আষাঢ় মাস চলছে। ভরা বর্ষাকাল। অথচ বৃষ্টি হচ্ছে না। অনাবৃষ্টির কারণে হাজার হাজার চাষি আমন ধান রোপণ করতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে এবার ফালাকাটায় বৃষ্টির প্রার্থনায় ধুমধাম করে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এমন বিয়ের আয়োজন করা হয় গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বগরিবাড়ি এলাকায়। স্থানীয় প্রবীণদের পাশাপাশি মাঝবয়সি ও তরুণরাও এমন আয়োজনে শামিল হন।

উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় খরা চলাকালীন ব্যাঙের বিয়ে দেওয়ার রীতি বহু পুরোনো। মানুষের বিয়ের মতোই এর আয়োজন করা হয়। বগরিবাড়িতে এই বিয়ের মূল উদ্যোক্তা রঞ্জন বসাক, মাধব রায় ও বৃদ্ধা সুশীলা রায়। সবাই কৃষক পরিবারের। ধান রোপণ করতে পারছেন না। রঞ্জনের কথায়, 'বগরিবাড়ি কালী মন্দিরের সামনে ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করা হয়।' তবে বিয়ে বলে কথা। তাই সবরকমের আয়োজনই করতে হয়। একটি পুরুষ ও একটি নারী ব্যাং পুকুর থেকে ধরে নিয়ে আসা হয়। দুটি ব্যাঙকে স্নান করানো হয়। তারপর মন্ত্রপাঠ করে বিয়ে দেন স্থানীয় পুরোহিত পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য। ছিল ব্যান্ডপার্টি বাজনাও। বিয়ে দেখতে ভিড় করেন এলাকাবাসী। আবার বিয়ের পর প্রীতিভোজের ব্যবস্থাও ছিল। মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, সবজি, মুরগির মাংস।

ধুমধাম করে চলছে বিয়ের প্রস্তুতি। মঙ্গলবার ফালাকাটার বগরিবাড়িতে।

কিন্তু খরচের টাকা জোগাড় হয় কীভাবে? উদ্যোক্তারা জানান, এর জন্য এলাকার মানুষ ও বগরিবাড়ির ব্যবসায়ীরা আর্থিক সাহায্য করেছেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ী পঙ্কজ বসাকের কথায়, 'অনাবৃষ্টির কারণে চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তো ব্যবসাও মন্দা চলবে। তাই বৃষ্টির কামনায় আমরাও এই বিয়েতে শামিল হই ও সাধ্যমতো চাঁদা দিয়েছি।'

সমীরণ দাসের ঘরের বেহাল দশা। তাঁর নাম কেটে দেওয়া হয়েছে।

ঘরের টাকা না পেয়ে বিডিও-কে লিখিত অভিযোগ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৮ জুলাই : বাংলার আবাস যোজনার ঘরপ্রাপক তালিকায় নাম ছিল দক্ষিণ মাদারিহাটের নীলকমল শুক্লদাসের। নাম ছিল সমীরণ দাস, মনোজকুমার দাস, জীবন মণ্ডল, দুলু দাস, গোলক দাসদের। কিন্তু দীর্ঘদিন অ্যাকাউন্টে টাকা জমা না পড়ায় খোঁজ নিয়ে তাঁরা জানতে পারেন তালিকা থেকে তাঁদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। এই কাজ করেছেন সমীক্ষক দলের সদস্যরা। এ বিষয়ে মঙ্গলবার মাদারিহাটের বিডিওকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। হতাশ সমীরণ জানিয়েছেন, সমীক্ষক দলের সদস্যদের করা সমীক্ষা নিয়ে অবাক হতে হয়। তাঁর ঘরের অবস্থা এতটাই খারাপ যে, ভাঙা বেড়া দিয়ে ঘরের ভেতর কুকুর ঢুকে যায়। তিনি বললেন, 'রাতে হাতির ভয়ে ঘুম আসে না। বহু পুরাতন টিনের চালা ভেঙে দুলতে থাকে। সামান্য বৃষ্টিতেই ঘরের মেঝে জলে ভেসে যায়। সমীক্ষক দল কী দেখে আমার নাম কেটে দিল মাথায় আসছে না।'

বাংলার আবাস যোজনার প্রাপক তালিকায় নাম ছিল বলে জানিয়েছেন নীলকমল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে অ্যাকাউন্টে টাকা জমা না পড়ায় তাঁর সন্দেহ হয়। কারণ আশপাশের প্রাপকরা টাকা পেয়ে ঘরের কাজ শুরু করে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি আমার বাড়ির অবস্থা না দেখেই সমীক্ষক দলের জনৈক সদস্য তালিকা থেকে আমার নাম কেটে দিয়েছেন। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে আমার পাকা ছাদ দেওয়া ঘর রয়েছে। তা শুনে আমি অবাক ও হতাশ হয়ে গিয়েছি।' তাঁর প্রশ্ন, 'কোথা থেকে ওই অফিসার দেখতে পেলেন আমার ছাদ দেওয়া পাকাবাড়ি?' প্রশ্ন উঠছে যিনি সমীক্ষার দায়িত্বে ছিলেন তিনি কি ঘরে বসেই সমীক্ষার কাজ করে রিপোর্ট জমা করেছিলেন।

বাবার তৈরি করা একটা বহু পুরাতন ঘরের একটি ছোট ঘরে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে কোনওভাবে থাকেন জীবন। প্রাপক তালিকা থেকে কেন তাঁর নাম কেটে দেওয়া হল তা বুঝতে তিনি বিডিও অফিস গিয়েছিলেন। বিডিও তদন্ত করে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। একই অবস্থা মনোজের।

মাদারিহাটের বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়ার বক্তব্য, 'ঘরবাড়ির বিবরণ দেখেই সমীক্ষক দল যে রিপোর্ট দিয়েছে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই তালিকা থেকে নাম বাদ যেতে পারে। তবে নথিপত্র না দেখে কিছু বলা সম্ভব নয়। আমরা তদন্ত করে প্রকৃত কারণ খুঁজব।'

যা সমস্যা

- দীর্ঘদিন ধরে অ্যাকাউন্টে টাকা জমা না পড়ায় খোঁজ নিয়ে উপভোক্তারা জানতে পারেন তালিকা থেকে তাঁদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে
- প্রশ্ন উঠছে যিনি সমীক্ষার দায়িত্বে ছিলেন তিনি কি ঘরে বসেই সমীক্ষার কাজ করে রিপোর্ট জমা করেছিলেন
- যাঁদের ছাদ দেওয়া পাকা ঘর রয়েছে, সরকারি চাকরি করেন সেই পরিবার ঘর পেয়েছে বলে অভিযোগ

দক্ষিণ মাদারিহাট ১৪/৯৮ পার্টের পঞ্চায়েত সদস্য নারায়ণ দাস বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য। তাঁর অভিযোগ, 'বিজেপি সমর্থকদের প্রাপক তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। অথচ যাদের ছাদ দেওয়া পাকা ঘর রয়েছে, সরকারি চাকরি করে সেই পরিবার ঘর পেয়েছে।' তাঁর পার্টের প্রায় ২৮ থেকে ৩০ জনের নাম তালিকা থেকে এইভাবে কেটে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

পর্যালোচনা বৈঠক

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুলাই : মঙ্গলবার ডুয়ার্সকন্যায় জেলা পরিষদের কাজ নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক হয়। জেলা পরিষদের বিভিন্ন স্থায়ী সমিতিগুলির কাজ নিয়ে এদিনের বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়। জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের এই বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। এক মাস আগেই আলিপুরদুয়ার অতিরিক্ত জেলা শাসক সুবর্ণ রায়কে সরিয়ে জেলা পরিষদের কাজের দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল অপর এক অতিরিক্ত জেলা শাসক নৃপেন্দ্র সিংকে। এদিনের বৈঠকে জেলা শাসক আর বিমলার সঙ্গে নৃপেন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব, সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে, মেন্টর মৃদুল গোস্বামী এবং কোমেন্টর সুরেশ রায়। জেলা পরিষদের সঙ্গে বিভিন্ন দপ্তরের যোগ কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা হয় এই বৈঠকে। বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির যে কাজগুলি বাকি আছে সেসব দ্রুত শেষ করার নির্দেশ এই বৈঠক থেকে দেওয়া হয়। এছাড়াও স্থায়ী সমিতিগুলির কী কী কাজ বাকি রয়েছে সেই নিয়েও আলোচনা হয়। জেলার বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের সমস্যার নিরসন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরি এবং রাস্তার কাজে জোর দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। জেলা পরিষদের সদস্যরা জানিয়েছেন, বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে জেলা পরিষদের এমন বৈঠক এর আগে হয়নি।

ধর্মঘটের সমর্থনে

রাঙ্গালিবাজনা, ৮ জুলাই : ৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে মঙ্গলবার বিকেলে রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে পথসভা করে সিপিএম। বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সদস্য আশা ছেত্রী, রাঙ্গালিবাজনার শাখা সম্পাদক ক্ষীতেন্দ্রনাথ রায়, সারা ভারত কৃষকসভার মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লক কমিটির সদস্য বসির আহমেদ। ন্যূনতম মজুরি চালু করা, চা বাগানের জমি হস্তান্তরের বিরোধিতা, পিএফ গ্র্যাচুইটি দুর্নীতিতে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, শ্রমকোড বাতিল সহ একগুচ্ছ দাবি জানান তাঁরা। ধর্মঘটের সমর্থনে বীরপাড়ার পুরাতন বাসস্ট্যান্ড চত্বরে পথসভা করে এআইইউটিইউসি, ইউটিইউসি, ইনটাক ও সিটু। এদিন জেলার একাধিক চা বাগানে ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার করেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি তথা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল দাস। পাশাপাশি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ না মেটানোয় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট অবমাননার অভিযোগও করেন তিনি।

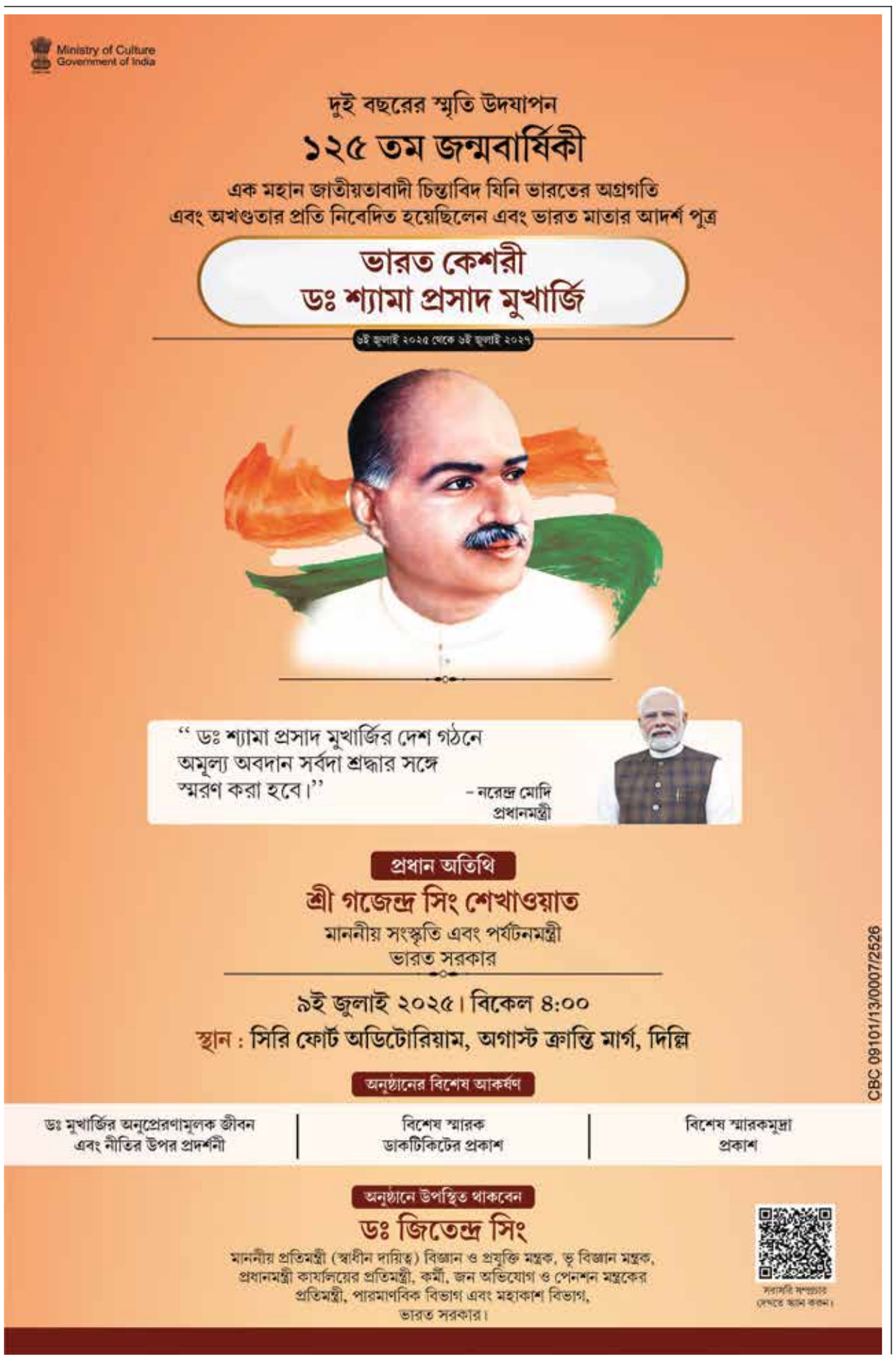

জেলাজুড়ে চাষির কপালে চিন্তার ভাঁজ

অনাবৃষ্টিতে আমন চাষে সংকট

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৮ জুলাই : ক্যালেন্ডারে ভরা বর্ষাকাল, অথচ ভারী বৃষ্টির দেখা নেই। আমন ধান রোপণের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির দেখা নেই। বীজতলা নষ্ট হওয়ার মুখে। এই অবস্থায় কয়েকদিনের মধ্যেই বৃষ্টি না হলে বড় ক্ষতির মুখে পড়বেন চাষিরা। এদিকে নীচু জমিতে কিছু জায়গায় ধান রোপণ করা গিয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে সেই আমন ধান গাছগুলিও নষ্ট হওয়ার মুখে। আবহাওয়া দপ্তরের ঘোষণা অনুযায়ী, সোমবার ও মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গজুড়েই বৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু কোথাও কোথাও ছিটেফোঁটা হলেও মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির দেখা মেলেনি। এই নিয়ে রীতিমতো উদ্বেগ ছড়িয়েছে ধানচাষিদের মধ্যে।

বর্ষার শুরু থেকেই এবছর বৃষ্টিপাত অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেকটাই কম। তার ওপর জুলাই মাসের শুরুতেও অন্যান্য বছরের তুলনায় ভালো বৃষ্টি না হওয়ায় আমন ধান চাষের ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। তাঁরা বলছেন, বিক্ষিপ্তভাবে কিছু এলাকায় বৃষ্টি হওয়ায় নীচু জমিতে চাষিরা আমন ধান রোপণ করতে পেরেছিলেন।

তবে উঁচু জমিতে জল না জমায় তাঁদের মধ্যে চিন্তা বাড়ছে। গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টির দেখা না মেলায় জমি শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে। বীজতলাগুলি নষ্ট হওয়ার মুখে। অনেকের বীজতলা লাল হয়ে গিয়েছে। এখনই বৃষ্টি না হলে বীজতলা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে চাষিরা জানিয়েছেন।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা সায়ন্তন দাস জানান, বর্ষার শুরু থেকেই বৃষ্টি কম। এই আবহাওয়া আমন ধান চাষের ক্ষেত্রে কিছুটা চিন্তার।

তবে তাঁর আশ্বাস, এখনও আমন ধান চাষের বা রোপণ করার সময় বাকি রয়েছে। প্রতিবছর অম্বুবাচির পর থেকে আমন ধান রোপণ শুরু হয়। তবে বৃষ্টি কম হওয়ায় এবছর এখনও উঁচু জমিতে আমন ধান রোপণ শুরু করা যায়নি। এরকম আবহাওয়া চলতে থাকলে আমন ধান রোপণের ক্ষেত্রে দেরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে উৎপাদনেও সমস্যা হবে।

সায়ন্তন বলেন, 'তবে আমরা আশা করছি আগামী দুইদিনের মধ্যে আমরা ভালো বৃষ্টি পাব।'

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের মহাকালগুড়ি এলাকার ধানচাষি প্রদীপ দেবনাথের গলায় ঝরে পড়ল উদ্বেগ। বললেন, 'অধিকাংশ চাষির বীজতলা তৈরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বৃষ্টি না হওয়ায় বেশিরভাগ চাষি আমন ধান রোপণ করতে পারছেন না। জমিতে কাদা না হলে ধান রোপণ করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তাই ভালো ফলন পেতে এইসময় ভারী বৃষ্টিপাতের ভীষণ প্রয়োজন।'

ইতিমধ্যে বোরো ধান ঘরে তুলে ফেলেছেন কৃষকরা। তবে আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে বোরো ধানের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে আমন ধানের চাষ হয়। এই ধান চাষের ওপরই জেলার কৃষিনির্ভর অংশের অর্থনীতি অনেকটা নির্ভর করে। তাই এই সময় কৃষকরা তাকিয়ে রয়েছেন আকাশের দিকে। জুলাই মাসে এখনও পর্যন্ত যা বৃষ্টিপাত হয়েছে সেটা উদ্বেগের। একটা বড় অংশের কৃষক এই চাষের উপর নির্ভর করেন। তাঁরা ঋণ নিয়েও চাষ করেন। তাই বর্ষার আগমনের দিকে তাকিয়ে তাঁরা। আলিপুরদুয়ার জেলা কৃষি দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, বিগত বছরগুলির তুলনায় এবছর জুন ও জুলাই মাসে অনেকটাই কম বৃষ্টি হয়েছে।

ধানের বীজতলা লাল হয়ে যাচ্ছে। -সংবাদচিত্র

> বর্ষার শুরু থেকেই বৃষ্টি কম। এই আবহাওয়া আমন ধান চাষের ক্ষেত্রে কিছুটা চিন্তার।
>
> **সায়ন্তন দাস**
> *কৃষি অধিকর্তা, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক*

উদ্বেগ বাড়ছে

- ক্যালেন্ডারে ভরা বর্ষাকাল, অথচ ভারী বৃষ্টির দেখা নেই, আমন ধান রোপণের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে
- বিক্ষিপ্তভাবে কিছু এলাকায় বৃষ্টি হওয়ায় নীচু জমিতে আমন ধান রোপণ করেছেন চাষিরা
- তবে উঁচু জমিতে জল না জমায় চিন্তা বাড়ছে
- গত কয়েকদিন বৃষ্টি না হওয়ায় জমি শুকিয়ে কাঠ
- অনেকের বীজতলা লাল হয়ে গিয়েছে
- এখনই বৃষ্টি না হলে বীজতলা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ঝুঁকির জীবন।। সুন্দরবনে ছবিটি তুলেছেন মালবাজারের অভীক চৌধুরী।

জয়গাঁয়

আগ্রহ বাড়ছে মিলেট চাষে

১০০ কৃষককে বীজ বিলি

জয়গাঁ, ৮ জুলাই : জয়গাঁ এলাকার খোকলাবস্তি এবং বড় মেচিয়াবস্তি এলাকায় আগে ধান চাষ হত। তবে এখন ওই এলাকায় ধান চাষ হয় না বললেই চলে। কৃষকদের আবাদি জমি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। এবারে সেই কৃষিজমিগুলি ব্যবহারযোগ্য করে তোলার জন্য এলাকার কৃষকদের মিলেট জাতীয় শস্যের চাষের প্রতি আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা শুরু করেছে কালচিনি ব্লক কৃষি দপ্তর। মঙ্গলবার মিলেট জাতীয় শস্য রাগির বীজ তুলে দেওয়া হল কৃষকদের।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক এই ফসল বলে জানানো হয়েছে ব্লক কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে। চাষিদের মিলেট চাষের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে বদ্ধপরিকর কালচিনি ব্লক কৃষি দপ্তর। জয়গাঁ খোকলাবস্তি ও বড় মেচিয়াবস্তির ১০০ জন চাষির হাতে তুলে দেওয়া হল রাগি বীজ। এদিন এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকদের দেওয়া হয় এই বীজ।

জানা গিয়েছে, ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন মিশনের অন্তর্গত এই উদ্যোগটি। এদিন জয়গাঁ মডেল স্কুলে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালচিনি ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা প্রবোধকুমার মণ্ডল, জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কমল পাখরিন সহ অন্যরা। পাশাপাশি, এই অনুষ্ঠানে কৃষকদের বোঝানো হয় মিলেট চাষের পদ্ধতি। মাথাপিছু ১ জন চাষিকে দেওয়া হয়েছে ৪ কিলো রাগিবীজ। ২ বিঘা জমিতে অনায়াসে এই বীজ রোপণ করা সম্ভব। এই চাষে কম জল এবং কম সার প্রয়োজন হয় বলে জানা গিয়েছে। জমিতে নতুন করে ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে জেনে খুশি এলাকার কৃষকরা।

গীতা লামা নামের এক কৃষক বলেন, 'হাতির উৎপাত বেড়ে যায় ধান চাষ করলে। যার কারণে ধান চাষ ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভুট্টা চাষ করতাম। কিন্তু সেই চাষে সফলতা আসেনি। এবারে শুনলাম মিলেট চাষে খরচ বেশি নেই। জমিও খালি থাকছে। তাই এই চাষ শুরু করব।'

এই এলাকায় এই প্রথম মিলেট জাতীয় ফসল চাষ হবে বলে জানিয়েছেন সানু ছেত্রী নামের অপর এক কৃষক। এবার এই চাষে সফল হলে পরের বছর আরও বেশি করে রাগির চাষ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'মিলেটের পাশাপাশি আরও পরীক্ষামূলক ফসলের চাষ করতে চাই আমরা।'

মিলেট চাষ সফল হলে জয়গাঁ এলাকার চাষিদের দেওয়া হবে কমলালেবুর বীজ। ভবিষ্যতে জয়গাঁতেও কমলা বাগান তৈরি সম্ভব হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রবোধের কথায়, 'কালচিনি ব্লকে ৯০ হেক্টর জমিতে মিলেট জাতীয় ফসল চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জয়গাঁতে এই চাষ ভালো ফসল দেবে বলে আমাদের আশা। জয়গাঁর বড় মেচিয়াবস্তি এবং খোকলাবস্তিতে জল দাঁড়ায় না, যার জন্য এই চাষ সফলতা পাবে বলে আমাদের ধারণা।'

উদ্যোগ

- ১ জন চাষিকে দেওয়া হয়েছে ৪ কিলো রাগিবীজ, ২ বিঘা জমিতে অনায়াসে এই বীজ রোপণ করা সম্ভব
- এই চাষে কম জল এবং কম সার প্রয়োজন হয় বলে জানা গিয়েছে
- মিলেট চাষে খরচ বেশি নেই, জমিও খালি থাকছে, তাই এই চাষ শুরু হচ্ছে

কৃষকদের রাগিবীজ তুলে দিচ্ছেন ব্লক আধিকারিকরা। মঙ্গলবার।

কাজ হল না তুরতুরিতে

শামুকতলা, ৮ জুলাই : কাগজে-কলমে মঙ্গলবার ডুয়ার্সের তুরতুরি চা বাগান খুলে গিয়েছে। তবে এদিন শ্রমিকরা কাজে যোগ দেননি। জানা গিয়েছে, সোমবারের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, মঙ্গলবার বকেয়া একটি পাক্ষিক মজুরির টাকা শ্রমিকদের ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে দেবে মালিকপক্ষ। শ্রমিকরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, চুক্তি অনুযায়ী একটি পাক্ষিক মজুরির টাকা না দেওয়া পর্যন্ত কাজে যাবেন না কোনও শ্রমিক। মঙ্গলবার মজুরির টাকা শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে দিতে দুপুর গড়িয়ে যায়। ফলে শ্রমিকরা এইদিন কাজে যাননি।

তবে বুধবার থেকে কাজে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন শ্রমিকরা। যদিও বুধবার বাম শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ ধর্মঘট রয়েছে। তাই বাম শ্রমিক সংগঠনের শ্রমিকরা ওইদিন কাজে যোগ না দিলেও অন্য শ্রমিকরা কাজে যোগ দেবেন বলেই জানা গিয়েছে।

তুরতুরি চা বাগানের মালিক জয়ন্ত সাহা বলেন, 'চুক্তি অনুযায়ী আমরা মঙ্গলবার শ্রমিকদের মজুরির টাকা দিয়েছি। বুধবার থেকে বাগানের স্বাভাবিক কাজকর্ম হবে।' শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির সহযোগিতা পাবেন বলে আশা করছেন জয়ন্ত।

সিটু নেতা বিদ্যুৎ গুন বলেন, 'এক মাস ধরে বাগান বন্ধ ছিল। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মঙ্গলবার বকেয়া ৭টি পাক্ষিক মজুরির মধ্যে ১টি পাক্ষিক মজুরির টাকা শ্রমিকদের দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই মালিকের ওপর খুব একটা ভরসা রাখতে পারছেন না শ্রমিকরা। তাই শ্রমিকরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন অ্যাকাউন্টে টাকা না ঢোকা পর্যন্ত তাঁরা কেউ কাজে যাবেন না।'

কর্মসূচি ঘোষণা

কালচিনি, ৮ জুলাই : রাজ্যের পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করতে অভিনব আন্দোলন কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পার্শ্বশিক্ষক ঐক্যমঞ্চ। মঙ্গলবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক ভগীরথ ঘোষ জানিয়েছেন, এর আগে রাজ্যে কর্মরত পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করতে একাধিকবার অনশন, বিক্ষোভ সমাবেশ সহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এবারে সরাসরি 'মুখ্যমন্ত্রীকে বলো' কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৯ জুলাই থেকে ১১ জুলাই ওই কর্মসূচি চলবে।

ঝুলন্ত দেহ

মাদারিহাট, ৮ জুলাই : দক্ষিণ মাদারিহাটের সোমু মজুমদার (৩৬) থাকতেন পশ্চিম মাদারিহাটে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে। মঙ্গলবার দুপুরে বাড়ির কাছেই একটি শিমুল গাছের মগডাল থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে মাদারিহাট থানার পুলিশ। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমুর মা জ্যোৎস্না মজুমদার এক বছর আগে নিজের ঘরেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। এরপর থেকে সোমু ওই বাড়িতে থাকতেন না।

টুকরো খবর

স্বাস্থ্য শিবির

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুলাই : আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে মঙ্গলবার এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রেশার, ব্লাড সুগার, ওজন মাপার মতো প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে এলাকাবাসীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার মাধবী দে সরকার। তিনি বলেন, 'এলাকার প্রায় ৫০ জন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই শিবিরে অংশ নেন। সকাল সাড়ে নটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত এই ক্যাম্প চলে।'

শিবির

বারবিশা, ৮ জুলাই : বাল্যবিবাহ ও শিশু পাচার রোধে মঙ্গলবার কামাখ্যাগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রীদের সচেতন করল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কোশি লোকমঞ্চ। ৩ শতাধিক পড়ুয়া শিবিরে অংশ নেয়। বাল্যবিবাহের কুফল, শিশু পাচার এবং শিশু নির্যাতনের বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেন উদ্যোক্তারা। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নীলাঞ্জনা ঘোষ, সংস্থার কর্মী সানি সরকার প্রমুখ।

নয়া পদ

ফালাকাটা, ৮ জুলাই : তৃণমূল কিষান খেত মজদুর কংগ্রেসের ফালাকাটা ব্লক কমিটির চেয়ারম্যান করা হল আতিয়ার রহমান আহমদকে। মঙ্গলবার চিঠি দিয়ে আতিয়ারকে এই কথা জানান সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায়। প্রসেনজিৎ বলেন, 'আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে উমাচরণপুরের দীর্ঘদিনের কৃষকনেতা আতিয়ারকে ফালাকাটা ব্লক কমিটির চেয়ারম্যান করা হল।'

প্রচার

ফালাকাটা, ৮ জুলাই : দিনহাটার এক বাসিন্দাকে এনআরসি নোটিশ দেওয়ার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফালাকাটায় মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন ফালাকাটার পাঁচমাইল বাজারে তৃণমূলের গ্রামীণ ব্লক কমিটির ডাকে মিছিল হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সঞ্জয় দাস। দিনহাটার ঘটনার প্রতিবাদের পাশাপাশি ২১শে জুলাইয়ের সমাবেশের প্রচারও করা হয়।

সচেতনতা

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুলাই : মঙ্গলবার ট্রলিম্যান, ট্র্যাকম্যানদের সঙ্গে নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় আলিপুরদুয়ার ডিআরএম অফিসে। সেখানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম উপস্থিত ছিলেন। রেললাইনে কখন কীভাবে ট্রলি চালাতে হবে, সেবিষয়ে সচেতনতার পাঠ দেওয়া হয়।

উত্তর ছেকামারিতে ভোগান্তি

দখল করা জমি যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৮ জুলাই : আট দশক আগে প্রায় ৪ শতক জেলা পরিষদের জমি দখল করেছিল উত্তর ছেকামারির দেবকার্জি পরিবার। জমিটি মাদারিহাট বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সেন্ট্রাল ব্যাংকের বন্ধ থাকা এটিএম কাউন্টারের উলটোদিকে রাজ্য সড়কের ধার ঘেঁষে রয়েছে। এই জমির বাজারমূল্য এখন আকাশছোঁয়া। এই জমিটির অধিকার নিয়ে বহু বছর ধরেই শরিকি বিবাদ চলছে। জমিটি বহু বছর ধরে পতিত থাকায় সেখানে আবর্জনা জমে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের রূপ নিয়েছে। মশা, মাছির আঁতুড় হয়ে উঠেছে। জায়গাটি থেকে এলাকায় রোগব্যাধি ছড়াচ্ছে। বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপ সেখানে সংগঠিত হয় বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের।

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহার বক্তব্য, 'আমি বহুবার রাজু দেবকার্জিকে বলেছি ওই জায়গা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। অথবা বসবাস করা হয়। কিন্তু কোনওটাই করছেন না।'

এই পতিত জমিটির পাশেই বাড়ি কুঞ্জবিহারী আগরওয়ালের। তাঁর অভিযোগ, এই জায়গা নরকযন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছে। ডাম্পিং গ্রাউন্ড হয়ে গিয়েছে। বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বাড়িতে আত্মীয় পরিজনরা আসলে লজ্জায় পড়তে হয়। জানলা খুলতে পারেন না তাঁরা।

বৃদ্ধ কুঞ্জবিহারী আরও বলেন, 'জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখে আসছি এই জায়গার এমন নরক দশা। বহুবার ওই পরিবারকে বলা হয়েছে ঘরবাড়ি বানিয়ে বসবাস করতে। অথবা আবর্জনা সাফাইয়ের ব্যবস্থা নিতে। কিন্তু তাঁরা কোনওটাই করছেন না।' একই অভিযোগ পতিত জায়গাটির উলটোদিকে সোনার দোকানের মালিক মানিক বণিকেরও।

পরিত্যক্ত জায়গার পাশে গণেশ শর্মা পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। গণেশ জানালেন, হাটের যতরকম আবর্জনা এই জায়গায় কিছু হাট ব্যবসায়ী ও কয়েকটি পরিবার নিয়মিত ফেলে। জায়গাটি উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিলে অথবা বসবাস করলে এই অবস্থা হত না।

দেবকার্জি পরিবারের একজন ওয়ারিশ রাজু দেবকার্জির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'জায়গাটির মালিকানা নিয়ে শরিকি সমস্যা রয়েছে। কয়েক বছর আগে জায়গাটি পাকা দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলাম। আশপাশের লোকজন ওখানে বাড়ির আবর্জনা ফেলেন। মাঝেমাঝেই আবর্জনা সাফাই করা হয়। আবার সাফাই করা হবে।'

তবে রাজুর আশ্বাসে বিশ্বাস করেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, ওই জায়গা নিয়ে প্রতিবাদ করলে রাজু সহ দেবকার্জি পরিবারের অন্যরা লোকজন এনে ভয় দেখান। জাতপাতের সুরসুরি দেন। তাঁদের দাবি, ওই জমিতে হয় বসবাস করা হোক, নয়তো নিয়মিত সাফসুতরো রাখতে হবে। আর তা না করা হলে জেলা শাসকের কাছে গণস্বাক্ষরিত অভিযোগপত্র পাঠানো হবে।

এই জায়গায় শরিকদের বিবাদে হয়রানির শিকার স্থানীয় বাসিন্দারা।

সমস্যা কোথায়

- আট দশক আগে ৪ শতক জেলা পরিষদের জমি দখল করেছিল দেবকার্জি পরিবার
- দখলকৃত জমিটির বাজারমূল্য এখন আকাশছোঁয়া, বহু বছর ধরে মালিকানা নিয়ে শরিকি বিবাদ চলছে
- জমিটিতে রোদ, বৃষ্টিতে আবর্জনা পচে মশামাছি ও রোগের আঁতুড় হয়ে উঠেছে
- জায়গাটি থেকে রোগ ছড়াচ্ছে, অপরাধমূলক কার্যকলাপ সংগঠিত হচ্ছে
- জমিটি বসবাসের যোগ্য করা হোক, নয়তো জেলা পরিষদকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক দাবি স্থানীয়দের

তরুণী উদ্ধার

কামাখ্যাগুড়ি, ৮ জুলাই : কামাখ্যাগুড়ি থেকে এক তরুণীকে মঙ্গলবার উদ্ধার করল কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। খোয়ারডাঙ্গা-১ অঞ্চলের বাসিন্দা নৃত্যশিল্পী ওই তরুণীর বয়স ১৮ বছর। কয়েকদিন আগে একটি নাচের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সেই তরুণী অসমে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে তরুণীর সঙ্গে তাঁর পরিবারের লোকজন যোগাযোগ করতে পারছিলেন না। ফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না তাঁকে। বাধ্য হয়ে গত শনিবার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে তরুণীর পরিবার। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে তরুণী অপর একটি নাচের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিহার চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। তবে যেহেতু পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, তাই নিয়ম মেনে সেই তরুণীকে আদালতে পেশ করা হয় মঙ্গলবার। পরে তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অল্পে রক্ষা

সোনাপুর, ৮ জুলাই : বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পেল একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। মঙ্গলবারের এই ঘটনা আলিপুরদুয়ার -১ ব্লকের মথুরা চা মহল্লার বিষম লাইনের। ওই এলাকায় এদিন সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নতুন ভবনের উদ্বোধন ছিল। সেই উপলক্ষ্যে সেখানে অতিথিরা এবং ওই এলাকার বাসিন্দারাও উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রের পুরোনো ভবনে রান্না করার সময় হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লেগে যায়। তবে সেখানকার কর্মী শান্তা ছেত্রী ভেজা কাপড় চাপা দিয়ে সিলিন্ডারের আগুন নেভান।

১৫ দফা দাবি

মাদারিহাট, ৮ জুলাই : বিজেপির মাদারিহাট ৩ নম্বর মণ্ডল কমিটির পক্ষ থেকে মঙ্গলবার মাদারিহাটের বিডিওকে ১৫ দফা দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মণ্ডল কমিটির সভাপতি সন্তোষকুমার মাহাতো জানালেন, বাংলার আবাস যোজনার প্রাপকদের তালিকা থেকে শুধুমাত্র বিজেপির সমর্থকদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে উপযুক্ত তদন্ত করে বঞ্চিতদের ঘরের টাকা দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

চিতাবাঘের ভয়ে সন্ত্রস্ত বন ও চা বাগান সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা

কুঞ্জনগরে খাঁচা বসাল বন দপ্তর

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৮ জুলাই : একে হাতির তাণ্ডবে রক্ষা নেই, ভুটনিরঘাটের পর ফালাকাটার কুঞ্জনগরে দোসর এবার চিতাবাঘের আতঙ্ক। স্থানীয়দের দাবি, এলাকা থেকে একের পর এক ছাগল নিখোঁজ হচ্ছে। গ্রামের অনেকে ছাগল প্রতিপালন করে জীবিকা অর্জন করেন। গ্রামে তৈরি রোজভ্যালির রিসর্টটি দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আশপাশের ঝোপঝাড়ে চিতাবাঘের পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছে বলে আশঙ্কা। মঙ্গলবার পরিত্যক্ত রিসর্টটির পাশে জলদাপাড়া বন দপ্তরের তরফে ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা পাতা হয়। এছাড়া লাগাতার নজরদারি চলছে বলে বন দপ্তর জানিয়েছে।

কুঞ্জনগরের বিট অফিসার সনৎ শূরের কথায়, 'স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবির ভিত্তিতে সোমবার রাতে খাঁচা নিয়ে আসা হয়। মঙ্গলবার বিকেলে খাঁচাটি বসানোর পর নজর রাখা শুরু করেন বনকর্মীরা।' দিনকয়েক আগে কুঞ্জনগরে রমণী বর্মনের বাড়ি থেকে পাঁচটি ছাগল নিখোঁজ হয়ে যায়। চিতাবাঘ ছাগল নিয়ে যাচ্ছে, দূর থেকে পরিবারের লোকজন তা দেখতে পান বলে দাবি। তার কিছুদিন আগে বিষ্ণু লামা নামে অপর এক বাসিন্দার বাড়ি থেকে একইভাবে তিনটি ছাগল নিখোঁজ হয়। সম্প্রতি বনকর্মীরা রাতে হাতি তাড়াতে নজরদারি করার সময়ে রিসর্টের পাশে শ্বাপদের পায়ের ছাপ দেখা যায়। পরপর এমন ঘটনায় গ্রামে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের তরফে বন দপ্তরের কাছে বাঘ ধরার জন্য খাঁচা পাতার আবেদন করা হয়। স্থানীয় রমণী বর্মনের কথায়, 'বাড়িতে ছাগল প্রতিপালন করে সংসারের বাড়তি উপার্জন হয়। কিন্তু এভাবে চিতাবাঘ ছাগল খেয়ে ফেললে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। চিতাবাঘটিকে ধরার দাবি জানিয়েছি।' অপর এক বাসিন্দা, পেশায় স্কুলশিক্ষক শশাঙ্ক বর্মন বলেন, 'এমনিতে মাঝেমধ্যে গ্রামে হাতি ঢুকে পড়ে। তারমধ্যে এখন চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। দ্রুত জন্তুটি ধরা পড়ুক, আশা করছি।'

এদিকে বন দপ্তর সূত্রের খবর, রাতে জঙ্গল বা চা বাগান থেকে শিকার ধরতে চিতাবাঘটি বেরোচ্ছে। গ্রামের কোথাও সে ঘাঁটি গাড়ছে না। শিকার পেলে আবার চলে যাচ্ছে। গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে পূর্বদিকে কুঞ্জনগর প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র। আবার গ্রামের দক্ষিণে কাদম্বিনী চা বাগান। কয়েক মাস আগে কাদম্বিনী চা বাগানেও খাঁচা বসানো হয়েছিল। সেবার চিতাবাঘ ধরাও পড়েছিল। তাই বন দপ্তরের অনুমান, ওই চা বাগান থেকে জন্তুটি গ্রামে আসতে পারে।

চিতাবাঘ ধরতে বসানো হয়েছে খাঁচা। ফালাকাটার কুঞ্জনগরে।

দলগাঁওয়ে বন্দি বুনো

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৮ জুলাই : মঙ্গলবার সকালে বীরপাড়া থেকে জাতীয় সড়ক ধরে মর্নিং ওয়াক করতে করতে সোজা দলগাঁও চা বাগানের শেষপ্রান্তে হাজির বীরপাড়া চা বাগানের কয়েকজন তরুণ। অকস্মাৎ দলগাঁও চা বাগানের হেরিটেজ প্লটের ঠিক পেছন থেকে গর্জন ভেসে আসছে চিতাবাঘের। সেখানে যে পাতা খাঁচায় বন্দি হয়েছে চিতাবাঘ তা জানতেন না নন্দন কুজুর, কৃষ্ণ এক্কা, শিবরাম ওরাওঁরা। গর্জন শুনে ফ্যাক্টরি লাইনের কাছাকাছি পৌঁছে ওই তরুণরা দেখেন বহু মানুষ হাজির চা বাগানের ধারে। পরে সাহস করে সকলে মিলে সেখানে চিতাবাঘের খাঁচাবন্দি হওয়া দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় মাদারিহাট রেঞ্জে। খবর পেয়ে বনকর্মীরা এসে চিতাবাঘটি উদ্ধার করে নিয়ে যান।

সুকুরমণি বেগ বলেন, 'আমরা সকালে চা পাতা তুলতে যাই। চিতাবাঘের জন্য চিন্তা নিয়ে কাজ করতে হয়। চা বাগান চিতাবাঘমুক্ত হলে ভালো হয়।'

দলগাঁও থেকে চার মাসের ব্যবধানে তিনটি চিতাবাঘ ধরা পড়লেও খুশি নন চা মহল্লার বাসিন্দারা। চা বাগানের বাসিন্দাদের দাবি, দলগাঁও, দলমণি ও তাসাটি চা বাগানে একাধিক চিতাবাঘ রয়েছে। সেগুলি রাতে তো বটেই দিনেরবেলাতেও চা মহল্লায় ঢুকে পড়ছে।

মাদারিহাট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় বলেন, '১৫ দিন আগে হামলার খবর পেয়ে একটি খাঁচা পাতা হয়, সেখানে সাফল্য মেলে। খাঁচাবন্দি চিতাবাঘটির শারীরিক পরীক্ষা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ।

নবান্নে বৈঠক

মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত নাগুয়েন থাংহাই সহ তিনজনের প্রতিনিধিদল। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

বিমানের সাক্ষাৎ

বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শূন্যপদের দাবিতে ডেপুটেশন জমা দিলেন ২০২২ সালের প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণরা। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন বিমান।

চিঠি

চাকরিহারা শিক্ষকদের স্কুলে অনুপস্থিতির অভিযোগ জানিয়ে শিক্ষা দপ্তরকে চিঠি দিল 'অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেড মাস্টার অ্যান্ড হেড মিস্ট্রেসেস'। এই নিয়ে প্রবল ক্ষুব্ধ চাকরিহারা শিক্ষকরা।

ধৃত ২

বর্ধমানে বসে পাকিস্তানের গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। মঙ্গলবার তাদের আদালতে তোলা হলে সাত দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

আজি ঝরঝর মুখর বাদলও দিনে...

বৃষ্টিভেজা কলকাতার দুই মুহূর্ত। মঙ্গলবার। ছবি : পিটিআই এবং আবির চৌধুরী।

আরও দুই কলেজে দুই 'দাদা'-র দাপট প্রকাশ্যে

ছাত্রীকে দিয়ে 'হেড ম্যাসাজ'

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৮ জুলাই : কসবা কাণ্ডে মনোজিৎ মিশ্র সহ দুই অভিযুক্তের বাজেয়াপ্ত করা মোবাইল ফোন পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবে। রিপোর্ট এলেই লালবাজারের তরফে ধৃতদের হেপাজতে নেওয়া হবে। এমনটাই মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী শুভাশিস ভট্টাচার্য।

এর মধ্যেই এদিন গড়িয়াহাট আইটিআই থেকে ১৩ বছর আগে পাশ করার পরও 'অঘোষিত সাম্রাজ্য' চালানোর অভিযোগ উঠল মনোজিৎ ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় চৌধুরীর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, সোনারপুর মহাবিদ্যালয়ের ইউনিয়ন রুমে প্রথম বর্ষের ছাত্রীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে 'হেড ম্যাসাজ' করানোর অভিযোগ উঠল যুব নেতা প্রতীক কুমার দে-র বিরুদ্ধে। কসবার মতো এই দুই ক্ষেত্রেও কলেজ কর্তৃপক্ষ মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

যদিও অভিযুক্ত প্রতীকের 'কুকীর্তি' সম্পর্কে সিলমোহর দিয়েছেন ওই ওয়ার্ডেরই তৃণমূল কাউন্সিলার পাপিয়া হালদার। তাঁর অভিযোগ, 'আমি নিজে এই কলেজের প্রাক্তনী। এর আগেও আমি প্রতীককে নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছি। তারপরও তাঁর পদোন্নতি করা হয়েছে।' ভিডিওতে প্রকাশ্যে আসা ছাত্রী অবশ্য এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ 'মিথ্যা' বলে দাবি করেছেন।

এদিন দুপুর ৩টের পর আলিপুর আদালতে মামলা ওঠে মনোজিৎদের। মনোজিতের আইনজীবীর অভিযোগ, অভিযুক্তদের জেরার সময় আইনজীবীদের ডাকা হচ্ছে না। উত্তরে সরকারি আইনজীবীর বক্তব্য, 'এমন কোথাও লেখা নেই যে অভিযুক্তদের জেরার সময় আইনজীবীদের সামনে বসাতে হবে।' যাইহোক, ২২ জুলাই পর্যন্ত মনোজিৎ সহ চার অভিযুক্তকে হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এদিন গড়িয়াহাট আইটিআই-এও 'মনোজিৎ মডেলের' ছায়ার খোঁজ মিলল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কলেজ চত্বরে কখনও ডাকা হয় মেয়েদের, কখনও বা মদ্যপ অবস্থায় ক্যাম্পাসেই উদ্দাম পার্টি করেন সঞ্জয়। রাত ১২টা পেরোলেও বাজতে থাকে ভোজপুরি গান। সঞ্জয়ের সঙ্গে শুধু মনোজিৎ মিশ্রের ছবিই নয়, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য ও তৃণমূল বিধায়ক দেবাশিস কুমারের ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে।

এদিকে, কসবা কাণ্ডের পর 'দাদা' সংস্কৃতি নিয়ে মুখ খুলে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রী রাজন্যা হালদার। দল পরিবর্তন করতে পারেন রাজন্যা সহ প্রান্তিক চক্রবর্তী, এমনটাই সমালোচনা শুরু হয়েছে দলের অন্দরে। যদিও প্রান্তিক জানান, 'দল ছাড়ার আপাতত কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তবে যাঁরা রাজনীতির সঙ্গে বাবা-মা সহ পরিবার যুক্ত করেন, তাঁদের আমি ঘৃণা করি।'

শুভেন্দুর তালিকায় 'ভাইপো গ্যাং'

কলকাতা, ৮ জুলাই : শাসকদলের ছত্রছায়ায় থেকে মহিলাদের ওপর নির্যাতন আর টাকা তোলার মতো অপরাধে যুক্ত ৫০ সদস্যের নামের তালিকা প্রকাশ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর ভাষায়, এরা সবাই হল 'ভাইপো গ্যাং'। তাঁর দাবি, ভাইপো গ্যাংয়ের সদস্যরাই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই অপরাধে যুক্ত।

কসবা কাণ্ডের পরেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছিলেন, তাঁর কাছে নির্দিষ্টভাবে প্রমাণ আছে, এই অপরাধীরা শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকা এবং বিশেষ করে 'ভাইপো অনুগামী'। মঙ্গলবার সল্টলেকের পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাথমিকভাবে ৫০ জনের নামের একটি তালিকা এদিন প্রকাশ করেছেন শুভেন্দু।

শুভেন্দুর অভিযোগ, কলেজে কলেজে ছাত্র সংসদের পদাধিকারী হওয়ার সুবাদে ভাইপোর হয়ে টাকা তোলার কাজ করে এরা। শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে মনোজিৎ মিশ্রের মতো বহু ছাত্রী নির্যাতনকারী আজ কলেজ চত্বরে রক্ষাকবচ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তালিকা প্রকাশ করে শুভেন্দুর দাবি, 'আজ প্রাথমিকভাবে এমনই ৫০ জনের নামের তালিকা দিলাম, ইচ্ছে করলে আরও ১০০০ জনের তালিকা দিতে পারি।'

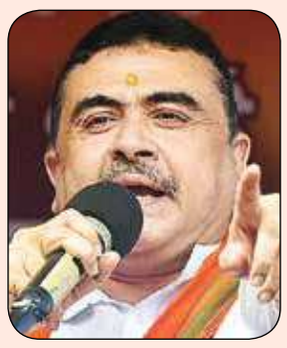

যা যা অভিযোগ

আজ প্রাথমিকভাবে এমনই ৫০ জনের নামের তালিকা দিলাম

সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভাইপোর লোক বলে সব জেনেও হাত গুটিয়ে বসে আছে প্রশাসন

ভাইপো গ্যাংয়ের সদস্যরাই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই অপরাধে যুক্ত

একদল প্রিন্সিপাল ভয়ে বলেন না, আরেক দল শাসকদলের অনুগ্রহ করে অযোগ্য হয়ে প্রিন্সিপাল হয়েছেন

তিনি আরও বলেন, 'এদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভাইপোর লোক বলে সব জেনেও হাত গুটিয়ে বসে আছে প্রশাসন। একদল প্রিন্সিপাল ভয়ে বলেন না, আরেক দল শাসকদলের অনুগ্রহ করে অযোগ্য হয়ে প্রিন্সিপাল হয়েছেন। তাই শাসক দলের ছাত্রদের চটাতে চান না।'

শুভেন্দুর দাবি, ভাইপো গ্যাংয়ের এই সদস্যদের প্রত্যেকের চাকরি অবৈধ। বাম আমলেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। আর তৃণমূলের আমলে খোদ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল অনুগামী কয়েকজন অধ্যাপকও এর সঙ্গে যুক্ত। কসবা কাণ্ডে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে আদালতের নজরদারিতে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেছেন শুভেন্দু।

একুশে জুলাইয়ের বক্তা তালিকা চূড়ান্ত

কলকাতা, ৮ জুলাই : একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ নিয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলল তৃণমূল। মঙ্গলবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বক্তা তালিকা নিয়ে একপ্রস্থ বৈঠক করেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীও। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, মমতা ও অভিষেক ছাড়াও শহিদ সমাবেশের মঞ্চে ভাষণ রাখবেন বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা।

বক্তা হিসেবে থাকছেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। এছাড়া চা বলয়ের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক তালিকায় রয়েছেন। সংখ্যালঘু প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, আদিবাসী প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বক্তা তালিকায় রয়েছেন। এছাড়া পাহাড়ের প্রতিনিধি হিসেবেও কাউকে এই তালিকায় ঢোকানো হবে। বিনয় তামাংয়ের সভায় আসার কথা রয়েছে। তিনি এলে তাঁকে বক্তা হিসেবে রাখা হবে। ছাত্র ও যুব প্রতিনিধি হিসেবে দু-জনকে জায়গা দেওয়া হবে। যাদবপুরের সাংসদ তথা রাজ্য যুব তৃণমূলের সভাপতি সায়নী ঘোষ বক্তা তালিকায় থাকছেন।

ভারী বৃষ্টিতে চাষের ক্ষতি

কলকাতা, ৮ জুলাই : রাজ্যজুড়ে প্রায় সপ্তাহভর ভারী বৃষ্টির আগাম সতর্কবার্তা আবহাওয়া দপ্তরের। নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণাবর্তের জেরে আগামী দিন তিনেক দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তার সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ঝড়বৃষ্টি চলার কথা উত্তরবঙ্গেও।

আগামী সোমবারের আগে দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ভারী বৃষ্টিতে রাজ্যে চাষবাসের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার নবান্নে কৃষি দপ্তর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় অতিবৃষ্টির পাশাপাশি বাঁধ থেকে ছাড়া জলে জলমগ্ন মাঠঘাট। এই মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলি থেকে চাষবাসের ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট এখনও পুরোপুরি এসে পৌঁছোয়নি। প্রাথমিক যা খবর তাতে মাঠ জলমগ্ন হওয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শাকসবজি চাষ। সবজি সরবরাহ কম হওয়ায় শহরগুলিতে দাম বাড়ছে হুহু করে। সবজির দাম আগুন হচ্ছে বাজারে। অতিবৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গে ফুল চাষের ক্ষতি ব্যাপক।

প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত করতে সমীক্ষায় আইপ্যাক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুলাই : বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে দলের বর্তমান বিধায়কদের অনেকেই যে টিকিট পাবেন না, তা একপ্রকার নিশ্চিত। বিধানসভাভিত্তিক প্রতিটি বুথ ধরে সমীক্ষা শুরু করেছে আইপ্যাক। দুটি ভাগে এই সমীক্ষা করা হচ্ছে। তৃণমূলের হাতে থাকা আসনগুলিকে নিয়ে এক ধরনের সমীক্ষা চলছে, অন্যদিকে গত বিধানসভায় তৃণমূলের হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া আসনগুলি নিয়ে সমীক্ষা করছে ওই দল। যে আসনগুলিতে এখন তৃণমূলের বিধায়ক রয়েছেন, সেখানে গত পাঁচ বছরে বিধায়কের কাজের নিরিখ, ব্যবহার, জনসংযোগ ও দুর্নীতিমূলক কোনও অভিযোগ রয়েছে কি না, তা বুথস্তরে সমীক্ষা করছে আইপ্যাক। একই সঙ্গে গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হাতছাড়া হওয়া আসনগুলিতে বিরোধী দলের কাজের নিরিখ ও সেখানকার মানুষের ক্ষোভ খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে ওই সমীক্ষক দল।

তৃণমূল সূত্রে খবর, গত তিনবারের তুলনায় এবারের বিধানসভা নির্বাচনকে কঠিন মনে করছে রাজ্যের শাসকদল। নিয়োগ দুর্নীতি সহ একাধিক ইস্যুতে যথেষ্ট চাপে ঘাসফুল শিবির। রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী ও বিধায়ক গত চার বছরে দুর্নীতির অভিযোগে জেলে গিয়েছেন। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এখনও জেলে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে দলের ভাবমূর্তি উদ্ধারে মরিয়া তৃণমূল নেতৃত্ব। নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তৃণমূল যুব নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুন্তল ঘোষ। এই দুই নেতা হুগলি জেলার এক দাপুটে বিধায়কের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন। একাধিক অনুষ্ঠানে ওই বিধায়কের সঙ্গে তাঁদের দেখা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ওই বিধায়কও দলের আতশকাচের তলায় রয়েছেন। তাঁর ব্যবহার এবং আচরণ নিয়ে দলের কাছে আগেও অভিযোগ জমা হয়েছিল। এছাড়া নদিয়ার বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর টিকিট পাওয়া নিয়েও সংশয় আছে। মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাও নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁকে নিয়েও ক্ষুব্ধ দল। ফলে এই বিধায়করা আগামী নির্বাচনে যে টিকিট পাবেন না, তা একপ্রকার নিশ্চিত করেছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

তবে খাদ্য দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে নিয়ে অন্য ভাবনা রয়েছে দলের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত পছন্দের জ্যোতিপ্রিয় ওরফে বালুকে 'ফাঁসানো' হয়েছে বলেই মনে করে দলের একাংশ। তাছাড়া উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সংগঠনকে তিনি হাতের তালুর মতো চেনেন। এই পরিস্থিতিতে জ্যোতিপ্রিয় ফের হাবড়া কেন্দ্র থেকেই টিকিট পেতে পারেন। তবে ওই সমীক্ষক দলের রিপোর্ট পাওয়ার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

সরকারের সমালোচনায় বিরোধীরা

'দাগি'দের পক্ষেই ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ জুলাই : প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় 'অযোগ্য' হিসেবে চিহ্নিত 'দাগি'দের পক্ষেই অবস্থান থেকে সরল না রাজ্য ও এসএসসি। দাগিদের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে গেল সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশন। নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে 'দাগি'দের বাদ দেওয়া নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য গত সোমবার যে রায় দিয়েছিলেন, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই রাজ্য ও এসএসসি মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি সৌমেন সেনের কাছে মামলা দায়েরের অনুমতি চায়। ডিভিশন বেঞ্চ মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে। বুধবার ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে 'অযোগ্য' হিসেবে চিহ্নিত 'দাগি'দের পক্ষ নেওয়া নিয়ে রাজ্য ও এসএসসি তাদের অবস্থান থেকে সরে না আসায় এদিন বিরোধী দল ও যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছে তারা। অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত 'দাগি'রা নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে না বলে গত সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য রায় দিলেও তাঁর বিরোধিতার পথ থেকে প্রথম থেকেই সরে আসেনি রাজ্য সরকার ও এসএসসি।

পরিকল্পনা

- দাগিদের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে গেল সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশন
- বুধবার ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা
- এতে বিরোধীদের প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য ও এসএসসি-কে

তাদের যুক্তি ছিল, 'অযোগ্য'দের চাকরি গিয়েছে। তাদের বেতন ফেরত দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই শাস্তির পরেও তাদের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে না দেওয়াটা আরও একটা বড় শাস্তি। এক অপরাধের শাস্তি দু'বার হতে পারে না বলে আদালতে এসএসসি'র পক্ষে আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেন।

যদিও সেই সওয়াল ধোপে টেকেনি। তারপরেও রাজ্য সরকার ও এসএসসি তাদের এই অবস্থান থেকে সরে না এসে রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে গেল। এতে বিরোধীদের প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকার ও এসএসসি-কে। যদিও কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছে।

গতকাল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তাঁর রায়ে এও বলেন, চিহ্নিত 'অযোগ্য' 'দাগি'দের মধ্যে যাঁরা ইতিমধ্যে নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুযায়ী আবেদনও করেছেন, তাঁদের আবেদনও বাতিল করতে হবে এসএসসি-কে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এসএসসি-কে।

হেঁটে দিল্লি যাত্রার সিদ্ধান্ত 'যোগ্য'দের

কলকাতা, ৮ জুলাই : গ্রুপ সি-গ্রুপ ডি চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের মঙ্গলবারের নবান্ন অভিযান কার্যত বিফলে গেল। নবান্নের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক থেকে বেরিয়ে শিক্ষাকর্মীদের ১২ জনের প্রতিনিধি দল এই অভিযোগে সরব হল। খুব শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ থেকে দিল্লি পর্যন্ত দীর্ঘ পদযাত্রার ঘোষণা করলেন তারা। রাজ্য সরকারের ওপর আস্থা হারিয়ে দিল্লি যাওয়াই একমাত্র সমাধান সূত্র বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। হাওড়া, ময়দান মেট্রোসংলগ্ন শরৎসদনের সামনে থেকে দুপুরে তাঁরা মিছিল শুরু করলেও বঙ্কিম সেতুর নীচে সেই মিছিল আটকায় পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে অবস্থান বিক্ষোভ করার হুঁশিয়ারি তখন শিক্ষাকর্মীরা দিলেও নবান্নে বৈঠকের পর সেই অবস্থান তুলে নেওয়া হল।

নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে এদিন সকাল থেকেই পুলিশের কড়া নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। মোট ৩৩৯৪ জন চিহ্নিত 'যোগ্য' শিক্ষাকর্মী এদিন মোট চারটি দাবি নিয়ে নবান্নের দ্বারস্থ হন। বৃষ্টি মাথায় প্ল্যাকার্ড হাতে জমায়েত করেন তাঁরা। এরপর পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর নবান্নে পৌঁছোয় শিক্ষাকর্মীদের প্রতিনিধি দল। সুজয় সর্দার ও অমিত মণ্ডল সহ আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, 'আমরা জানতাম আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ হবে না। তাই মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছিলাম। তবে আজ বোঝা গেল, 'যোগ্য'দের জন্য ভাবছেই না সরকার। তাই শীঘ্রই পায়ে হেঁটে দিল্লি যাব। বৃহত্তর আন্দোলন ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

Opportunity for Admission to B.Tech & B.Pharm Degree Courses through Common Entrance Examination

CEE-AMPAI-WB-2025

Under the supervision Dept. of Higher Education, Technical Branch, Govt. of West Bengal
Vide Order No. No:- 172-Edn(T)/ HED - 16016(11)/1/2021- JD(DTED)-DTED issued by Department of Higher Education, Technical Branch, Govt. of WB.

EXAMINATION DATE
27TH JULY 2025

Accreditations, Affiliations & Approvals
UGC | NIRF | AICTE | PCI | NAAC | NBA | MAKAUT (Formerly, WBUT)

LAST DATE OF ONLINE APPLICATION
22ND JULY 2025

TEST FEE ₹ 200/- TO BE PAID ONLINE

INSTITUTES UNDER AMPAI	COURSES OFFERED*
JIS COLLEGE OF ENGINEERING 86977 43363 | www.jiscollege.ac.in	B.TECH
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 89024 96651 | www.nit.ac.in	B.TECH
GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY 90733 22523 | www.gnit.ac.in	B.TECH
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX 62919 77707/08 | www.surtech.edu.in	B.TECH
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY 94330 35582 | www.gnipst.ac.in	B.PHARM

*For courses & intake available in specific institutes, visit www.ampai.in

EXAMINATION CENTRES
WEST BENGAL | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | TRIPURA

HELPLINE
81007 49670 | 81001 92411

All information related to CEE-AMPAI-2025-WB & CEE-AMPAI-MASTERS-2025-WB is avaliable on www.ampai.in along with Application Form, Eligibility Criteria, Information Brochure & Examination Schedule.

AMPAI Office Address
7 Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020
Landline: 033-2289 3944 / 5323 | Email: info.ampai.wb@gmail.com
SCAN HERE

টুকরো খবর

ওমর-মমতা বৈঠকের সম্ভাবনা

কলকাতা, ৮ জুলাই : পহলগাম কাণ্ডের পর এই প্রথম রাজ্যে আসছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। একদিনের সফরে তিনি ১০ জুলাই, বৃহস্পতিবার কলকাতায় আসবেন। ওইদিন বিকাল ৪টে নাগাদ নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। তবে এই সাক্ষাৎ যে শুধুমাত্র সৌজন্যমূলক নয়, তা মনে করছেন অনেকেই।

রাত দখলের ডাক

কলকাতা, ৮ জুলাই : আরজি কর কাণ্ডের এক বছরের মাথায় ফের রাত দখলের ডাক দিল 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট'। আরজি কর কাণ্ডের তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ধর্ষণের ঘটনার সময় ছিল রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টের মধ্যে। সেই সময়কে গুরুত্ব দিয়েই ৮ অগাস্ট রাত ১২টা থেকে পরের দিন ভোর ৪টে পর্যন্ত পথে নামার ঘোষণা করেছেন চিকিৎসকরা। হবে মশাল মিছিলও। তবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঘোষিত আরজি কর কাণ্ডের বিচারের দাবিতে ৯ অগাস্টের 'অরাজনৈতিক' নবান্ন অভিযানে থাকবেন না বলেই জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

হাইকোর্টে এসপি

কলকাতা, ৮ জুলাই : অনুব্রত কাণ্ডে জাতীয় মহিলা কমিশনের তলব এড়াতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বীরভূমের পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। অভিযোগ, মামলার তদন্তে হস্তক্ষেপ করছে জাতীয় মহিলা কমিশন।

পুজোর পরেই বিজনেস কনক্লেভ

কলকাতা, ৮ জুলাই : রাজ্যে লগ্নিতে গতি আনতে পুজোর পরেই বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে স্টেট লেভেল ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা তথা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র এই খবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মতো বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের পর নতুন করে ৩১৬৫টি প্রকল্প ছাড়পত্র পেয়েছে। রাজ্যে আরও লগ্নি আনতে বড় ধরনের বিজনেস কনক্লেভ করতে চলেছে রাজ্য। সেখানে দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। অমিতবাবু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিশদ আলোচনা হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে কিছু নির্দিষ্ট খাতে জোর দেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যেই কাজ চলছে।'

জল্পনা

কলকাতা, ৮ জুলাই : একসময় জ্যোতি বসুর সঙ্গে নিয়মিত দেখা করতেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১০ সালের ১৭ জানুয়ারি সল্টলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন জ্যোতিবাবু। মঙ্গলবার ছিল তাঁর জন্মদিন। এদিন সকালেই জ্যোতিবাবুর জন্মদিনে 'আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি' জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার এই পোস্টের পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সম্প্রতি কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোটে ভোট বেড়েছে। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন, বামেদের হাত থেকে বিজেপির বাক্সে যাওয়া ভোটের কিছু অংশ বামেরা ফিরে পেলে আখেরে লাভবান হবে তৃণমূল। আর সেই কারণে জ্যোতিবাবুর জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে বামেদের কিছুটা হলেও অক্সিজেন দেওয়ার চেষ্টা করলেন মমতা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫২ সংখ্যা, বুধবার, ২৪ আষাঢ় ১৪৩২

চেতনা, দিশার সংকট

বাম নেতারা প্রায়ই অভিযোগ তোলেন, বাংলায় তৃণমূল ও বিজেপির দ্বিমেরুকরণে ব্যস্ত সংবাদমাধ্যম। বামেদের অস্তিত্ব গ্রাহ্যই করে না। কথাটা স্পষ্ট করে বলাই ভালো যে, অপ্রাসঙ্গিকের জন্য সংবাদমাধ্যমের বরাদ্দ কম থাকে। সংবাদপত্রে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় হয় জায়গা পায় না অথবা কম জায়গা বরাদ্দ হয়। টেলিভিশনেও কতখানি ফুটেজ দেওয়া হবে, তা নির্ভর করে প্রাসঙ্গিকতার মাপকাঠিতে। বামেরা হইহই করে উঠবে নিশ্চিতভাবে যে, সংবাদমাধ্যম একচোখা মনোভাব নিয়ে চলছে।

অভিযোগ এক জিনিস আর তা বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করা আরেক জিনিস। সেই যাচাইটা সংবাদমাধ্যমের ধর্ম। কখনো-কখনো সংবাদমাধ্যম সেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় না, তা নয়। রাজনৈতিক পক্ষপাত বা ঘনিষ্ঠতা ধর্মচ্যুতি ঘটায় আজকাল অনেক ক্ষেত্রে। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ কথাটা অনেক সময় প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে যায় সত্যি। কিন্তু তা বলে সংবাদমাধ্যমের স্বধর্মকে তো বদলে ফেলা যায় না।

সেই ধর্মের বলে দেশের বা বাংলার বামেদের সম্পর্কে আলোকপাত করলে সেই অপ্রাসঙ্গিকতার তত্ত্বই কিন্তু ভেসে ওঠে। কেন? শুধু বাম নয়, এদেশে কমিউনিস্ট গোত্রধারী দলগুলি অনেকদিন আগেই সংসদীয় রাজনীতিকে মোক্ষ বলে আঁকড়ে ধরেছিল। ভোটে জেতা, সরকারের ক্ষমতা দখল ইত্যাদি প্রধান লক্ষ্য হয়ে আছে। সংগঠন, আন্দোলন ইত্যাদি সবই সেই লক্ষ্যে পরিচালিত।

একদা শ্রেণি সংগ্রাম ছিল বামদলগুলির প্রধান অস্ত্র। কিন্তু ধর্ম, জাতপাতের বিভাজনের তীব্রতায় সেই কবেই শ্রেণি সংগ্রাম ফিকে হয়ে গিয়েছে। শিল্পভিত্তিক পুঁজিতন্ত্র যত দুর্বল হয়েছে, তত সংসদীয় রাজনীতিতে বামেদের দখলদারি কমেছে। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, নয়া উদারনীতিবাদের জমানা শুরুর দিকে বামেদের বরং শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছিল। সংসদ, বিধানসভাগুলিতে বাম দলগুলির প্রতিনিধিত্ব বাড়ছিল। যে কারণে একসময় জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী মেনে নিতে আপত্তি ছিল না অনেক দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী কিঞ্চিৎ গণতন্ত্রকামী, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির।

কিন্তু নব্য উদারনীতির প্রভাবে যত আর্থিক সংস্কার হতে লাগল, তত সংসদীয় গণতন্ত্র কোণঠাসা হতে থাকল। এমন নয় যে, সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সব উঠে গিয়েছে কিংবা সাধারণ নাগরিকের ভোটাধিকার আর নেই। কিন্তু বাস্তবে সংসদীয় গণতন্ত্রের মোড়কে স্বেচ্ছাচার, একাধিপত্য বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে, কলকারখানায়, কৃষিজমিতে সংগঠিত শ্রেণি আন্দোলন ধ্বংস হয়েছে। দক্ষিণপন্থী বা মধ্যপন্থী দলগুলির সরকারের এক ধরনের বামপন্থী সংস্কার কৃষক, শ্রমিকের শ্রেণি চেতনার ধার কমিয়ে দিয়েছে।

এতে একদিকে সংসদীয় গণতন্ত্রকে একমাত্র অবলম্বন করে এগিয়ে যাওয়ার বাম রোডম্যাপ পথ হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। অন্যদিকে, শ্রেণি আন্দোলন আর গড়ে উঠছে না। আগেকার দিনে দেশব্যাপী শিল্প ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে যে ধরনের উন্মাদনা, প্রস্তুতি, প্রচার দেখা যেত, এখন তার এক-দশমাংশ আছে কি না সন্দেহ। মাত্র ২৪ ঘণ্টা পর শিল্প ধর্মঘটের যে ডাক ভারতবর্ষে আছে, তা মানুষের মনে তেমন দাগ কাটতেই পারল না।

শ্রেণির বদলে জাতপাতের লড়াই, ধর্মীয় জিগিরের ধাক্কায় ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার পশ্চাদপসরণ, সংসদীয় গণতন্ত্রের মোড়কে গণতন্ত্রের অন্তর্জলিযাত্রা ইত্যাদি মোকাবিলায় যত দিন যাচ্ছে, তত বামেদের দিশাহীনতা স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের ছোট শরিকদলগুলি ক্ষয় হতে হতে আলোচনার বাইরে চলে গিয়েছে। শতাব্দীপ্রাচীন দল সিপিআই পুরোপুরি প্রাসঙ্গিকতাকে হারিয়েছে।

সিপিএমও শতবর্ষের চৌকাঠ পেরিয়েছে। ভোটে জেতার লক্ষ্যে কখনও কংগ্রেস, কখনও আইএসএফ ইত্যাদি দলের সঙ্গে জোট গড়ে টিকে থাকার চেষ্টা ফলপ্রসূ হচ্ছে- এমন কিন্তু দৃশ্যমান নয়। বরং এই বিপরীত ভাবনার দলগুলির সঙ্গে সমঝোতা দলের কর্মীবাহিনীর শ্রেণি চেতনাকে সজোরে ধাক্কা মারছে নিরন্তর। শ্রেণি সংগ্রামের আলোকে বাম দলগুলির পথচলার যে মৌলিক ধর্ম, সেখান থেকেই বিচ্যুতি ঘটেছে। এই পরিস্থিতি না বুঝে শুধু সংবাদমাধ্যমের ঘাড়ে আমল না দেওয়ার অভিযোগ তোলা আসলে ভাবের ঘরে চুরি।

অমৃতধারা

প্রতিটি মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ভিন্ন ভিন্ন জীবিকা ও সংরচনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এগিয়েছে চলেছে কোথায়? চলেছে পরমলক্ষ্যের পানে, বিশ্বের চক্রনাভি, নাভিকেন্দ্র তথা পরমপুরুষের দিকে। তাই তারা এগিয়ে চলেছে ইলেক্ট্রনিক অপূর্ণতা থেকে নিউক্লিয়ার পূর্ণতার দিকে। কেউ এই গতিধারায় বাইরে থাকতে পারে না। সেইজন্যে এর নাম প্রগতি। জেনে বা না-জেনে সবাই এগিয়ে চলেছে সেই চক্রকেন্দ্রের দিকে। আর সেই চক্রকেন্দ্রে কে রয়েছেন? – না, পরুমপুরুষ। তাঁকে ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না, তোমার তাঁর ওপর রাগ-অভিমান হতে পারে কিন্তু তুমি তাঁকে ছাড়া থাকতে পার না। কারণ তিনি ছাড়া তোমার আপন আর কে রয়েছে। পরমপুরুষ তোমার কাছে তোমার নিজের চেয়েও বেশি প্রিয়।

-শ্রীশ্রীআনন্দমূর্তি

আলোচিত

বাজারের যাঁর দাম থাকে, তাঁর সেলের কথা ওঠে। যাঁদের দাম নেই, তাঁদের কিনবে কে! দিলীপ ঘোষের দাম আছে। দিলীপ ঘোষ সেলেবল নয়। আবেগ দিয়ে পার্টিকে দাঁড় করিয়েছি। ঘাম-রক্ত দিয়েছি। সেই আবেগের আগুন বুকের মধ্যে আছে। যতই বৃষ্টি হোক আবেগের আগুন নিভে যেতে দেব না। - দিলীপ ঘোষ

ভাইরাল

লখনউতে আয়োজিত হয়েছিল আম উৎসব। নানা জাতের আম প্লেটে রেখে সুন্দর করে জায়গাটি সাজানো ছিল। প্রচুর ভিড় হয় উৎসবে। হঠাৎ শুরু হয় আম লুট। শাড়ির আঁচল, ব্যাগ, আবার কেউ হাত ভরে আম তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। নিমেষে ফাঁকা জায়গাটি। ভাইরাল ভিডিও।

আজ

১৯৩৮

চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেতা গুরু দত্তের জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা সঞ্জীবকুমার।

সোজা-সাপটা

সুরাপাত্রের মস্ত এক অভিনব প্রদর্শনী। সোনা, রুপো, স্ফটিক, কাচ ও কাঠের তৈরি পানপাত্র। ইতিহাসের পাতাজুড়ে প্রাচীনকালের বিখ্যাত যেসব রাজা-রানি আছেন, তাঁদের অনেকেরই সুরাপাত্র স্থান পেয়েছিল ওই প্রদর্শনীতে।

কানকাটা ভ্যানগগ ও শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউট

শেখর বসু

ফুলারটন হলের আচ্ছন্নতা কাটতে একটু দেরি হয়েছিল। আস্তে আস্তে ইতিহাস থেকে বর্তমানে ফিরে এলাম। এবার এখানকার চিত্রশালা দেখতে হবে। শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম আর্ট মিউজিয়াম। এক নম্বরে আছে নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অফ আর্ট।

অপরূপ এই ভবনটি। বিশালতা এবং সৌন্দর্য একসঙ্গে যেন মিশে আছে এখানে। গত পাঁচ হাজার বছরে গোটা পৃথিবীর শিল্প-সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে নানা বিচিত্র পথে। প্রতি যুগের মানুষরাই আত্মপ্রকাশের স্বতন্ত্র মাধ্যম সৃষ্টি করেছে। ওই পথে সৃষ্টি হয়েছে অপূর্ব সব শিল্পকর্ম। শতাধিক বছরের প্রাচীন শিকাগোর এই আর্ট ইনস্টিটিউট ওইসব শিল্পকর্মের বেশ কিছু নিদর্শন সংগ্রহ করে সাজিয়ে রেখেছে এখানে।

নানা দেশের শিল্পসামগ্রীর জন্যে আলাদা আলাদা গ্যালারি। শিল্পকর্মের সংখ্যা তিন লক্ষ ছাপিয়ে গিয়েছে। কোনও কোনওটি সুবিশাল আকারের। সুদূর এলাকা থেকে কীভাবে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে- ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটের 'মডার্ন উইং' খোলা হয়েছে অনেক পরে। এই চিত্রশালার ইতিহাসে এটিই হল সবচাইতে বড় আকারের সম্প্রসারণ। নতুন বিভাগটি যুক্ত করার ফলে ইনস্টিটিউটের মোট এলাকা বেড়ে গিয়েছে দু'লাখ চৌষট্টি হাজার স্কোয়ার ফুট। তার ফলে এটি এখন আর নিছক একটি মিউজিয়াম নয়, সুবিশাল এক শিল্প-সাম্রাজ্য।

চিত্রশালার আধুনিক বিভাগে জায়গা পেয়েছে ইউরোপীয় আর্ট, নতুন ধরনের আলোকচিত্র, ভিডিও মিডিয়া, স্থাপত্য ও ডিজাইন গ্যালারি- কী নয়!

একের পর এক গ্যালারি দেখছিলাম, সেইসঙ্গে বাড়ছিল মুগ্ধতার মাত্রা। ইমপ্রেশনিস্ট এবং পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট যুগের ছবির টান আলাদা ধরনের। আর, ওল্ড মাস্টাররা তো আমাদের বিস্ময়বোধকে বাড়িয়েই চলে।

বিখ্যাত সব শিল্পীর মধ্যে এখানে আছেন এদুয়ার্দ মানে, পিয়ের অগুস্ত রেনোয়া, ভিনসেন্ট ভ্যানগগ, ক্লোদ মানে, পল সেজান, পল গোগ্যাঁ, এডগার দেগা, গ্রান্ট উড। এঁদের ছবি দেখা এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এঁদের জীবনকথাও ছবির মতো বর্ণময়, কখনো-কখনো অসম্ভব খাপছাড়া। সব মিলিয়ে শিল্পীরাও বুঝি আলাদা একটা টান তৈরি করে থাকেন।

ভ্যান গগের একটি আত্ম-প্রতিকৃতি আছে এখানে, অসাধারণ ছবি। প্রায় গোটা বাইশেক আত্মপ্রতিকৃতি এঁকেছেন শিল্পী। তবে ওঁর সেলফ-পোর্ট্রেটের প্রসঙ্গ উঠলে ওঁর কানে ব্যান্ডেজ-জড়ানো অসামান্য ছবি দুটির কথা মনে পড়ে যাবে। গোগ্যাঁর সঙ্গে ওঁর সেই ঝগড়া তো রোমহর্ষক কাহিনীর মতো।

দুই শিল্পীই ছিলেন অসামাজিক প্রকৃতির। মিলেমিশে মানিয়ে চলার ধাত ছিল না কারও মধ্যে। সুতরাং ঝগড়া বাধত প্রায়ই। ঝগড়া একদিন চরমে উঠতেই হাতে ক্ষুর নিয়ে গোগ্যাঁকে তাড়া করেছিলেন ভ্যানগগ। পালিয়ে বাঁচেন গোগ্যাঁ, কিন্তু ওই আক্রোশে নিজের কানই কেটে ফেলেছিলেন ভ্যানগগ। মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল শিল্পীর। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ওঁর বিস্ময়কর শিল্পীসত্তা ফিরে আসত আবার।

হলুদ রং অসম্ভব প্রিয় ছিল ভ্যানগগের। আর্লের যে বাড়িটিতে তিনি ছিলেন সেটির রং ছিল হলুদ। যে ফুলটির ছবি তিনি সবচাইতে বেশি এঁকেছেন সেটি হল হলুদ রংয়ের সূর্যমুখী ফুল। তাঁর অসামান্য একটি ছবি 'হলুদ চেয়ার'। যে ছেলেটির পোর্ট্রেট জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে, সেই ছেলেটির গায়ে হলুদ কোট। তাঁর অসাধারণ আত্ম-প্রতিকৃতির মাথায়ও হলুদ টুপি।

শিল্প-সমালোচকদের অনেকেই ক্লোদ মানেকে সেরা ইমপ্রেশনিস্ট বলে থাকেন। আলো ও পরিবেশের ক্ষণস্থায়ী রূপকে তিনি নানাভাবে ধরার চেষ্টা করেছেন সারা জীবন ধরে।

বারবার বলেছেন, ছবি আঁকতে হলে বেরোতে হবে ঘরের বাইরে। আর চোখে যা পড়বে, হুবহু তা আঁকার দরকার নেই। সবুজ বন নয়, বনভূমির সবুজ আভাসটুকুই ছবি। শিল্পীর 'খড়ের গাদার' ছবি আছে এখানে। এটি আদতে একটি সিরিজ। দিনের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হত ওই খড়ের গাদায়। তার ফলে একই বিষয়ের রূপান্তর ঘটেছে বারবার।

ভুবনবিখ্যাত কিছু কিছু ছবির পেছনে এক-একটি গল্প আছে। সামান্য কিছু জানা আছে আমার। অপরূপ 'আসল' ছবিগুলি দেখার সময় সেইসব গল্পের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। বিভিন্ন গ্যালারিতে বিভিন্ন ছবি বা স্থাপত্যকর্মের সামনে বসে ড্রয়িং খাতায় স্কেচ এঁকে নিচ্ছিলেন কিছু নারী ও পুরুষ। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, এঁরা নানান দেশের মানুষ। হয়তো ছাত্রছাত্রী, তবে এঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু নবীন শিল্পী আছেন। এঁদেরই কেউ কেউ হয়তো ভবিষ্যতের আর্ট গ্যালারির সম্পদ হয়ে উঠবেন।

সুবিশাল আর্ট ইনস্টিটিউটের চারটি তলাই অপরূপ সব শিল্পসামগ্রীতে ভর্তি। এসব ঘুরে ঘুরে দেখা মানে এক অর্থে পৃথিবী প্রদক্ষিণ। কী না আছে এখানে! প্রাচীন মিশরীয়, গ্রিক ও রোমান আর্ট, ভারতীয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান ও হিমালয়ান আর্ট, চিন, জাপান ও কোরিয়ার শিল্প, আফ্রিকান আর্ট, আমেরিকান আর্ট, লোকশিল্প, ডেকোরেটিভ আর্টস, স্থাপত্য ও ডিজাইন- সব কিছুরই বিপুল এক সম্ভার।

এই ভবনে বছরে তিরিশটিরও বেশি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়ে থাকে। আমার সফরের সময় দুটি বিশেষ প্রদর্শনী চলছিল দুটি গ্যালারিতে। একটি 'জাপানিজ স্ক্রিনস', অপরটি 'এ কেস ফর ওয়াইন'। দ্বিতীয় অর্থাৎ সুরাপাত্রের প্রদর্শনীটি অভিনব। কত ধরনের যে সুরাপাত্র হয়- তারই মস্ত এক প্রদর্শনী। সোনা, রুপো, স্ফটিক, কাচ ও কাঠের তৈরি পানপাত্র। কোনওটি বিশাল, কোনওটি খুব ছোট, তবে অসাধারণ কারুকার্যে শিল্পসামগ্রী হয়ে উঠেছে প্রতিটিই। সঙ্গে আছে ইতিহাস। ইতিহাসের পাতাজুড়ে প্রাচীনকালের বিখ্যাত যেসব রাজা-রানি আছেন, তাঁদের অনেকেরই সুরাপাত্র স্থান পেয়েছিল ওই প্রদর্শনীতে।

মিউজিয়ামে ক্লাসরুম আছে কয়েকটি। আমেরিকা তো বটেই, অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীরাও শিল্পশিক্ষা নিতে আসেন এখানে। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা নিয়মিতভাবে এসে শিল্পবিষয়ক বক্তৃতা দিয়ে যান।

মিউজিয়ামে খাওয়াদাওয়া করার জায়গা আছে তিনটি। গার্ডেন ক্যাফে, ব্যালকনি ক্যাফে, তৃতীয়টির নাম টারজো পিয়ানো। যাঁরা এই মিউজিয়ামের সদস্য তাঁদের জন্যে আছে 'মেম্বার লাউঞ্জ'। সদস্যরা এখানে বসে বিনি পয়সায় চা, কফি খেতে পারেন। শিল্পসংক্রান্ত বইপত্র আছে কয়েকটি আলমারিতে। পছন্দসই বই বা পত্রিকা বেছে নিয়ে ওখানে বসে পড়ার সুযোগ আছে। কেনাকাটা করার জন্যে একটা গিফট শপও আছে মিউজিয়ামে।

একদিকে এখানকার বিভিন্ন ছবির প্রিন্ট বিক্রি করার একটি কাউন্টার আছে। প্রিন্টগুলো চমৎকার। মুদ্রণ এতই উঁচুমানের যে, কিছু কিছু প্রিন্ট আসল ছবির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। প্রিন্ট দেখার পরে ব্যালকনি ক্যাফেতে বসে কফি খেলাম, তারপরেই খেয়াল হল বেশ কিছুটা সময় কেটে গিয়েছে ইতিমধ্যে।

শিল্পের সমঝদার, পৃষ্ঠপোষক আর ছবি সংগ্রাহকদের মস্ত বড় একটি ভূমিকা থাকে বড় কোনও চিত্রশালা গড়ে তোলার পিছনে। ছবি অন্তপ্রাণ কিছু শিল্পসংগ্রাহক তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহের বেশ কিছু ছবি তুলে দিয়েছেন শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটের গ্যালারিতে। ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ সেই ভালোবাসার দানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণও করে থাকে।

এই তালিকার শীর্ষে আছেন শ্রীমতী বার্থা পামর। ইনি ছিলেন শিকাগোর বিখ্যাত এক হোটেলিয়ার পটার পামারের স্ত্রী। স্বামী হোটেলের ব্যবসায় ব্যস্ত থাকতেন আর চিত্ররসিক স্ত্রী ঘুরে বেড়াতেন দেশ-বিদেশের চিত্র প্রদর্শনীতে।

শুধু ছবি দেখাই নয়, ছবি কিনতেনও নিয়মিতভাবে। পুরোনো দিনের বিখ্যাত ছবি সংগ্রহের দিকেই যে তাঁর ঝোঁক ছিল, তা নয়। তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল সমকালের বিশিষ্ট শিল্পীরাও। নতুন ধারার উল্লেখযোগ্য ছবি খুঁজে বার করার চোখ ছিল তাঁর।

পিয়ের অগুস্ত রেনোয়ার ছবির খুব অনুরাগী ছিলেন শ্রীমতী পামার। দুজন তরুণী জার্মান অ্যাক্রোব্যাট কমলালেবু সংগ্রহ করছে। এই ছবিটি পামারের খুব প্রিয় ছিল। প্রথম সুযোগেই ছবিটি কিনে নিয়েছিলেন তিনি। ছবিটি তাঁর এত পছন্দসই ছিল যে, সবসময় এটি তাঁর সঙ্গেই থাকত। এমনকি পূর্ব উপকূল ও ইউরোপে ভ্রমণের সময়ও ছবিটি তিনি কাছছাড়া করেননি।

এদুয়ার্দ মানের আঁকা ঘোড়দৌড়ের ছবিটিও তাঁর অসম্ভব প্রিয় ছিল। ঘোড়দৌড়ের বিস্তর ছবি আঁকা হয়েছে আগে, কিন্তু সবই পাশ থেকে। মানের এই ছবিতে ঘোড়দৌড়ের দৃশ্যটি মুখোমুখি। দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা একঝাঁক ঘোড়া আর তাদের পিঠের সঙ্গে লেপটে থাকা জকিদের উত্তেজনা ও মুখভঙ্গি ধরা পড়েছে এই ছবিটিতে। ক্লোদ মানেও ছিলেন শ্রীমতী পামারের প্রিয় শিল্পী। ১৮৯২ সালে তিনি শিল্পীর কাছ থেকে ২৫টি ছবি কিনে নিয়েছিলেন। পরের বছর শিল্পীর বিখ্যাত 'স্ট্যাকস অব হুইট' সিরিজের আটটি ছবি কিনে নেন।

ক্যামিলে পিসারো দিগন্তব্যাপী মাঠঘাট, গাছপালার ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন। ১৮৮০ সাল নাগাদ ল্যান্ডস্কেপ-আঁকিয়ে শিল্পী নরনারীর ছবি আঁকার দিকে নজর ফিরিয়েছিলেন। নতুন পর্বের এইসব ছবির মধ্যে ছিল 'উওম্যান অ্যান্ড চাইল্ড' ছবিটি। এটিও কিনে নিয়েছিলেন শ্রীমতী পামার।

চিত্ররসিক এই মহিলার বিপুল সংগ্রহের মধ্যে গুটিকয়েকের কথা জানাতে পারলাম এখানে। এগুলি এবং আরও অনেক অমূল্য ছবি শ্রীমতী পামার ১৯২২ সালে শিকাগোর এই চিত্রশালাকে দান করে দেন।

বিখ্যাত ছবি ও স্থাপত্য শুধু শিল্পমূল্যে নয়, অর্থমূল্যেও বিরাট। বিখ্যাত ছবির দাম কোটি কোটি টাকা। কিছু কিছু ছবি আছে যা 'সপ্তম আশ্চর্যের' মধ্যে না পড়লেও বোধহয় অষ্টাদশ আশ্চর্যের মধ্যে জায়গা পেতে পারে। এই যেমন লিওনার্দোর 'মোনালিসা'। এটিকে চিরকালের শ্রেষ্ঠ পোর্ট্রেট বলা যেতে পারে। এটি আছে প্যারিসের লুভের মিউজিয়ামে। পৃথিবী বিখ্যাত এই ছবিটি নিয়ে আরও একদিন কথা বলার অবসর রইল।

জনমন জনমত

শুভমানের অধিনায়কত্বে ক্রিকেটে নবজাগরণ

টেস্ট ক্রিকেট থেকে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি একসঙ্গে অবসর নেওয়ায় ভারতীয় ক্রিকেট দলে বিরাট শূন্যতা তৈরি হয়েছে। তবে নবনির্বাচিত সহ অধিনায়ক

ঋষভ পন্থ এবং অধিনায়ক শুভমান গিলের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেটাররা যে উজ্জীবিত ক্রিকেট খেলছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। লিডসে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রথম টেস্ট ম্যাচটায় ভারত ভালো শুরু করেও টেলএন্ডারদের ব্যাটিং ব্যর্থতা এবং প্রচুর ক্যাচ ফসকানোর খেসারত দিয়ে পাঁচ উইকেটে পরাজিত হয়েছিল আয়োজক দেশ ইংল্যান্ডের কাছে।

তবে সদ্য সমাপ্ত এজবাস্টন টেস্ট ম্যাচটায় ভারতীয় দল শুরু থেকেই ছিল চালকের আসনে। ১৯৬৭ সাল থেকে ভারত এজবাস্টনে টেস্ট ম্যাচ খেললেও কখনও জয়ের মুখ দেখেনি। এবার ৫৮ বছর পরে সেই বদনামটাও ঘুচে গেল।

আশা রাখছি, চলতি টেস্ট সিরিজের বাকি তিনটি টেস্ট ম্যাচেও ভারতীয় ক্রিকেটাররা শুভমানের নেতৃত্বে এরকমই প্রাণবন্ত ক্রিকেট উপহার দেবেন। শেষ পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়া টেস্ট সিরিজটা জিতে নিতে পারলে তো সোনায় সোহাগা। হে ঈশ্বর, এমন অপ্রত্যাশিত নবজাগরণটাই যেন হয়!

সঞ্জীবকুমার সাহা, মাথাভাঙ্গা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

এক নিঃশব্দ বিপ্লবের নাম নীরজ চোপড়া

৫ জুলাই ভারতের সোনার ছেলে নীরজ চোপড়ার হাত ধরে একটা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেল, যা দেশবাসী হয়তো টেরই পাননি। সেদিন 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক' নামক একটি টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। এহেন নামকরণের কারণ, নীরজই ২০২১ টোকিও অলিম্পিকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগে ব্যক্তিগত বিভাগে সোনার পদক জিতে ভারতের ইতিহাসে প্রথম ট্র্যাক ও ফিল্ড অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হন। তাঁর সম্মানে এবং তরুণ অ্যাথলিটদের অনুপ্রাণিত করতে এই প্রতিযোগিতার নামকরণ। যাইহোক, প্রতিযোগিতাটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিশ্বের তাবড় জ্যাভলিন থ্রোয়ার জুলিয়ান ওয়েবার, জুলিয়াস ইয়ুগোর মতো সেরা ব্যক্তিরা। বেঙ্গালুরুর কান্তি রাভা স্টেডিয়ামে সেদিন ছিল উপচে পড়া ভিড়।

ভারতে আয়োজিত এই বিশ্বমানের অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতাটি ভারতকে বিশ্বের ক্রীড়া মানচিত্রে অভিজাত তালিকাভুক্ত করল। বিশ্ব ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক এই প্রতিযোগিতাটিকে গোল্ড লেভেল ইভেন্টের মর্যাদা দেওয়া হল, সেটাও ভারতের ক্রীড়া জগতের কাছে একটা বড় সম্মানজনক পাওনা। নিজের নামাঙ্কিত টুর্নামেন্টে বিজয়ী হলেন নীরজ চোপড়া স্বয়ং, যেমনটা হয়েছিলেন কার্লসেন তাঁর নিজের নামাঙ্কিত টুর্নামেন্টে।

বিশ্বনাথন আনন্দের হাত ধরে আজ ভারতের উঠতি তারকারা যেমন বিশ্ব মঞ্চে নিজেদের উপস্থিতি জোরালোভাবে জানান দিচ্ছে, আগামীতে নীরজের হাত ধরে ভারতের উঠতি তারকারা বিশ্ব মঞ্চে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগে ঝড় তুলুক। ঠিক যেমন ভারতের অন্যতম ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় অল ইংল্যান্ড টুর্নামেন্টজয়ী পুলেল্লা গোপীচাঁদের হাত ধরে উঠে এসেছিলেন প্রথম অলিম্পিক পদকজয়ী মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সাইনা নেহওয়াল, পরপর দুই অলিম্পিকে রৌপ্য পদক ও ব্রোঞ্জ পদকজয়ী পিভি সিন্ধুর মতো তারকারা।

আগামীতে নীরজের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হোক ভারতের উঠতি তরুণ প্রজন্ম, ঝড় উঠুক ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগে। পোডিয়ামে উড়ুক তেরঙা, বেজে উঠুক 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ...' একজন ভারতীয় হিসেবে, একজন ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে শুধু এটুকুই চাওয়া।

দীপু রায়
উত্তর রাঙ্গালিবাজনা, আলিপুরদুয়ার।

কমলানগরের বেহাল দশা

শালুগাড়ার কমলানগরে সবরকম দূষণ যেমন– জল দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ ও মৃত্তিকা দূষণ ভীষণভাবে বর্তমান। বাসিন্দারা জালি সহ দুটো করে জানলা ও দরজা ২৪ ঘণ্টা বন্ধ করে রাখেন ভীষণ শব্দ ও বায়ু দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

কমলানগরে দুটো নামী মিষ্টির দোকানের কারখানা, একটা কাচের কারখানা, সয়াবিনের ফ্যাক্টরি এবং অনেকগুলো লৌহজাত গুদামঘর-মালগুদাম বর্তমান। তারপর গোদের ওপর বিষফোড়া। বলতে সারাদিন মালবাহী ভারী যানবাহন চলাচল। রাস্তার দুইপাশে যেখানে নর্দমা নেই, সেখানে পাইপের মাধ্যমে বাড়ির অপরিষ্কার জল রাস্তায় ফেলা হয়। আরও আছে। হাইওয়ের পাশে কমলানগর রাস্তার শুরুতেই রাস্তা ভেঙে গিয়েছে। পরিণতি ভয়ংকর ও ভয়াবহ। বর্ষার মরশুম চলছে। কখন যে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয় সেই আশঙ্কায় থাকি।

এদিকে, রোজ রাতে পাল্লা দিয়ে চলে গাড়ি ধোয়া। আমি প্রতিবাদও করেছি। কিন্তু ওই যে, 'রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে?'

অসীমকুমার ভদ্র
শালুগাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

জনমত বিভাগে লেখা পাঠান। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার মতামত জানান। নিজের এলাকার ছবি বাঞ্ছনীয়। সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠাতে পারেন।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
**সম্পাদ

চাকরিতে ৩৫ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ বিহারে

পাটনা, ৮ জুলাই : বিহারের ক্ষমতা ধরে রাখতে মহিলা ভোটব্যাংককেই পাখির চোখ করছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। এর আগে মদ নিষিদ্ধ করে বিহারে মহিলাদের সাধুবাদ কুড়িয়েছিলেন তিনি। এবার বিহারের সমস্ত রকমের সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নীতীশ। তিনি বলেছেন, 'যে সমস্ত মহিলা বিহারের প্রকৃত বাসিন্দা, তাঁদের জন্য রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তরের সর্বপ্রকার চাকরিতে ৩৫ শতাংশ সংরক্ষণ করা হবে।' সরকারি চাকরিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন জেডিইউ সুপ্রিমো। মন্ত্রীসভার একটি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি নীতীশের হাত ধরে বিহারে সাফল্যের মুখ দেখেছে। সেই কারণে মহিলা ভোটারদের একটা বড় অংশ মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করেন। বস্তুত, মহিলা এবং নতুন ভোটারদের সমর্থন পেতে বিরোধী আরজেডি-কংগ্রেসও মরিয়া। কিন্তু রাজ্য সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে মহাজোটকে ধাক্কা দিতে সমর্থ হয়েছেন নীতীশ। তিনি সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, বিহারের শাসন এবং প্রশাসনে মহিলারা যাতে বড় ভূমিকা নেন, সেই উদ্দেশ্যেই সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি তরুণদের কাছে পৌঁছোতে এদিন বিহার ইয়ুথ কমিশন গঠনের ঘোষণাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই সংস্থা গঠনের কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিহারের তরুণদের আরও বেশি করে কাজের সুযোগ ও প্রশিক্ষণ দিতে এবং তাঁদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ওই কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

ভারত বনধে আজ দুর্ভোগের আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : বুধবার ১০টি শ্রমিক সংগঠনের ডাকে ভারত বনধে দেশজুড়ে প্রবল দুর্ভোগের শিকার হতে পারেন আমজনতা। ব্যাংক, বিমা, ডাক, কয়লা খনি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জড়িত ২৫ কোটিরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী ধর্মঘটে শামিল হবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক শ্রমিকবিরোধী এবং জনবিরোধী পদক্ষেপের প্রতিবাদে ভারত বনধের ডাক বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের। এআইটিইউসির সাধারণ সম্পাদক অমরজিৎ কৌর বলেন, 'সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র মিলিয়ে ২৫ কোটিরও বেশি শ্রমিক যেমন এই বনধে যোগ দেবেন, তেমনই কৃষক এবং খেতমজুররাও এই কর্মসূচিতে শামিল হবেন।' অপরদিকে এইচএমএস নেতা হরভজন সিং সিধু বলেন, 'ব্যাংক, ডাক, কয়লা খনি, কারখানা এবং সরকারি পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীরা এই বনধে যেহেতু যোগ দিচ্ছেন, এই পরিষেবাগুলির ওপর বুধবার তাই প্রভাব পড়বে।' ভারত বনধকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস ও আরজেডি। মঙ্গলবার আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব জানিয়েছেন, বুধবার তিনি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি পাটনায় চাক্কা জ্যাম কর্মসূচিতে শামিল হবেন।

অচল হতে পারে এটিএমগুলিও। শ্রম কোড বাতিল, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ বন্ধ, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষা, কৃষকদের ন্যূনতম সহায়কমূল্য দেওয়া সহ মোট ১৭ দফা দাবিতে ভারত বনধ ডেকেছে ট্রেড ইউনিয়নগুলি। ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ভারত বনধের বিরোধিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। তাতে বলা হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত অফিস খোলা থাকবে। কর্মীদের হাজিরা বাধ্যতামূলক। বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকলে একদিনের বেতন কাটা হবে।

জলমগ্ন এলাকা। কলার ভেলায় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। মঙ্গলবার অসমের হোজাই জেলায়।

ট্রেনে গণধর্ষণের পর ছুড়ে ফেলা হল বধূকে

হরিয়ানার পানিপত স্টেশনে

চণ্ডীগড়, ৮ জুলাই : ট্রেনের খালি কামরায় এক মহিলাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল হরিয়ানায়।

অভিযোগ, পানিপত স্টেশনে একটি ফাঁকা ট্রেনের বগিতে ৩৫ বছরের ওই গৃহবধূকে গণধর্ষণ করার পর সোনিপত এলাকায় ট্রেন লাইনের ওপর ফেলে দেওয়া হয়। লাইনের ওপর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকার সময় ট্রেনের চাকায় পা কাটা পড়ে তাঁর। এখন তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলা ২৪ জুন নিখোঁজ হন। ২৬ জুন তাঁর স্বামী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান, পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রী মাঝেমধ্যেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতেন। তবে নিজের থেকেই ফিরেও আসতেন। এবার আর ফেরেননি।

ওই মহিলা পুলিশকে জানিয়েছেন, ঝগড়া করে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন বাড়ি থেকে।

তারপর ফাঁকা রেলস্টেশনে তিনি বসে ছিলেন। সেই সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁর সঙ্গে ভাব জমান। বলেন, মহিলার স্বামীই নাকি পাঠিয়েছেন তাঁকে। সেই বিশ্বাসে তিনি ওই ব্যক্তির সঙ্গে যান। এরপর পানিপত স্টেশনে একটি ফাঁকা ট্রেনের বগিতে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়। পরে আরও দুই ব্যক্তি এসে ধর্ষণ করে তাঁকে। এরপর তাঁকে সোনিপতে নিয়ে গিয়ে ট্রেন লাইনে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। সেখানেই একটি ট্রেন তাঁর পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়, ফলে পা কাটা পড়ে।

সোনিপতের কিছু দোকানদার ও প্রত্যক্ষদর্শী জানান, তাঁরা একজন মহিলার কান্নার আওয়াজ শুনে ছুটে যান এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করেন। মহিলাকে প্রথমে সোনিপত জেনারেল হাসপাতালে এবং পরে রোহতক পিজিআই-তে স্থানান্তরিত করা হয়।

একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পানিপতের পুলিশ সুপার ভূপেন্দ্র সিং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি। পুলিশ সূত্রে খবর, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি স্থানীয়দের জেরা করাও চলছে। তবে ধর্ষণের প্রমাণ এখনও মেলেনি। শনাক্ত করা যায়নি অভিযুক্তদেরও।

'তোমরা আগামী দিনের নভশ্চর'

মহাকাশ থেকে পড়ুয়াদের বার্তা শুভাংশুর

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে নয় নয় করে ১২ দিন থাকা হয়ে গেল ভারতীয় নভশ্চর শুভাংশু শুক্লার। মহাকাশ সফরের দ্বাদশ দিনে তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা হল অসম ও মেঘালয়ের সাতটি স্কুলের কয়েকজন পড়ুয়ার।

মঙ্গলবার এই বিশেষ কথোপকথনের আয়োজন হয় শিলঙের উত্তর-পূর্ব মহাকাশ ব্যবহার কেন্দ্র (নেস্যাক)-এ। হ্যাম রেডিওর মাধ্যমে শুভাংশু ছাত্রছাত্রীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে শুভাংশু বলেন, 'তোমাদের অনেকেই একদিন মহাকাশে যাবে, এমনকি চাঁদে হাঁটতেও পারো।' মহাকাশ জীবনের মুহূর্ত, প্রশিক্ষণের গুরুত্ব এবং কীভাবে ওজনহীন অবস্থায় সুস্থ থাকা যায়, তা নিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন শুভাংশু। তিনি বলেন, 'আমরা সূর্যকে অনুসরণ করি না। আইএসএস প্রতি ৯০ মিনিটে একবার ঘোরে পৃথিবীকে। তাই দিনে ১৬ বার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখি আমরা। তবে আমাদের সময়সূচি চলে গ্রিনউইচ মিন টাইম অনুসারে।'

মহাকাশে শরীরের পরিবর্তন প্রশ্নে শুভাংশু বলেন, 'পৃথিবীতে আমরা অভিকর্ষে বড় হই। কিন্তু মহাকাশে সেটা থাকে না। তাই পেশি ও হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে। নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য আমরা রোজ ট্রেড মিল, সাইক্লিং ও স্ট্রেংথ ট্রেনিং করি।' প্রশিক্ষণ সম্পর্কে শুভাংশু বলেন, 'জরুরি পরিস্থিতির জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি নিতে হয়। সেটা ভারতে হোক বা রাশিয়া ও অন্যান্য দেশে। দলগত কাজ ও সহানুভূতি খুব

গুরুত্বপূর্ণ। এটা নভশ্চরদের মনোবল বাড়াতে সাহায্য করে।' তিনি আরও বলেন, রোবোটিক্স ও কৃত্রিম মেধা মহাকাশে অনেক কাজ সহজ করে দেয়। তাঁর কথায়, 'রোবোটিক আর্মের মাধ্যমে আমরা ভিতরে ও বাইরে— দু'ধরনের কাজেই সাহায্য পাই।' সাকুল্যে ২০টি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন পড়ুয়ারা। সাক্ষাৎকারের মেয়াদ ছিল মাত্র ১০ মিনিট। যতটা সম্ভব সব প্রশ্নের উত্তর দেন শুভাংশু।

এনকাউন্টারে হত দুষ্কৃতী

পাটনা, ৮ জুলাই : গুলির লড়াইয়ে প্রাণ গেল বিহারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গোপাল খেমকা খুনের মূল অভিযুক্তের। তার নাম বিকাশ ওরফে রাজা (২৯)। সোমবার রাত ২টো ২৫ মিনিটে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিকাশের খোঁজে পাটনার দামারিয়া ঘাট এলাকায় আসে পুলিশের বিশাল বাহিনী। পুলিশ দেখে পালানোর চেষ্টা করে বিকাশ। সেই সময় গুলি ছোড়ে সে। পালটা জবাব দেয় পুলিশ। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পরে বিকাশ। কোনও পুলিশ আধিকারিক অবশ্য হতাহত হননি।

বিতর্কে খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের ভুল নাম উচ্চারণ করে বিতর্কে জড়ালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। খাড়গে বলেন, 'আমাদের জল, জঙ্গল এবং জমি সুরক্ষিত হওয়া উচিত। তাই আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বিজেপি বলে ওরা মুর্মাকে এবং কোভিডকে রাষ্ট্রপতি করেছে। কিন্তু কেন? যাতে আমাদের সম্পদ, আমাদের জঙ্গল এবং জমি কেড়ে নেওয়া যায়। আম্বানি, আদানিরা এখন সবকিছুর দখলে রাখছে।' বিজেপির মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া বলেন, 'দ্রৌপদী মুর্মুর বিরুদ্ধে অবমাননাকর শব্দ প্রয়োগ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি। উনি মহিলা, দলিত এবং আদিবাসী বিরোধী।'

কসবা কাণ্ড

নাড্ডাকে তথ্যানুসন্ধানী টিমের রিপোর্ট

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : কসবা-কাণ্ডে গোটা পশ্চিমবঙ্গেই রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে। ঘটনাস্থলে তদন্তে গিয়ে রাজ্যে 'আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া'র অভিযোগ তুলেছে বিজেপির তথ্যানুসন্ধানী দল। মঙ্গলবার দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার হাতে তদন্ত রিপোর্ট তুলে দিলেন দলের নেতারা। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করেছেন।

বিজেপি প্রতিনিধিদলের সদস্য ও প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার ড. সত্য পাল সিং সাংবাদিক বৈঠকে জানান, 'পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ অরাজকতার দিকে এগোচ্ছে। যেখানে আইনজীবীদের তৈরি হওয়ার কথা, সেই প্রতিষ্ঠানে এক ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, এই ঘটনা গোটা দেশের জন্য লজ্জার।' তিনি বলেন, 'সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। অথচ এই রাজ্যে নারী নির্যাতনের অধিকাংশ অভিযোগেই এফআইআর হয় না। যদি হয়ও, তা ঠিকমতো তদন্ত হয় না।

এমনকি এই মামলায় আমরা দেখেছি, অভিযুক্তদের নাম এফআইআর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শুধু নামের প্রথম অক্ষর রাখা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত ও সহ অভিযুক্তের নামের আদ্যক্ষরও ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৪৫ বছরের পুলিশি জীবনে এমন উদাহরণ আমি দেখিনি।'

তিনি আরও দাবি করেন, মূল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আগে একাধিক অভিযোগ থাকলেও প্রশাসন তা উপেক্ষা করেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কলেজ পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান তথা স্থানীয় তৃণমূল বিধায়কের সুপারিশে নিয়োগ করা হয়েছিল বলেও তিনি দাবি করেন।

বিজেপি সাংসদ ও প্রতিনিধিদলের সদস্য বিপ্লব দেব বলেন, 'সরকারি আইন কলেজের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল একটি বেসরকারি সংস্থাকে, যা স্থানীয় তৃণমূল নেতার সুপারিশেই হয়েছিল। এই নিরাপত্তাহীনতাই এমন ভয়াবহ ঘটনার জন্ম দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত অবিলম্বে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা, না হলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে।'

এদিন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন, 'এই রিপোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে এখন আর আইনের শাসন নেই। সন্দেশখালি, আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা কিংবা আইন কলেজের ধর্ষণ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারের নীরবতা, নিষ্ক্রিয়তা ও অপরাধীদের রক্ষা করার প্রবণতা একই রকম। মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন।'

পরিবারকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু তরুণের

টেক্সাস, ৮ জুলাই : চারিদিকে শুধু জল আর জল। বন্যা-ভূমিধসে টেক্সাসে পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। ইতিমধ্যে মৃতের সংখ্যা পেরিয়েছে ১০৪। নিখোঁজ বহু। এই পরিস্থিতিতে পরিবারকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন বছর ২৭-এর জুলিয়ান আয়ান। ঘরে ক্রমাগত জল ঢুকছে দেখে স্ত্রী, সন্তান ও মাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে ঝুঁকি নিয়ে জানলার কাচ ভেঙে ছাদে উঠতে চেয়েছিলেন আয়ান। কিন্তু কাচের টুকরোয় হাতের ধমনী কেটে যায় তরুণের। নিজের আঘাতকে উপেক্ষা করে পরিবারকে সুরক্ষিত করলেও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় আয়ানের।

প্রবল বন্যায় মাথার ছাদ হারিয়ে দিশাহারা টেক্সাসবাসী। ইতিউতি ভাসছে কম্বল, টেডিবিয়ার, খেলনা। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রশাসনের। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কের কাউন্টি। দুর্যোগ থামার কোনও লক্ষণ নেই। আগামী দু-দিন জারি রয়েছে ভারী বৃষ্টি-বন্যার সতর্কতা। পাঁচদিন পেরোলেও খোঁজ মেলেনি সামার ক্যাম্পের ২৭ পড়ুয়ার। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই বিপর্যয়কে ১০০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি বলে ঘোষণা করেছেন তিনি।

ভারতের সঙ্গে চুক্তি শীঘ্রই : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৮ জুলাই : একসঙ্গে ১৪টি দেশের ওপর নতুন করে শুল্ক বসানোর ঘোষণা করার মাঝেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে।

ট্রাম্প বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে ব্রিটেন ও চিনের সঙ্গে চুক্তি করেছি। ভারতের সঙ্গে চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা প্রায় শেষ ধাপে পৌঁছে গিয়েছে।' তিনি জানান, যেসব দেশের সঙ্গে সমঝোতা সম্ভব হচ্ছে না, তাদের যুক্তরাষ্ট্র কেবল 'চিঠি পাঠিয়ে'ই বাড়তি শুল্ক বসানোর কথা জানিয়ে দিচ্ছে। তাঁর কথায়, 'আমরা অবিচার করব না। কোনও দেশ তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারলে আমরা কিছুটা ছাড়ও দিতে পারি। আলোচনার দরজা খোলাই রয়েছে।'

১ অগাস্ট থেকে নতুন শুল্ক কার্যকর হতে চলেছে। এর ফলে বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের মতো দেশগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা।

ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কোনও দেশ মার্কিন পণ্যের ওপর পালটা শুল্ক বসালে সেটাও আমেরিকার শুল্কে যোগ হবে। যেমন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াকে পাঠানো চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'আপনারা যদি আমাদের পণ্যে বাড়তি শুল্ক বসান, তাহলে তার পরিমাণটুকু আমরা আমাদের ২৫ শতাংশ শুল্কে যোগ করব।'

ভারত ও আমেরিকার মধ্যে চলতি আলোচনার মূল বিতর্ক কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার খোলা নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্র চায়, ভারত যেন তাদের জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত (জিএম) শস্য ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারে প্রবেশের সুযোগ দেয়। এই দাবিকে 'কৃষকের জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি' মনে করে ভারত।

ভারতের অর্থনীতির মাত্র ১৬ শতাংশ কৃষি-খাত থেকে আসে। দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ কৃষিনির্ভর। তাই বিদেশি সস্তা কৃষিপণ্য এলে দেশের বাজারে দামে ধস নামার আশঙ্কা। ভারত সাধারণত কৃষিকে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির বাইরে রাখে। আমেরিকাকে বাজারে ঢোকার ছাড় দিলে একই সুবিধা অন্য দেশগুলিকেও দিতে হতে পারে।

ভারত চাইছে, দেশীয় রপ্তানির ওপর আমেরিকা যেন শুল্ক কমায়। বিশেষ করে চর্মশিল্প, পোশাক ও জুতো-র মতো ক্ষেত্রগুলিতে। এই খাতগুলি বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সঙ্গে জড়িত। ভারতের দাবি, দুই দেশের রপ্তানিতে ভারসাম্য না এলে ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫০,০০০ কোটি ডলারে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। দু'দেশই আপাতত একে অপরের রপ্তানি পণ্যের ওপর কিছু শুল্ক কমাতে বা তুলে নিতে রাজি হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য — রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ কাট বা একে অপরকে সমান সুযোগ দেওয়া। এখন দেখার, কৃষি ও দুধের মতো স্পর্শকাতর ক্ষেত্রগুলিকে এড়িয়ে ভারত-আমেরিকা 'মিনি ট্রেড ডিল' কতদূর এগোয়।

কুকুরের ডাকে প্রাণ বাঁচল ৬৭ জনের

সিমলা, ৮ জুলাই : কুকুর শুধু প্রভুভক্তই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাসও দিতে পারে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে কি না তার প্রমাণ নেই বটে, কিন্তু পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রতি তার সংবেদনশীলতা তাকে ভূমিকম্প, ঝড় কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে আগাম বুঝতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত ঘেউ ঘেউ করে সে সতর্ক করে দেয় পরিবারকে, বুঝিয়ে দেয় বিপদ আসছে। হিমাচলপ্রদেশের মান্ডি জেলার অতি সম্প্রতি একটি গ্রামের ২০টি পরিবারের ৬৭ জনকে রাক্ষুসে হড়পা আর ধসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল এক সারমেয়।

রাত নিঝুম। ঘড়ির কাঁটা একটার ঘরে। মুষলধারায় বৃষ্টি হয়েই চলেছে হিমাচলপ্রদেশের মান্ডি জেলার ধরমপুরের সিয়াথি গ্রামে। গ্রামবাসী ঘুমের কোলে। নরেন্দ্র নামে এক বাসিন্দার বাড়ির তিন তলায় চিৎকার শুরু করল বাড়ির পোষা কুকুর। ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটাতে কুকুরকে চুপ করাতে গিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। সেখানে ফাটল। নরেন্দ্র দুড়দাড় করে নেমে পরিজনদের জাগিয়ে বাইরে এসে গ্রামের অন্যদের জাগান। তাঁর চিৎকারে গ্রামের সব পরিবার বাইরে এসে দেখেন, পাহাড় থেকে ভয়ংকর কিছু নেমে আসছে। দুর্ধর্ষ গতিতে ছুটতে ছুটতে তাঁরা আশ্রয় নেন গ্রামের সবচেয়ে উঁচু জায়গা নয়নাদেবীর মন্দিরে। তাঁদের আশ্রয় নেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে পাহাড় থেকে নেমে আসা হড়পা বান আর ধসে তলিয়ে গেল আস্ত বাড়িগুলি। তিল তিল করে গড়ে তোলা বেশিরভাগ বাড়ি চোখের

বন্যায় বিপর্যস্ত হিমাচলপ্রদেশ

নিমেষে নিশ্চিহ্ন। গ্রামবাসীদের দু'চোখে তখন বাঁধভাঙা বন্যা। সব শেষ। কিছুই বাঁচল না। সেই কৃতিত্ব কিন্তু এক সারমেয়র।

হিমাচলে এবারের দুর্যোগে ৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ট্রাম্পকে শান্তির নোবেল, সুপারিশ নেতানিয়াহুর

ওয়াশিংটন, ৮ জুলাই : পাকিস্তানের পর এবার ইজরায়েলও চাইছে নোবেল শান্তি পুরস্কার উঠুক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে। ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া উচিত বলে জানিয়েছিল পাকিস্তান। নোবেল কমিটিকে সেই প্রস্তাবও জানিয়েছিল তারা। এবার বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ট্রাম্পকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার কথা জানিয়ে দিয়েছেন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

সোমবার হোয়াইট হাউসে এক বৈঠকে নেতানিয়াহু ট্রাম্পের হাতে এই মনোনয়নের চিঠি তুলে দেন।

নেতানিয়াহু বলেন, 'আমি শান্তি পুরস্কারের জন্য আপনার নাম মনোনীত করে নোবেল কমিটিকে যে চিঠি লিখেছি, সেটি আজ আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আপনি এই সম্মান পাওয়ার যোগ্য এবং আপনারই পাওয়া উচিত।'

এই মনোনয়ন পেয়ে কিছুটা বিস্মিত হলেও নেতানিয়াহুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ট্রাম্প বলেন, 'আমার কাছে এটা অভাবনীয় সম্মান। বিশেষ করে আপনার কাছ থেকে এ সম্মান পাওয়াটা আমার কাছে খুব অর্থবহ ও আনন্দের। অনেক অনেক ধন্যবাদ।' এরপরই তিনি বলেন, 'আমি যুদ্ধ থামাচ্ছি। কারণ, মানুষের মৃত্যু আমার ভালো লাগে না।'

'বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা'য় ট্রাম্পের ধারাবাহিক ভূমিকার প্রশংসা করে নেতানিয়াহু বলেন, 'বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে তাঁর নেতৃত্ব প্রশংসনীয়। আমাদের দুই দেশের যৌথ প্রয়াস এক অসাধারণ জুটি তৈরি করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'ট্রাম্প এখন একের পর এক দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করছেন।'

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা

উদ্বিগ্ন এক্স

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : ভারতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে এবার একরাশ উদ্বেগ প্রকাশ করল ধনকুবের এলন মাস্কের জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার ওই উদ্বেগ অমূলক বলে সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে। সম্প্রতি রয়টার্স ও রয়টার্স ওয়ার্ল্ডের এক্স অ্যাকাউন্টটি ব্লক করা হয়েছিল। পরে অবশ্য সেটি আনব্লক করা হয়। রয়টার্সকে রুদ্ধ করার ঘটনায় মঙ্গলবার মাস্কের সংস্থার তরফে বলা হয়, গত সপ্তাহে ৩ জুলাই ভারত সরকার এদেশে ২৩৫৫টি অ্যাকাউন্ট ব্লক করার নির্দেশ দিয়েছিল এক্সকে। সেগুলির মধ্যে রয়টার্সের অ্যাকাউন্টও ছিল। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৯এ ধারায় ওই অ্যাকাউন্টগুলি ব্লক করতে বলা হয়েছিল। না করলে অপরাধমূলক দায়িত্ব তাদের কাঁধে বর্তাবে বলে সতর্কও করে দেওয়া হয়।

এক্সের বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক কোনওরকম কারণ না দেখিয়েই একঘণ্টার মধ্যে নির্দেশ মানতে বলেছিল। রয়টার্সের অ্যাকাউন্ট ব্লক করার বিষয়টি নিয়ে শোরগোল শুরু হওয়ার পরই সেটি আনব্লক করার অনুরোধ করে কেন্দ্র। এক্স বলেছে, 'এইভাবে ব্লক করার নির্দেশের মাধ্যমে ভারতে যেভাবে সংবাদমাধ্যমের ওপর সেন্সরশিপ জারি করা হচ্ছে তাতে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এক্স সমস্ত আইনি দিক খতিয়ে দেখছে। ব্যবহারকারীদের মতো এক্সও ভারতীয় আইন মেনে চলে। আমরা ব্যবহারকারীদের আইনি সমাধান খোঁজার আর্জি জানাচ্ছি।'

এক্সের বক্তব্যের বিরোধিতা করে কেন্দ্র বলেছে, 'সরকার ৩ জুলাই নতুন করে ব্লক করার নির্দেশ দেয়নি। রয়টার্স, রয়টার্স ওয়ার্ল্ডের মতো বিখ্যাত সংবাদ চ্যানেলগুলি ব্লক করার কোনও অভিপ্রায়ও সরকারের নেই। যে মুহূর্তে রয়টার্স ও রয়টার্স ওয়ার্ল্ডের এক্স হ্যান্ডেল ব্লক করা হয়, তখনই পত্রপাঠ এক্সকে চিঠি লিখে সেগুলি আনব্লক করতে বলেছিল সরকার।' কেন্দ্রের দাবি, এলন মাস্কের সংস্থা অহেতুক এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত প্রযুক্তিগত বিষয়গুলিকে নিয়ে জলঘোলা করছে। সরকার লাগাতার ৫ জুলাই রাত থেকে এক্সের অ্যাকাউন্ট আনব্লক করার চেষ্টা করেছে।

টেক্সাসে দুর্ঘটনা, মৃত ৪ ভারতীয়

অস্টিন, ৮ জুলাই : মুহূর্তে আনন্দ পরিণত হল বিষাদে। ছুটি কাটাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চার ভারতীয়র। তাঁরা হায়দরাবাদের বাসিন্দা। আটলান্টায় আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় পড়ে তাঁদের গাড়ি। হঠাৎ একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে গাড়িটির। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় এসইউভিটিতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চারজনের। রবিবার টেক্সাসের ডালাসের কাছে গ্রিন কাউন্টি হাইওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তদন্ত চলছে। তাঁদের দেহ হায়দরাবাদে আনার তোড়জোড় চলছে। মৃত চারজন হলেন ভেঙ্কট বেজুগাম ওরফে শ্রী ভেঙ্কট, তাঁর স্ত্রী তেজস্বিনী ছোলেতি, তাঁদের দুই সন্তান সিদ্ধার্থ ও মৃদা। এর আগে ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে টেক্সাসে পথ দুর্ঘটনায় এভাবেই মৃত্যু হয়েছিল চার ভারতীয়র।

বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট পেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : অবশেষে কেন্দ্রের হাতে জমা পড়ল আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট। মঙ্গলবার এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রকের কাছে ওই রিপোর্টটি জমা দেয়। বিমান দুর্ঘটনার কারণ এখনও স্পষ্ট

প্রিয়াংকার মেয়ের বন্ধু কে?

প্রিয়াংকা চোপড়ার মেয়ে মালতী মেরি। তার বেস্ট ফ্রেন্ডের নাম জানেন? আয়াত খান শর্মা। বলুন তো সে কে? সলমন খানের ভাগ্নি। অবাক হচ্ছেন তো? একজন মুম্বইয়ে, আরেকজন আমেরিকায়। তাদের বন্ধুত্ব কীভাবে হল? হয়েছে হয়েছে। এমনিতে সলমন আর প্রিয়াংকার মধ্যে সম্পর্ক খুবই ভালো। একসঙ্গে অনেক কাজই করেছেন দুজনে। সেই সূত্রে সলমনের পরিবারের সঙ্গে, বিশেষ করে সলমনের বোন অর্পিতার সঙ্গেও প্রিয়াংকার বন্ধুর মতো সম্পর্ক।

অর্পিতা এবার তাঁর মেয়ে আয়াতকে নিয়ে আমেরিকা গিয়েছিলেন। সেখানে লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রিয়াংকার বাড়িতে দেখা করতে যান তাঁরা। ব্যস, সেখানেই মালতী আর আয়াতের মধ্যে তুমুল ভাব হয়ে গেল। একে অন্যকে ছাড়তেই চায় না। হাত ধরে আয়াতকে নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াল মালতী। আর কত গল্প, কত গল্প!

প্রিয়াংকা তাদের ছবি তুলেছেন। ভিডিও করেছেন। ইন্সটাগ্রামে শেয়ার করেছেন তিনি। সেই মিষ্টি ছবি দেখে তাঁর অনুরাগীরা তো আহ্লাদে আটখানা।

ওয়ার ২, শেষ হল শুটিং

২০১৯ সালের ছবি ওয়ার। তারই সিক্যুয়েল ওয়ার ২ ছবির শুটিং শেষ হল। হৃতিক রোশন ছবিতে নায়ক, তিনি র-এজেন্ট মেজর কবীর ধালিওয়াল। ছবির অন্যতম আকর্ষণ জুনিয়ার এন টিআর, তিনিই ভিলেন। নায়িকা কিয়ারা আডবানি। পরিচালনায় অয়ন মুখোপাধ্যায়। শুটিং শেষের খবর দিয়ে বেশ আবেগতাড়িত পোস্ট করেছেন হৃতিক। তিনি লিখছেন, 'একটা মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে। ১৪৯ দিনের শুটিং শিডিউল, অ্যাকশন ড্রামা, গাড়ির চেজিং, রক্ত, ঘাম-- আদি ও অয়নের এই সিনেমাটিক অভিজ্ঞতা উপভোগ করার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না।' তিনি ছবির সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। জুনিয়ার এন টি আরও লিখেছেন, 'ওয়ার ২ ছবির শুটিং শেষ হল। হৃতিক রোশন স্যারের এনার্জি অন্য মাত্রার। আমি অনেক কিছু শিখেছি। পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায় তো বিস্ময়কর। তিনি একটি সারপ্রাইজ প্যাকেজ তুলে দিচ্ছেন দর্শকদের।'

ছবির মুক্তি ১৪ অগাস্ট হিন্দি, তামিল, তেলুগু ভাষায়।

নেপোকিডদেরই বিরুদ্ধে আহান পান্ডে

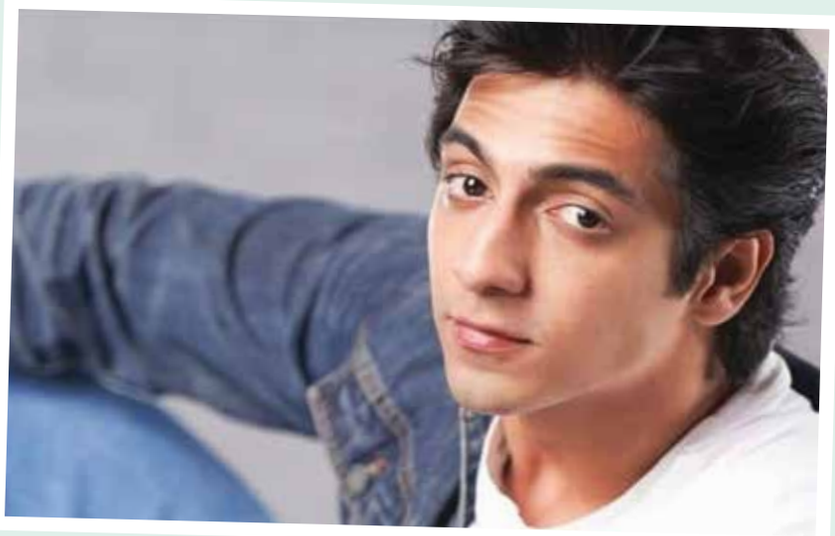

যশ রাজ ফিল্মের ছবি সাইয়ারার ট্রেলার প্রকাশ্যে এল। ছবির নায়ক-নায়িকা নবাগত আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডা। আহান অনন্যা পান্ডের তুতোভাই। ইউটিউব ইনফ্লুয়েন্সার আলানা পান্ডের ভাই। ফলে নেপোকিডের তকমা আহানের আছে, তাই নিয়ে বেশ কথাবার্তাও হচ্ছে। ছবির ট্রেলারে দেখা গেল নেপোটিজমের বিরোধিতা করেই কথা বলেছেন আহান। তাঁর চরিত্রের নাম কৃশ কাপুর।

ট্রেলারে দেখা যায়, সংগীত জগতের কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে তিনি বলেন, 'তোমার কাজ সংগীতের সঠিক লোকের পর্যালোচনা করা। ওই ব্লু টিক সেলেবরা হাঁচলেও তোমরা বলো, ওদের হাঁচিতে মেলোডি আছে, কিন্তু যখন আসল শিল্পীরা তাদের কাজে আত্মাটাও দিয়ে দেয়, তখন কি পায় তারা?' বাস্তবিকই নেপোটিজমের বিরোধিতা করেছেন তিনি। ট্রেলারে দেখা যাচ্ছে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন, 'কৃশ কাপুর। নামটা কখনও ভুলবে না। নামটা বলো একবার।'

মোহিত সুরি পরিচালিত ছবি আশিকি ২-এর সঙ্গে এই ছবির মিল-- ছবির টিজার বেরোতেই নেটমহলের তা চোখে পড়ে। এখন কৃশ কাপুর সংগীত জগতে যেভাবে নিজেকে প্রমাণ করার যুদ্ধে নেমেছে, তাতে সেই তুলনা আরও বেড়ে গেল, নিঃসন্দেহে। অনীত এখানে বাণী, তিনি গীতিকার। কৃশের জন্য গান লেখার পরিসরেই দুজনের প্রেম। তারপর তাদের প্রেম দানা বাঁধে। ট্রেলারের শেষে হাতে ছুরি নিয়ে বাণী কৃশকে চলে যেতে বলে। কৃশের চোখে জল...মোহিত নতুনদের নিয়ে কাজ করতে চাইছিলেন না কারণ তাদের অভিনয় দক্ষতা তাঁকে খুশি করে না। তবে আহান ও অনীত তাঁকে সন্তুষ্ট করেছে বলে মোহিত জানিয়েছেন।

কিশোর নিয়ে আশা জোরদার, তাহলে আমির? চুপ অনুরাগ

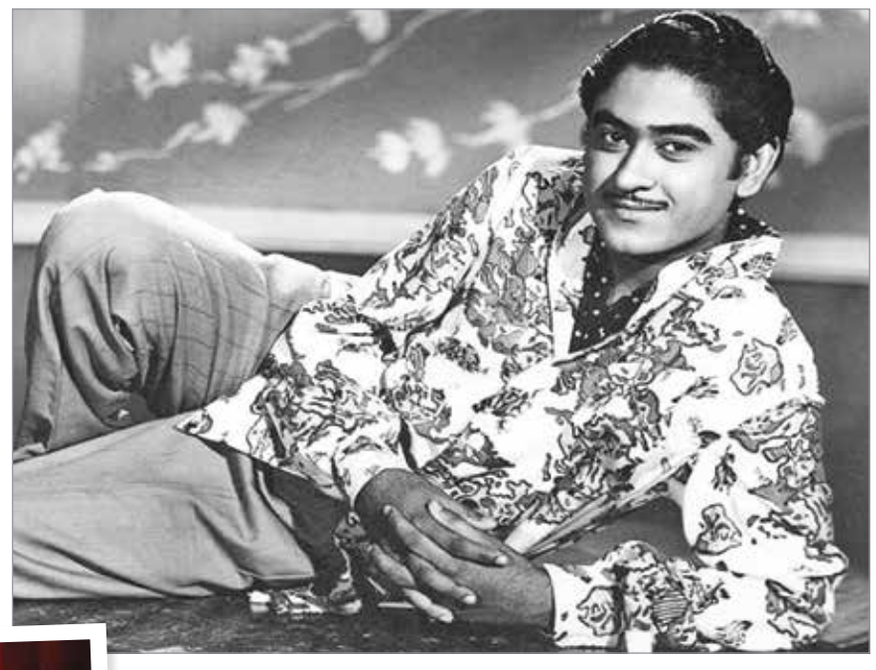

ঠোঁটে কুলুপ দিয়ে বসে আছেন অনুরাগ বসু। অবশ্য স্বভাবে তিনি বরাবরই শান্ত। তাই 'মেট্রো ইন দিনো'র সাফল্যের পরও একদম চুপ। সেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাননি, কারণ এখন তাঁর পরের চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেছে।

সেটা অবশ্য অনেক আগের চিন্তা। এখনো করে যাচ্ছেন। ছবিটা আর করে উঠতে পারছেন না। আজ প্রায় ১২ বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কথার পর কথা চলছে, কিন্তু প্রতিবারই কোনও না কোনও আপত্তিতে সেটা আর হয়ে উঠছে না। বুঝতে পারছেন কী সেই ছবি? কিশোরকুমারের বায়োপিক। আমির খানের সঙ্গে ২০২৪ সালেও শেষবার এই নিয়ে কথা বলেছেন অনুরাগ। তার আগে আরও বার তিনেক কথা হয়েছে। কিন্তু কিশোরের পরিবার থেকে কপিরাইট ইস্যুর বিষয়টি তোলা হয়েছে বলে এতদিন কাজ এগোয়নি। এখন কি মিটেছে? বলা মুশকিল। কারণ কিছুই বলতে চাইছেন না অনুরাগ বসু। যতক্ষণ না সমস্ত চূড়ান্ত হয়ে চুক্তি সই হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুই বলতে পারছেন না তিনি। বলতে চাইছেনও না। তাই আমির

খান এই বায়োপিকে কাজ করবেন কি না, সরকারিভাবে কিছুই জানানো হয়নি। এর আগে একবার রণবীর কাপুর আর আমির খানকে নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলেন অনুরাগ। সে কাজটাও হয়নি। তাই এখন আর কিশোরকুমারকে নিয়ে একটাও কথা খসাচ্ছেন না অনুরাগ বসু। কিন্তু আভাস বলছে, এবছর, নয়তো আগামী বছরের শুরুতে কিশোরকুমার হয়ে শুটিং শুরু করবেন আমির খান।

মুক্তির আগেই রামায়ণের ১০০০ কোটির ব্যবসা

নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত রামায়ণের প্রথম ঝলক বেরোল ৪ জুলাই। তার মধ্যেই বড় অঙ্কের অর্থ চলে এল ছবির প্রযোজক নমিত মালহোত্রার সংস্থা প্রাইম ফোকাস স্টুডিওর ঝুলিতে। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ জানিয়েছে জুনের শেষ থেকে ১ জুলাইয়ের মধ্যে সংস্থার শেয়ার মূল্য ১১৩ থেকে ১৪৯ হয়েছে। টিজার বেরোনোর পর এক ধাক্কায় এর শেয়ার মূল্য হয়েছে ১৭৫। মার্কেট ক্যাপ হয়েছে ৫,৬৪১ কোটি। ফলে ছবির মার্কেট হোল্ডিং লাফিয়ে হয়েছে ১,০০০ কোটি, মাত্র ৪৮ ঘণ্টায়। শোনা গিয়েছে, প্রায় ১,৬০০ কোটি বাজেটের ছবিতে প্রতি পর্বের জন্য রণবীর কাপুর নিয়েছেন ৭৫ কোটি। ছবিতে সীতা হয়েছেন সাই পল্লবী, রাবণ হয়েছেন যশ, রবি দুবে হয়েছেন লক্ষ্মণ। ছবির ভিএফএক্স এবং তার জমকালো মেকিং দর্শকদের দারুণ আকর্ষণ করেছে।

একনজরে সেরা ৫

মধুর ছবি

মধুর ভান্ডারকর তাঁর ১৬তম ছবি দ্য ওয়াইভস-এর কথা ঘোষণা করলেন। এতে বলিউডের তারকা-ঘরণীদের জীবন, তাঁদের স্ক্যান্ডাল, গসিপ, বিলাস ইত্যাদি উঠে আসবে, যে বিষয়ে আমরা জানি কিন্তু গুরুত্ব দিই না। মধুরের নিজের স্টাইলেই গল্প এগোবে, নিঃসন্দেহে। অভিনয়ে মৌনী রায়, সোনালি কুলকার্নি, রেজিনা কেসান্ড্রা, রাহুল ভাট প্রমুখ।

অজয়ের আগ্রহ

তেলেঙ্গানায় বিশ্বমানের স্টুডিও করার উদ্দেশে অজয় দেবগণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রেবন্থ রেড্ডির সঙ্গে বৈঠক করেছেন, দিল্লিতে। এই স্টুডিওতে অ্যানিমেশন, ভিস্যুয়াল এফেক্টস ও এআই-পাওয়ার্ড স্মার্ট স্টুডিওর সুবিধা থাকবে। এছাড়া একটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট হবে নতুন প্রতিভাদের তুলে আনতে। তিনি সরকারি সহযোগিতা চেয়েছেন এ ব্যাপারে, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পরিকল্পনা পছন্দও করেছেন।

১৭ বছর পর

আমির খান ও মনসুর খান ১৭ বছর পর আবার একসঙ্গে কাজ করেছেন। জুনেইদ খান ও সাই পল্লবী অভিনীত একদিন-এর প্রযোজক এই দুজন। শেষ ওঁরা কাজ করছেন জানে তু ইয়া জানে না-তে। একদিন-এর পরিচালক সুনীল পান্ডে। নভেম্বরের ৭ তারিখে এই নতুন জুটির ছবি মুক্তি পাবে, অন্তত তাই ঠিক আছে।

স্মিথ থাকবেন?

আল্লু অর্জুন ও দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত সাই-ফাই ফিল্ম এএটুটুxএ৬ (ওয়ার্কিং টাইটেল)-এ হলিউড অভিনেতা উইল স্মিথকে দেখা যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। তা যদি হয় তাহলে এই ৮০০ কোটির ছবিই হবে উইলের প্রথম ভারতীয় ছবি এবং প্রমাণ হবে ভারতীয় ছবি দ্রুত বিশ্বমানে পৌঁছোচ্ছে। স্মিথ হবেন প্রধান ভিলেন।

অনাগতর জন্য

আমস্টারডমে ট্যুর চলছে শ্রেয়া ঘোষালের। সেখানে এক অন্তঃস্বত্বা অনুরাগিনী তাঁর কাছে এসেছিলেন। তাঁর সামনে হাঁটুমুড়ে বসে শ্রেয়া গেয়ে ওঠেন পরিণীতা ছবির গান, পিউ বোলে। বিস্মিত গায়িকা টের পান, গর্ভের সন্তানের নড়াচড়া! এই ভিডিও ভাইরাল হতে নেটমহলে সাড়া পড়ে যায়। শ্রেয়া ও অনাগত সন্তানের জন্য শুভেচ্ছার বন্যা।

মনে মনে গৌরীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়ে

এ কথা বলেছেন আমির খান। সিতারে জমিন পর ছবির সাফল্য উপভোগ করছেন তিনি। তার মধ্যে নানা অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন এবং সেখানে পেশার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন যেমন আমির ও তাঁর বর্তমান প্রেমিকা গৌরী প্রাটের সম্পর্ক ও বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন হচ্ছে। তখনই তিনি এ কথা বলেন। গৌরীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা আমির প্রকাশ্যে আনেন তাঁর ৬০তম জন্মদিনে। এবার তাঁদের আনুষ্ঠানিক বিয়ের কথা উঠলে তিনি বলেন, 'আমরা দুজনেই ভীষণ সিরিয়াস আমাদের সম্পর্কে ব্যাপারে। আমাদের দুজনের একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতাও শক্তপোক্ত। আমরা একে অপরের সঙ্গী, মানে আমরা তো একসঙ্গেই আছি। তবে বিয়েটা, আলাদা ব্যাপার। আনুষ্ঠানিক বিয়ের বিষয়ে আমরা আরও কিছুদিন পরে ভাবব। প্রসঙ্গত, গৌরী বেঙ্গালুরুতে থাকেন এবং সিনেমার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি দিল চাহাতা হ্যায় ও লগান—এই দুটি ছবি কেবল দেখেছেন।

রাহা আমার ডাল, চাল

মেয়ে রাহা কাপুরকে নিয়ে এরকম মন্তব্য করেছেন রণবীর কাপুর। সংবাদমাধ্যমে নয়, এই কথা তিনি বলেছেন তাঁর সহকর্মী ইন্দিরা কৃষ্ণনকে। তাঁরা দুজন রামায়ণে কাজ করেছেন। ইন্দিরা হয়েছেন কৌশল্যা, রণবীর রাম। রণবীরের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে ইন্দিরা বলেছেন, 'রণবীর যেভাবে সহকর্মীদের সঙ্গে ব্যবহার করে, ওর মতো তারকার কাছ থেকে তা অপ্রত্যাশিত। ওর চরিত্রের যে দিকটা আমার সবথেকে ভালো লেগেছে তা হল রাহার প্রতি দায়বদ্ধতা, রাহার জন্য ও সব করতে পারে। ও আমাকে বলেছে, রাহা আমার ডাল-চাল। যে সরলতা, যে স্নেহ নিয়ে ও মেয়ের সম্পর্কে কথা বলত, তা আমি ভুলতে পারি না। সবথেকে বেশি মনে আছে, একদিন শুটিংয়ে এসে বলল, রাহার সঙ্গে দৌড়োতে গিয়ে মাসল পুল হয়েছে।' তিনি এর সঙ্গে যোগ করেছেন তাঁর সঙ্গে রণবীরের ব্যবহারের কথা। তিনি বলেছেন, 'ও আমার চেয়ার এগিয়ে দিত, আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিত। এরকম আমি কাউকে করতে দেখিনি।'

ছোট্ট তারা

ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী সায়ন্তনী সাহা। পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কন, আবৃত্তি, নাচে সে ভীষণ ভালো। এছাড়া খেলাধুলোতেও পারদর্শী।

একটু জিরিয়ে নেওয়া। আলিপুরদুয়ার জংশনে ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

প্রাইভেট টিউশন ভাগ করছে ছাত্রসমাজকে

স্কুল বা কলেজের স্যারের কাছে প্রাইভেট টিউশন পড়লে বাড়তি সুবিধা মিলবে পরীক্ষার খাতায়। এমন ঘটনা যে শিক্ষাক্ষেত্রে খুব একটা নতুন, তা কিন্তু নয়। তবে সোমবার কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজে যে ঘটনা ঘটেছে, তেমনটা কিন্তু খুব একটা শোনা যায় না। কলেজের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে জোর করে প্রাইভেট টিউশন চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন এক ছাত্রী। কেন সরকারের বারবার হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের প্রাইভেটে পড়ানোর প্রবণতা? নেপথ্যে শুধুই কি টাকা উপার্জনের লোভ? কলম ধরলেন পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির কার্যনির্বাহী সভাপতি **সুব্রত রায়**

খোলা জানালা

ছবি : এআই

একজন প্রাইভেট টিউটরের দৃষ্টিতেই কেবল নয়, একজন সাধারণ শিক্ষাকর্মী হিসেবে বেশ কয়েক বছর ধরে দেখে আসছি স্কুল ও কলেজের এক বড় অংশ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে প্রাইভেট টিউশনের প্রতি বেপরোয়া ঝোঁক। যা সম্পূর্ণ অবৈধ ও আইনের পরিপন্থী। এই প্রবণতা সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এর ফলে সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত অধিকাংশ স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ধনী ও দরিদ্র, দুটি শ্রেণি সৃষ্টি হচ্ছে। যাদের কাছে টাকা আছে, তারা স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের কাছে চড়া ফি দিয়ে প্রাইভেট টিউশন নিতে পারলেই পরীক্ষায় আশানুরূপ নম্বর তুলতে পারবে, নয়তো নয়। এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে। আর তাই ছাত্রছাত্রীরাও খুব সহজেই আকৃষ্ট হচ্ছে। কারণ এইসব শিক্ষকের হাতেই তো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ক্ষমতা রয়েছে।

প্রাইভেট টিউশন পড়লে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে, এই নীতির ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভয়ানক স্বজনপ্রীতির সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন এক শ্রেণির যোগ্য ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রাপ্য নম্বর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অপরদিকে কম মেধার ছাত্রছাত্রীরা স্রেফ কোনও স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে প্রাইভেটে পড়ে বেশি নম্বর পাচ্ছে। আবার এঁদের কাছে কোচিং নেওয়ার ফলে অধিকাংশ স্কুল ও কলেজে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্লাস না করার প্রবণতাও ভয়ংকরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মনে রাখতে হবে, স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশন যেহেতু বৈধ নয়, তাই প্রাইভেট টিউশনের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ পুরোটাই কালো টাকা। এই অবৈধ উপার্জনের জন্য কোনও কর এঁদের দিতে হয় না। এই কালো টাকার অমোঘ টানে এই সমস্ত স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা দেশের আইন, মধ্যশিক্ষা দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের রায়, সার্ভিস রুলস ও ইউজিসির নিষেধাজ্ঞাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁরা যে কেবল অবৈধভাবে প্রাইভেটে পড়াচ্ছেন, তা নয়। আবার সেই পড়ানোর বিজ্ঞাপন করছেন নির্লজ্জভাবে।

আজ যোগ্য শিক্ষিত বেকার, যাঁরা নিজ দক্ষতায় টিউশনের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করে চলেছেন, তাঁরা এই স্কুল ও কলেজের অসৎ টিচারদের অবৈধ প্রাইভেট টিউশনের দৌরাত্ম্যে জীবিকা হারাতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ এঁদের হাতে না আছে সাজেশনের নামে পরীক্ষার আগে প্রশ্ন ফাঁস ও ইচ্ছামতো নম্বর দেওয়ার ক্ষমতা, না আছে ছাত্রছাত্রীদের ব্ল্যাকমেল করে নিজেদের কাছে প্রাইভেট টিউশন নিতে বাধ্য করার কোনও কৌশল।

একটু তলিয়ে দেখলে বুঝবেন, এই সমস্ত স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা অবৈধ প্রাইভেট টিউশনের মাধ্যমে আইনের বহু ধারা একসঙ্গে ভাঙছেন। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে হয় কীভাবে সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অধীনে থাকা কলেজগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এক বড় অংশ অবাধে এই প্রাইভেট টিউশন চালিয়ে যাচ্ছেন। এই ক্ষতিকর অভ্যাস বন্ধ করার দায়িত্ব যাদের ওপর, সেই শিক্ষা দপ্তর ও সরকার কোনও অজ্ঞাত কারণে সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করে হাত গুটিয়ে বসে আছে।

জয়গাঁয় পণ্যবাহী গাড়ির লাইন

যানজটে নাকাল

টু-ওয়ে রাস্তা। তবুও নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেদের মতো করেই যাতায়াত করছেন গাড়িচালকরা। দু'দিক দিয়ে চলছে বড় গাড়ি। সমস্যা বাড়ছে পথচারী থেকে শুরু করে অন্য চালকদের। এমনকি ছোট গাড়ির জন্য ঠিক করা রাস্তাতেও ঢুকে পড়ছে গাড়ি।

বড় গাড়ি চলাচলের রাস্তা দেখিয়ে দেওয়ার পরেও কিছু বড় গাড়ির চালক ভাবেন, ডিভাইডারের মাঝে একটা ফাঁকা স্থান রয়েছে সেদিক দিয়ে শর্টকাট নেবেন। তার পরেই বেড়ে যায় বিপত্তি।

- অভিষেক পান্ডে *ব্যবসায়ী*

গাড়ির চালকদের একটু বুঝদার হতে হবে এই বিষয়ে। পুলিশের তরফেও বলা হয় গাড়িচালকদের। তার পরেও এই পরিস্থিতি। আরও কঠোর হতে হবে প্রশাসনকে

- রাকেশ পান্ডে *ব্যবসায়ী*

জয়গাঁ, ৮ জুলাই : আধ ঘণ্টা ধরে গাড়ির হর্ন বাজাতে থাকলে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে, কিন্তু তবুও সরবে না বড় গাড়ি। জয়গাঁর এমজি রোডের গাড়ি যাওয়ার যেমন নির্দিষ্ট দিক রয়েছে, তেমনই আবার অন্যদিক থেকে আসার জন্য নির্দিষ্ট দিক রয়েছে। তবুও এই টু-ওয়ে'র কোনও তোয়াক্কা করছেন না গাড়িচালকরা। দু'দিক দিয়ে চলছে বড় গাড়ি। সমস্যা বাড়ছে পথচারী থেকে শুরু করে অন্য চালকদের।

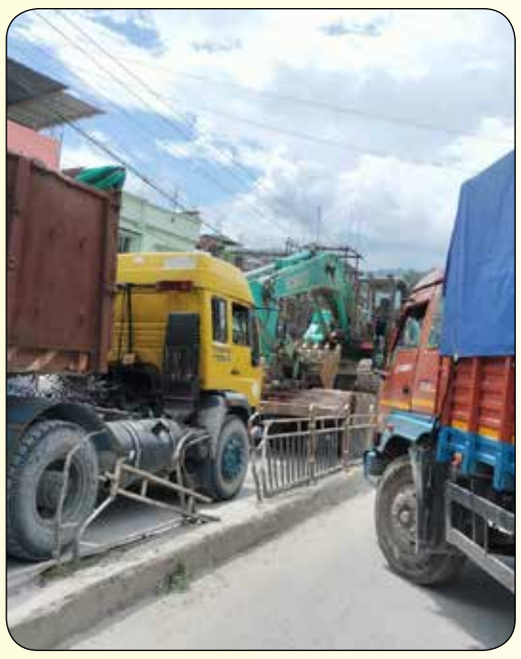

জয়গাঁর এমজি রোড ধরে সোজা চলে যাওয়া যায় বৌবাজারে থাকা ভুটানগেটে। এই গেট দিয়ে মানুষের যাতায়াত না থাকলেও রয়েছে পণ্যবোঝাই গাড়ির যাতায়াত। বৌবাজার টার্নিং ধরে ডানদিক দিয়ে সোজা গেলে পড়বে ভুটানের প্রথম গেট। শহরের এনএস রোড, লিংক রোড যাওয়ার রাস্তা এটি। বৌবাজারস্থিত ভুটানগেটে যাওয়ার জন্য পণ্যবাহী গাড়িগুলির লাইন এমজি রোডের একদিকে পড়ে যায় দেখে ট্রাফিক পুলিশের তরফে আরেকটি রাস্তা ছোট গাড়ি, ই-রিকশা, বাইক চলাচলের জন্য রাখা হয়েছে।

এই রাস্তাতেও ঢুকে যাচ্ছে বড় গাড়ি। যার জন্য বাড়ছে সমস্যা। ভুল রাস্তায় প্রবেশ করেছে জানার পর যখন গাড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করা হয়, তখন এই সমস্যা আরও বড় আকার ধারণ করে। গাড়ির হর্নের আওয়াজ ও অন্য চালকদের চিৎকার-চ্যাঁচামেচির কারণে এমজি রোড যেন মাছবাজার হয়ে যায়। যাতায়াতকারীদের কথায়, কোনও বড় গাড়ি যদি এই পাশের রাস্তায় একবার ঢুকে যায় তাহলে সেটি বের হতে গিয়েই সময় নষ্ট হয় আধ ঘণ্টা। বিরক্ত হয়ে যান সকলে। বর্তমানে এই রাস্তা দিয়ে স্কুলবাস চলা এই কারণে বন্ধ হয়েছে।

এলাকার এক ব্যবসায়ী অভিষেক পান্ডে বলেন, 'নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় গাড়ি চলাচলের রাস্তা দেখিয়ে দেওয়ার পরেও কিছু বড় গাড়ির চালক ভাবেন, ডিভাইডারের মাঝে একটা ফাঁকা স্থান রয়েছে সেদিক দিয়ে শর্টকাট নেবেন। তার পরেই বেড়ে যায় বিপত্তি। ট্রাফিক পুলিশও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না।'

স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় শা বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকলে আমরা ঘুরপথ হয়ে যাতায়াত করি। কিন্তু বৌবাজারের দিকে যাওয়া এমজি রোডের রাস্তা ধরে চলার চেষ্টা করি না।'

একেই তীব্র গরম, তার উপর এই রোজকার চিৎকার-চ্যাঁচামেচি। দুটো নিয়েই বিরক্ত আশপাশের ব্যবসায়ীরা। এলাকার ব্যবসায়ী রাজু কানু বলেন, 'এই রাস্তার সমস্যার সমাধান হয়েছে। কিন্তু ট্রাফিক সমস্যা একই থেকে গেল। একপাশটা বড় গাড়িগুলির জন্য রয়েছে। তারপরও আরেক পাশে বড় গাড়ি ঢুকবে। যানজট তো হয়ই, দুর্ঘটনাও ঘটছে প্রায় সময়।'

এমজি রোডের ট্রাফিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে বলে জানান কালচিনি ব্লক চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক তথা জয়গাঁর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রাকেশ পান্ডে। তিনি বলেন, 'গাড়ির চালকদের একটু বুঝদার হতে হবে এই বিষয়ে। পুলিশের তরফেও বলা হয় গাড়িচালকদের। তার পরেও এই পরিস্থিতি। আরও কঠোর হতে হবে প্রশাসনকে।' জয়গাঁ ট্রাফিক পুলিশের ওসি মনোজকুমার ওঝা বলেন, 'আমরা এর আগে লাগাতার ওই রাস্তায় অভিযান চালিয়েছি। এবার পদক্ষেপ করা শুরু করব।'

পুলিশ বলছে

আমরা এর আগে লাগাতার ওই রাস্তায় অভিযান চালিয়েছি। এবার পদক্ষেপ করা শুরু করব।

- মনোজকুমার ওঝা *ওসি ট্রাফিক পুলিশ, জয়গাঁ*

বদলে গেল পরিচালন সমিতি

কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৮ জুলাই : শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের পরিচালন সমিতি বদলে গেল। মঙ্গলবার উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। তাতে ওই কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে নাম প্রকাশিত হয় ধীরেশচন্দ্র রায়ের। আর সমিতির সরকার মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে নাম প্রকাশিত হয়েছে রাজীব তিরকি ও বিরসা ওরাওঁয়ের। কলেজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করেছে, এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই বিজ্ঞপ্তি হাতে পায়নি তারা। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই বিজ্ঞপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে।

মাসখানেক আগেই কামাখ্যাগুড়ির কলেজের অধ্যক্ষ ও পরিচালন সমিতির মধ্যে বিবাদের জেরে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে পরিচালন সমিতির সরকার মনোনীত প্রতিনিধি বিপ্লব নার্জিনারির সঙ্গে অধ্যক্ষ শ্যামলচন্দ্র রায়ের বিরোধ চরমে উঠেছিল। সেজন্য অধ্যক্ষের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে আর পুনর্বহাল করা হয়নি প্রাথমিকভাবে। যদিও পরে তৃণমূলের জেলা স্তরের নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে শ্যামলকে পুনর্বহাল করা হয়। বিপ্লবকেই এবার সমিতি থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।

সূত্রের খবর, রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে পরিচালন সমিতির মেয়াদ ৬ মাস করে বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু কামাখ্যাগুড়ির সেই কলেজে তা করা হয়নি। শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের

পরিচালন সমিতির নতুন যে সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তিনি আবার কুমারগ্রাম ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতিও বটে।

যেহেতু কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা কোনও বিজ্ঞপ্তি পায়নি, তাই কেউ মুখ খুলতে চাইছেন না। এক অধ্যাপকের বক্তব্য, 'যতক্ষণ পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে সেই বিজ্ঞপ্তি না পৌঁছাচ্ছে, আমরা সভাপতি বদলের বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত হতে পারছি না। তাই এই বিষয়ে এই মুহূর্তে মন্তব্য করা উচিত হবে না।' তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এই বিষয়টি উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বিষয়। এব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।' শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের সদ্য প্রাক্তন সভাপতি শুক্লা ঘোষকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। আর শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের আগের পরিচালন সমিতির সরকার মনোনীত প্রতিনিধি বিপ্লব নার্জিনারির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কৌশলে জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন। অধ্যক্ষ শ্যামল অবশ্য নতুন সভাপতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। নতুন সভাপতি ধীরেশকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

এদিন অল বেঙ্গল প্রিন্সিপাল কাউন্সিলের রাজ্য সহ সভাপতি কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজ দেবনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, পরিচালন সমিতির সভাপতি ও সরকার মনোনীত প্রতিনিধি বদলের বিষয়টি শুনেছেন। তবে তাঁর দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে সাম্প্রতিক অতীতের অধ্যক্ষকে অপসারণের কোনও সম্পর্ক নেই।

বাড়িতে বাড়িতে অশান্তি

ছবি : এআই

নেশার টাকা জোগাড়ে গয়না বিক্রি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুলাই : পুলিশের মাদকবিরোধী প্রচার, সচেতনতা কর্মসূচির পরও মাদকের বাড়বাড়ন্ত যেন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। বাড়ির কেউ না কেউ নেশায় বুঁদ হয়ে থাকছে। সেই নেশাদ্রব্য কেনার টাকা জোগাড় করতে বিক্রি করে দিচ্ছে গয়নাগাটি। এমনই অভিযোগ তুলে আলিপুরদুয়ার মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হন আলিপুরদুয়ার শহরের ইটখোলা, বড়বাজার ও বিধানপল্লি সংলগ্ন এলাকার মহিলারা। এও অভিযোগ উঠছে, আলিপুরদুয়ার শহরের জনপ্রতিনিধিদের পরিবারের সদস্যদের অনেকেই

মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছেন। প্রতিবাদ করে এমনকি পুলিশকে জানিয়েও তেমন লাভ হয়নি।

ইটখোলা এলাকার এক গৃহবধূর কথায়, 'কয়েক বছর আগে পর্যন্তও এত বাড়বাড়ন্ত ছিল না। এখন বাড়ি বাড়ি মাদকের কারবার চলছে। স্বামীর উপার্জনের সব টাকা মাদক কিনতে খরচ হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যার কথা পুলিশকে জানিয়েও লাভ হয়নি। সোনার গয়নাও ইতিমধ্যেই বিক্রি করা হয়েছে।'

ইটখোলার আরেক তরুণ দিনমজুরের কাজ করে সংসারের হাল ধরেছিল। তবে মাদকের নেশায় বুঁদ হয়ে কাজকর্ম একেবারে বন্ধ করে ঘুরে বেরায়। ওই তরুণের মায়ের বক্তব্য, 'ঘরে টাকাপয়সা রাখতে পারি না। ছেলে নেশা করে বাড়িতে অশান্তি করে। নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, কালজানি বাঁধের রাস্তা, বড়বাজার সহ পুরসভার ৭, ১০ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের রেললাইন সংলগ্ন বস্তি এলাকায় খোলা বাজারেই মাদক বিক্রি হয়। এমনকি একাধিক বাড়িতেও সেই মাদক পাওয়া যায়। তবে সম্প্রতি মুদি ও সবজি দোকানের আড়ালেও সেই মাদক বিক্রির অভিযোগ উঠছে। তিনশো থেকে পাঁচশো টাকাতে মিলছে মাদক। কয়েক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে মাদকের কারবার ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাতেই পুলিশের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় বলেন, 'বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় মহিলাদের অভিযোগ পেয়েছি। পুলিশকে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হবে। এমনকি প্রশাসনের তরফেও নজর রাখা হবে সমস্ত বিষয়ে।'

স্থানীয় জনপ্রতিনিধির পরিবারের সদস্যরা সরাসরি মাদক বিক্রির সঙ্গে যুক্ত হতেই এলাকার পরিবেশ বদলে গিয়েছে বলে অভিযোগ। প্রায় শতাধিক তরুণ, মাদকের নেশায় বুঁদ হতেই দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে স্থানীয়দের। সবচেয়ে সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে মহিলাদের। একদিকে যেমন সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে তাঁদের, আরেকদিকে সোনার গয়না বিক্রি করে দিচ্ছে বাড়ির পুরুষরা।

আরেক গৃহবধূর কথায়, 'এলাকায় অটোচালক, ভাঙ্গাড়ির ব্যবসা ও সাফাইকর্মী বেশি। তাদের উপার্জনের বেশিরভাগ টাকা মাদক কিনতেই শেষ হয়ে যায়। এমনকি কোলের শিশুটার জন্যও দুধ কেনার টাকা থাকে না।'

নাটক, সেমিনারে পথ নিরাপত্তার বার্তা পুলিশের

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৮ জুলাই : গত এক সপ্তাহ ধরে চলা পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ কর্মসূচি শেষ হল মঙ্গলবার। সেই উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা ও কামাখ্যাগুড়ি শহরে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

'একটি সচেতন পদক্ষেপ বাঁচাতে পারে একাধিক প্রাণ'-এই বার্তাকে সামনে রেখে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের শেষ দিনে আলিপুরদুয়ারে শোভাযাত্রা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। শহরের প্রাণকেন্দ্র চৌপথি থেকে শুরু হয় পুলিশের র‍্যালি। অংশ নেন সিভিক ভলান্টিয়ার, উইনার্স বাহিনী, ট্রাফিক পুলিশ, জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, এমনকি শহরের টোটো, অটো ও বাস ইউনিয়নের প্রতিনিধিরাও। র‍্যালিটি চৌপথি থেকে শহর পরিক্রমা করে শেষ হয় আলিপুরদুয়ার পুরসভার প্রেক্ষাগৃহে। সেখানে আয়োজিত হয় একটি অনুষ্ঠান, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া। জেলা পুলিশের শীর্ষকর্তারা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শহরের বিশিষ্টজনেরা। নাচ, নাটক ও নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয় হেলমেট না পরা, ড্রিংক অ্যান্ড ড্রাইভ এবং সিগন্যাল অমান্য করার বিপদ। এই নৃত্যনাট্যে অংশ নেয় পড়ুয়ারা। সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ চোখে পড়ে। নিউটাউন গার্লস হাইস্কুল, ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, হিন্দি হাইস্কুল এবং নেতাজি বিদ্যাপীঠ-এই চারটি স্কুল থেকে শতাধিক ছাত্রছাত্রী যোগ দেয় পথ নিরাপত্তা নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে। সেমিনারের মূল বক্তা ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী। তিনি বলেন, 'তরুণ প্রজন্মকে এখনই সচেতন হতে হবে, কারণ তারা ভবিষ্যৎ চালক।'

আলিপুরদুয়ার শহরে ট্রাফিক সচেতনতায় র‍্যালি। মঙ্গলবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

এই উপলক্ষ্যে তপসিখাতায় আলিপুরদুয়ার পুলিশলাইনে চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স আই হসপিটাল-এর সহায়তায় ও ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে প্রায় ৮০ জন স্থানীয় বাসিন্দার চোখ পরীক্ষা করা হয়। আলিপুরদুয়ারের ট্রাফিক ওসি মনজয় দত্ত বলেন, 'চোখের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও অনেক গাড়িচালক তা উপেক্ষা করেন, যা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।'

মঙ্গলবার ফালাকাটা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ হাইস্কুলে ট্রাফিক আইন নিয়ে সচেতনতা শিবির করা হয়। ফালাকাটার ট্রাফিক ওসি সাদিকুর রহমান বলেন, 'এসপি ও আইসি-র নির্দেশে আমরা এক সপ্তাহ ধরে ট্রাফিক নিয়ে সচেতনতা প্রচার চালাই। এদিন ছিল শেষ দিন। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ট্রাফিকের আইনকানুন, সিগন্যাল নিয়ে সচেতনতা করা হয়। পরে একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজনও করা হয়েছিল।'

কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির তরফে বাসস্ট্যান্ডে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কুমারগ্রাম থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায়, কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল, বারোবিশা ফাঁড়ির ওসি সুব্রত দাস, কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক দুলালচন্দ্র দাস প্রমুখ। এদিন কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে স্কুল থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত একটি র‍্যালি করা হয়। বাইকচালকদের হেলমেট দেওয়া হয়।

গ্র্যানাইট বিস্ফোরণে বিপদ

নামছে ধস, রাস্তা চালু হলেও শঙ্কা বজায়

টক অফ দ্য টাইম

রণজিৎ ঘোষ

ধস সরিয়ে সচল করা হচ্ছে রাস্তা। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। ছবি : সূত্রধর

উন্নয়ন-কাঁটা

- ১০টি এলাকা ধসপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করে পাহাড়ের গা ঘেঁষে গার্ডওয়াল নির্মাণ শুরু হয়েছিল
- তারপরেও ধসে ক্ষতি এড়ানো যাচ্ছে না
- স্থানীয়দের দাবি, অতীতে মাটি ও বালির সঙ্গে গাছপালা ও ছোট পাথর নামত ধসে
- এভাবে জাতীয় সড়কের ওপর একাধিক জায়গায় বোল্ডার পড়েনি
- সড়ক কতদিন টিকবে, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে

সেবক, ৮ জুলাই : ধস সরিয়ে রাস্তা খুলে দেওয়া হল ঠিকই, তবে কতক্ষণ পরিস্থিতি ঠিক থাকবে- তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ, সেবক থেকে তিস্তাবাজার পর্যন্ত একাধিক জায়গায় মাটি, বালির পাশাপাশি বোল্ডার আলগা হয়ে রয়েছে। যে কোনও সময় সেসব ধসে পড়তে পারে রাস্তার ওপর। সেক্ষেত্রে ফের সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নয়া রেলপ্রকল্পের জন্য টানেল তৈরি করতে গিয়ে গ্র্যানাইট বিস্ফোরণ করা হয়েছিল। এর জেরে পাহাড়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। অধিকাংশ পাথর আলগা হয়ে গিয়েছে। হালকা বৃষ্টি হলেই সেগুলো নেমে আসছে নীচে। ট্রেন চলাচল শুরু হলে পাহাড় আরও কাঁপবে। তখন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তর বক্তব্য, 'রেলের টানেল তৈরির জন্য পাহাড় ভাঙতে গিয়ে গ্র্যানাইট বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। ওই কম্পনে আলগা হয়েছে বোল্ডার। এখন একটু বৃষ্টি হলে সেগুলো নীচের দিকে নেমে আসছে, যা জাতীয় সড়ক দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে মারাত্মক ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। আগামীতে আরও বিপর্যয় অপেক্ষা করছে।'

সেবক-রংপো প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বপ্রাপ্ত 'ইরকন'-এর তরফে এক আধিকারিক অবশ্য দাবি করলেন, 'অত্যাধুনিক প্রযুক্তির স্লিপার তৈরি করা হচ্ছে। এতে রাবারের প্রলেপ থাকবে। তাই ট্রেন যাতায়াতে পাহাড়ে অতিরিক্ত কম্পনের কোনও সম্ভাবনা নেই।' প্রতিবছর বর্ষায় তো বটে, অন্য সময়ও ধস নেমে কালিম্পং আর সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে। অভিযোগ, সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে এই পথে ধসের প্রবণতা আরও বেড়েছে। কয়েক বছর আগে পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগ অন্তত ১০টি এলাকা ধসপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে পাহাড়ের গা ঘেঁষে গার্ডওয়াল নির্মাণ শুরু করেছিল। তারপরেও জাতীয় সড়কের ক্ষতি এড়ানো যাচ্ছে না। ইদানীং আবার বোল্ডার পড়তে শুরু করেছে। স্থানীয়দের দাবি, মাটি ও বালির সঙ্গে গাছপালা এবং ছোট পাথর নামত, কিন্তু অতীতে কখনও এই সড়কে বোল্ডার পড়েনি। একাধিক জায়গায় এমন ঘটনা ঘটছে।

সোমবার সকালে সেবক এবং কালিঝোরার মাঝে ভাসোয়ায় একের পর এক বোল্ডার পাহাড় থেকে গড়িয়ে রাস্তায় পড়েছে। একটি যাত্রীবাহী গাড়ি বোল্ডারের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরও কিছু বোল্ডার এমনভাবে রয়েছে, যে কোনও সময় পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়তে পারে। এরপরই জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়। সড়কের দায়িত্বপ্রাপ্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার জন্য রাস্তা বন্ধ রেখেছিল। সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। কিছু যাত্রীবাহী বাস ঘুরপথে সেবকের করোনেশন সেতু দিয়ে ডুয়ার্স হয়ে কালিম্পং ও সিকিম রুটে চলেছে।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই আর্থমুভার এনে ড্রিল করে বোল্ডারগুলো ভেঙে সরানো শুরু হয়। তিনটি আর্থমুভার প্রায় ন'ঘণ্টার চেষ্টায় কাজটি সম্পন্ন করে। তারপর সন্ধ্যায় রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে, এখানে কর্মরত এনএইচআইডিসিএল-এর কর্মীরাই একে অপরকে বলছিলেন, যেভাবে পাহাড় থেকে অনবরত বোল্ডার নামছে, তাতে এই সড়ক যে কোনও সময় ফের বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

আশঙ্কার সুর শোনা গেল সেবক বাজারের বাসিন্দা সুমেধা তামাং, পেশায় ব্যবসায়ী হরি ছেত্রীর গলাতেও। তাঁদের কথায়, 'রেলের কাজ করতে গিয়ে যখন গ্র্যানাইট বিস্ফোরণ করা হয়েছিল, তখন আমাদের বাড়িও কেঁপেছিল। স্বাভাবিকভাবে টানেলের আশপাশের পাহাড় কেঁপেছে। এতেই পাথর আলগা হয়ে যায়। এই সড়ক আর কতদিন টিকবে, তা বলা মুশকিল।'

রোদের তেজে পুড়ছে শ্রীনগর। গাছের তলায় ছায়ার খোঁজ। মঙ্গলবার।

জওয়ানের দেহ

কুমারগ্রাম, ৮ জুলাই : জম্মুতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত বিএসএফ জওয়ান মৃদুল দাসের কফিনবন্দি দেহ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গ্রামে এস পৌঁছাল। জাতীয় পতাকায় ঢাকা কফিনবন্দি দেহ গাড়ি থেকে নামাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজন। মৃদুলকে শেষ দেখা দেখতে দুপুর থেকেই কুমারগ্রাম ব্লকের পুখুরিগ্রামে প্রায় ৩ হাজার বাসিন্দা অপেক্ষা করছিলেন। গ্রামবাসীদের পাশাপাশি জওয়ানের মরদেহে ফুলমালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক এবং দলের নেতা-কর্মীরা। প্রয়াত জওয়ানের আত্মীয় অনিমেষ দাস বলেন, 'দুঃসংবাদ শোনার পর থেকে বাড়িতে হাঁড়ি চড়েনি। মৃদুলের মা নির্মলা দাস বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন।'

ইন্টারসিটি ট্রেন চায় ফালাকাটা

ফালাকাটা, ৮ জুলাই : একদিকে শিলিগুড়ি, অপরদিকে কোচবিহার। এই দুই শহরের মাঝখানে ফালাকাটা। তবে শিলিগুড়ি-কোচবিহারের মধ্যে এখন লোকাল ট্রেন তেমন চলে না বললেই হয়। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে শিলিগুড়ি-কোচবিহার ভায়া ফালাকাটার ওপর দিয়ে ইন্টারসিটি ট্রেন চালুর দাবি উঠল। মঙ্গলবার এই দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী, রেলমন্ত্রীকে চিঠি দিল নর্থবেঙ্গল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। ই-মেল করা হয় মন্ত্রীকে।

সংগঠনের সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস বলেন, 'কোচবিহার, ফালাকাটা থেকে প্রচুর মানুষ শিলিগুড়িতে যান। কেউ চিকিৎসা করাতে, তো কেউ ব্যবসায়িক কাজে। কিন্তু বাস ছাড়া রেলের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব একটা ভালো নয়। তাই কোচবিহার-শিলিগুড়ি ভায়া ফালাকাটার মধ্য দিয়ে দুটি ইন্টারসিটি ট্রেন চালানোর দাবি রেখেছি আমরা। এই দাবিতে দ্রুত আমরা গণস্বাক্ষর অভিযানও করব।'

বাইক চোর ধৃত

কামাখ্যাগুড়ি, ৮ জুলাই : সোমবার রাতে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডলের নেতৃত্বে বাংলা চৌপথি এলাকায় এক বাইক চোরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত ওই তরুণের নাম বিশ্বজিৎ রায় (২৮)। সে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকার খোয়ারডাঙ্গার বাসিন্দা। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশের নাকা চেকিংয়ের সময় ওই তরুণ বাইক নিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশের নাকা চেকিং-এর সময় বিশ্বজিৎ পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ পিছুধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলে।

তরুণকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে সে বাইক চুরির কথা স্বীকার করে নেয়। ওই বাইকের কোনও নম্বর প্লেট ছিল না। এমনকি ইঞ্জিনের চেসিস নম্বরও নষ্ট করা হয়েছে। ওই তরুণ জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার সঙ্গে থাকা অসমের আরও দুই ব্যক্তির নাম পুলিশের কাছে জানায়। পুলিশের অনুমান, ওই তরুণ সহ আরও কয়েকজন রয়েছে এর পেছনে। ইতিমধ্যেই পুলিশ অসমের ওই দুই ব্যক্তির খোঁজ চালাচ্ছে।

কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল বলেন, 'ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে আরও একাধিক ব্যক্তির কথা জানায় সে। তাদের খোঁজ চলছে। অভিযুক্তকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে পাঠালে বিচারক চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

শমীক-দিলীপ

প্রথম পাতার পর

তিনি বুধবার দিল্লি যাচ্ছেন। সেখানে দু'-তিনদিন থাকবেন। নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলবেন।

শমীকের মুখেও একসঙ্গে কাজ করার বার্তা। তিনি বলেন, 'আমাদের কোনও ভেদাভেদ নেই। কোনও বেঙ্গল লাইন, দিল্লি লাইন নেই। আমরা কোনও নেতার অনুগামী নেই, আমরা সবাই প্রতীকের অনুগামী। আমাদের প্রতীক পদ্মফুল। ক্ষণিকের ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে, তার মানে দূরত্ব নয়। নতুন-পুরোনো বলে কিছু নেই। যাঁর হাতে বিজেপির পতাকা সেই বিজেপি। যে বিজেপিতে সক্রিয়, সেই বিজেপি নেতা। যিনি আর একটু সক্রিয়, তিনি আর একটু বড় নেতা। কিন্তু দিনের শেষে আমরা সবাই বিজেপি।'

এমনকি '১৫ দিনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ নতুন বিজেপিকে দেখা যাবে' বলেও মন্তব্য করেন বিজেপির নবনিযুক্ত রাজ্য সভাপতি। শমীক-দিলীপের এই নতুন রসায়ন তৈরির সময় শুভেন্দু ব্যস্ত থাকলেন সল্টলেকেই আরেক প্রান্তে সাংবাদিক বৈঠকে। সোমবার রাতে শমীককে ফোন করেছিলেন দিলীপ। সঙ্গে সঙ্গেই মঙ্গলবার দপ্তরে তাঁকে আসতে বলেছিলেন শমীক। নির্ধারিত সময়ে দিলীপ পৌঁছোলেন যখন, তখন সেখানে তাঁর অনুগামীদের ভিড়। স্লোগান আর ভিড় ঠেলে দিলীপ পৌঁছে যান রাজ্য সভাপতির ঘরে। শমীককে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানান। পদ্মস্মারক ও জগন্নাথের মূর্তি উপহার দেন। এরকম দিনে কিন্তু শমীক ও দলের রাজ্য শাখার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও নেতাকে দেখা যায়নি। দপ্তরে থাকলেও দিলীপকে এড়িয়ে গিয়েছেন জগন্নাথ। দিলীপ অবশ্য বললেন, 'দূরত্ব তৈরি হওয়ার প্রশ্ন নেই। যেখানেই থাকি, বিজেপিরই কাজ করছি। তবে আজকের পরে দলের কর্মীদের কাছে আশঙ্কার মেঘ কেটে যাবে।'

মমতার

প্রথম পাতার পর

সীমানার বাইরে বাংলার এক বাসিন্দাকে এনআরসি নোটিশ পাঠানোকে মুখ্যমন্ত্রী যে অস্ত্র করতে চাইছেন, তা স্পষ্ট।

মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এটা প্রমাণ করে যে, অসমে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার এই রাজ্যে এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যে ক্ষমতা বা অধিকার তাদের নেই।' দিনহাটার যাঁকে নোটিশ পাঠিয়েছে অসম সরকার, তিনি রাজবংশী জনগোষ্ঠীভুক্ত। মমতার কথায় সেই ইঙ্গিতও আছে। তিনি বলেন, 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ভয় দেখানো, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া এবং নিশানা করার পরিকল্পিত নোংরা চক্রান্ত চলছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিটি বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। বাংলা লড়াইয়ে পিছিয়ে থাকবে না।' মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে না বললেও তৃণমূল প্রচার শুরু করে দিয়েছে যে, অসম সরকারের উদ্দেশ্য বাংলার রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে নিশানা করা। রাজবংশী ভোট ধরে রাখতে বিজেপি অসম সরকারকে দিয়ে এই নোটিশ পাঠিয়ে গোটা উত্তরবঙ্গে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। রাজবংশী সমর্থন সরে গেলে উত্তরবঙ্গে এত আসন ধরে রাখা বিজেপির পক্ষে কঠিন হবে। সেজন্যই এই নোটিশ বলে তৃণমূল প্রচার শুরু করেছে।

প্রয়াত পরিমল

মালদা, ৮ জুলাই : মাসখানেক আগে শুরু হয়েছিল নতুন নাটকের মহড়া। গত ৬ জুন শেষবার মহড়া দিয়েছিলেন মালদার বিশিষ্ট নাট্যকার পরিমল ত্রিবেদী।

বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে নতুন নাটক লিখেছিলেন তিনি। এই নতুন নাটকের নাম দিয়েছিলেন 'অচিনপুরের মানুষেরা'। এই নতুন নাটক নিয়ে চলছিল তাঁর কাজ ও মহড়া। তার মাঝেই নাটকের লেখক চলে গেলেন অচিনপুরে। তাঁর হঠাৎ মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মালদার নাট্যসমাজ।

মাটির দাম

প্রথম পাতার পর

'চা গাছ জৈব পদ্ধতিতে বৃদ্ধি করাতে অনেকেই চাইছেন মূল্যবান হলেও এই মাটি কিনতে। কিন্তু চেয়েও মাটি পাওয়া যাচ্ছে না।'

ফাইটোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে এখন বছরে মাত্র ১০ কেজির মতো এই মাটি তৈরি হয়। পরিকাঠামো থাকলেও বিশেষজ্ঞ ও কর্মীর অভাবে উৎপাদন বাড়াতে পারছে না সরকারি এই প্রতিষ্ঠান। ওয়েস্টবেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্ড ফাইটোকেমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সঞ্জিত গুহ বলেন, 'মাটি যখন আনা হয় তখন একে সুগার কেন প্রেস মাড বলা হয়। যে মাটিতে আখের ছিবড়ের পচন ধরে সেই মাটি দিয়েই এই অনুখাদ্য ট্রায়কনটানল তৈরি করা হয়। যার বাজারে ১ কেজির দাম প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। এই মাটির ৯৯ শতাংশ জৈব অনুখাদ্য। আমরা রাজ্যকে জানিয়েছি, এর উৎপাদন বাড়াতে আরও কর্মীর প্রয়োজন।'

বর্তমানে ফাইটোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ নেই। কয়েক মাসের মধ্যেই সুভাষ ভৌমিক অবসর নেবেন। তারপর ট্রায়াকনটানল তৈরির মতো বিশেষজ্ঞ নিয়োগ না করা হলে এই মাটি তৈরির কাজ অনেকটাই ধাক্কা খাবে। আপাতত গবেষণাগারের একজনকে মাটি তৈরির পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে। সরকারি ফাইটোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে এভাবে জোড়াতালি দিয়ে চলছে গবেষণাগারের কাজকর্ম। বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না সরকারি গাফিলতিতে।

ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়াই ভবিতব্য

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৮ জুলাই : পেট বড় বালাই। তাই যেখানে 'অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি' বলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেল খাটতে হয়েছে, সেখানেই আবার ফিরতে চান সাবেক ছিটের সাত বাসিন্দা।

দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জোগাড় করতে কেউ বছর তিনেক, কেউ আবার বছর পাঁচেক আগে দিল্লি পাড়ি জমিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশি সন্দেহে গত ২৫ জুলাই সাবেক ছিটের সাত বাসিন্দাকে আটক করে রাখে দিল্লির শালিমারবাগ থানার পুলিশ। ছয়দিনের দিন নানারকম কাগজ দেখানোর পর ও জেলা পুলিশের তৎপরতায় ছাড়া পান ওই সাতজন। গত সোমবার তাঁরা দিনহাটার সাবেক ছিটের বলরামপুর রোডের আবাসনে ফিরে এসেছেন।

চোখেমুখে এখনও উদ্বেগের ছাপ থাকলেও প্রত্যেকেই যে ফের কাজে ফিরতে চান, তা স্পষ্ট। তাঁদের কথায়, পেট চালাতে গেলে কাজ করতেই হবে। তাই না ফিরে উপায় কী? তবে তাঁরা প্রত্যেকে চাইছেন, প্রশাসন এমন কোনও কাগজ দিক যাতে তাঁদের ফের সমস্যায় পড়তে না হয়।

এদিন দিনহাটার বলরামপুর রোড সাবেক ছিটের আবাসনে যেতেই দেখা মিলল সামসুল হকের। তিনি ছয়দিন দিল্লি পুলিশের হাতে আটক ছিলেন। সেদিনের কথা বলতে গিয়ে সামসুলের গলা কেঁপে ওঠে। তাঁর কথায়, 'কেন আমাদের ধরা হল, বুঝতে পারিনি। তবে তারা যে কাগজটা দেখতে চেয়েছিল, আমরা তা বুঝতে পারিনি। পরবর্তীতে সেই কাগজ দেখালে তারা ছেড়ে দেয়।' তাহলে ফের দিল্লিতে কাজে যাবেন? প্রশ্ন করতেই সামসুলের গলায় দ্বিধার সুর। বলেন, 'এখানে কাজ কোথায়? তাই কাজে তো ফিরতেই হবে।'

গোটা পরিবার নিয়ে দিল্লির ইটভাটায় কাজ করতে গিয়েছিলেন সাবেক ছিটের মহম্মদ রবিউল। তাঁর কথায়, দিল্লি পুলিশ কেন আটক করল, তা স্পষ্ট নয়। তারা হঠাৎই এসে আমাদের কয়েকজনকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এরপর ছয়দিনের দিন সব কাগজপত্র দেখে ছেড়ে দেয়। তবে আর সকলের মতো রবিউলও দিল্লিতে ফের কাজে যেতে চান। তাঁর কথায়, 'ছিটমহল বিনিময়ের পর আমাদের জমির কোনও সুরাহাই সরকার করেনি। তাই কাজে না ফিরে উপায় নেই।'

দাঁড়াবে না

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুলাই : প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ১৫ জুলাই পর্যন্ত সেবক স্টেশনে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন দাঁড়াবে না। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কয়েকদিন শিলিগুড়ি-বামনহাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, নিউ জলপাইগুড়ি- আলিপুরদুয়ার জংশন ট্যুরিস্ট এক্সপ্রেস, শিলিগুড়ি জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, শিলিগুড়ি জংশন-বামনহাট ডিইএমইউ, শিলিগুড়ি জংশন-নিউ বঙ্গাইগাঁও ডিইএমইউ ট্রেন দাঁড়াবে না। তবে শিলিগুড়ি জংশন-বামনহাট ইন্টারসিটি ও নিউ জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার জংশন ট্যুরিস্ট এক্সপ্রেস ১৫ জুলাই পর্যন্ত সেবকের বদলে গুলমা ও বাগ্রাকোট স্টেশনে স্টপ দেবে বলে রেল সূত্রে খবর।

উচ্ছেদ নিয়ে

বারবিশা, ৮ জুলাই : জাতীয় সড়কের পাশে সারিবদ্ধ দোকান উচ্ছেদের নোটিশ নিয়ে মঙ্গলবার বৈঠক করল বারবিশা সেলস ট্যাক্স ব্যবসায়ী সমিতি। দুই শতাধিক ব্যবসায়ী বৈঠকে অংশ নেন। সমিতির সম্পাদক মনোজিৎ দত্ত বলেন, 'আমরা সরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। ডিভাইডারের মাঝে থাকা দোকানগুলো আমরা ২-৩ দিনের মধ্যে সরিয়ে দেব। তবে আমরা ট্রাক পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করে দেব। যাতে জাতীয় সড়ক খালি হয়। বদলে আমাদের জাতীয় সড়ক থেকে কিছুটা দূরে ব্যবসা করার সুযোগ দিতে হবে।'

অনুপ্রবেশের নোটিশে

প্রথম পাতার পর

উত্তমের বাড়ি দিনহাটা বিধানসভা এলাকাতে। স্থানীয় বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর কথা, 'সব জেনেও কেন পুলিশ এতদিন রাজ্যকে জানাল না সেটা পুলিশই ভালো বলতে পারবে। আমরা যখন থেকে জেনেছি তখন থেকেই প্রতিবাদে নেমেছি।'

উদয়ন বলছেন ঠিকই, তবে তৃণমূল পরিচালিত চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাধারানি বর্মন স্বীকার করে নিয়েছেন, তিনি শুরু থেকেই বিষয়টি জানতেন। তাঁর কথায়, 'উত্তম বাসিন্দা শংসাপত্র চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, ওই শংসাপত্র হলেই তাঁর সমস্যা মিটে যাবে। আমি সেটা দিয়েওছিলাম। তারপর আর যোগাযোগ না করায় পরবর্তীতে বিষয়টি সম্পর্কে জানা যায়নি।' উদয়নের যুক্তি, 'পঞ্চায়েত প্রধান গ্রামীণ এলাকার সাদাসিধে মানুষ। তাই হয়তো ওই নোটিশের গুরুত্ব বোঝেননি।'

জেলার পুলিশ বা প্রশাসনের কর্তারা অবশ্য নোটিশের বিষয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, এসডিপিও ধীমান মিত্র কেউই ফোন ধরেননি।

মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী সরব হতেই মুখ খুলেছেন বিরোধীরা। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য খারিজ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কথা, 'অনুপ্রবেশকারীদের ঘাঁটি হয়ে গিয়েছে গোটা বাংলা। দিনহাটার ঘটনাটি একটি আইনি প্রক্রিয়া। সেটাকে পরিকল্পনা করে রাজনৈতিক হাতিয়ার করতে চাইছে তৃণমূল। তাই ওরা সময় ও সুযোগ খুঁজছিল। সেইমতো মানুষকে ভয় দেখাতে রাজনৈতিক তাস খেলতে চাইছে। তবে ওরা মনুষকে বোকা বানাতে পারবে না।' ছ'মাস চুপচাপ থাকলেও মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের পরই মঙ্গলবার উত্তমকে নিজের দপ্তরে ডেকে পাঠান দিনহাটা -২'এর বিডিও নীতীশ তামাং। উত্তমকে তাঁর শংসাপত্র বিষয়ক কাগজপত্র দ্রুত তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। কেন আগে বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করা হল না? বিডিও অবশ্য সেই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি।

সাপের ছোবল

সোনাপুর, ৮ জুলাই : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতা জঙ্গলে গাছ লাগানোর কাজ চলছে বন দপ্তরের তরফে। সেই গাছ লাগাতে গিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে সাপের ছোবলে অসুস্থ হলেন এক শ্রমিক। তৎক্ষণাৎ ওই শ্রমিককে উদ্ধার করে পাঁচকোলগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ওই শ্রমিকের নাম কার্তিক রাভা। তাঁর বাড়ি চিলাপাতার কুমাই বনবস্তিতে। বর্তমানে তিনি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মিছিল

কামাখ্যাগুড়ি, ৮ জুলাই : ৯ জুলাই ধর্মঘটের সমর্থনে সিপিএমের পারোকাটা এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে চিকলিগুড়িতে মিছিল ও হাটসভা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বলাই সরকার সহ অন্যরা।

'ভয়ে' ফাঁকা

প্রথম পাতার পর

নাম না প্রকাশ করার শর্তে জানিয়েছেন সুপারের অফিসের একাধিক কর্মী।

কনীনিকা সরকার নামে হাসপাতালের এক কর্মীর কথায়, 'ওদের আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন সময় আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়। এদিনও ঝামেলা হবে বুঝে আমাদের নিরাপত্তার কারণে কাজ বন্ধ করে গেটে তালা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। পরে আবার কাজ শুরু হয়।'

অন্যদিকে, এই আন্দোলনের জেরে হাসপাতালের সুপারের অফিসের পরিষেবা ব্যাহত হয়। রোগীদের সমস্যা হয়েছে। এদিন হাসপাতালের সুপারের কাছে অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন রহিমাবাদের বাসিন্দা ফিরদৌস মিয়াঁ। তবে সুপার না থাকায় তাঁকে ফিরে যেতে হয়। ওই ব্যক্তির কথায়, 'আমার মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিলাম। তবে ভালোভাবে চিকিৎসা করা হয়নি। অভিযোগ জানাতে এসে দেখি সুপারের অফিসে কেউ নেই।'

ডুবল কিশোর

প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই কিশোরের কোনও খোঁজ মেলেনি। বুধবার ফের তল্লাশি চালানো হবে।'

আসাদের বাড়ি অসমে হলেও সে কুমারগ্রাম ব্লকের মারাখাতা গ্রামে দিদার কাছে থেকে পড়াশোনা করত। গত রবিবার পাঁচ বন্ধুর সঙ্গে ভুটানঘাট-কালাপাহাড় ঘুরতে গিয়েছিল। তাদের বাড়ি থেকে সেই জায়গার দূরত্ব প্রায় ২০ কিলোমিটার। পাহাড় থেকে নেমে আসা রায়ডাক নদীতে স্নান করতে নামে ছয় বন্ধু। হঠাৎ নদীতে তলিয়ে যায় আসাদ। সেই কিশোর বাড়ি না ফেরায় প্রথমে বাড়ির লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। পরে সোমবার রাতে শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা করে।

মারাকাটা থেকে মোটর সাইকেল চালিয়ে তারা ভুটানঘাটে এসেছিল ঘুরতে। পুলিশকর্তারাও বলছেন, ওই কিশোররা কেন আসাদের তলিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি নিজের বাড়ির লোকদেরও জানায়নি, সেটা সত্যিই উদ্বেগের। তাঁরা ওই কিশোরদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন। পুলিশ মনে করছে, ভয়েই তারা ঘটনাটি চেপে গিয়েছিল।

নিখোঁজ কিশোরের বাবা সমৃত নার্জিনারি বলেন, 'আমাদের বাড়ি কোকরাঝাড়। ছেলেকে পড়াশোনা করার জন্য মারাখাতা এলাকায় তার দিদার কাছে রেখেছিলাম। বাড়িতে কাউকে না বলেই ভুটানঘাট ঘুরতে গিয়েছিল। সেখানেই রায়ডাক নদীতে স্নান করতে গিয়ে সে তলিয়ে গিয়েছে। খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। কী হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

অল্পবয়সিদের এমন আচরণ নিয়ে উদ্বিগ্ন বুদ্ধিজীবীরাও। শামুকতলা সিধো কানহু কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আশুতোষ বিশ্বাস বলেন, 'কিশোরদের মধ্যে এই প্রবণতা সত্যি উদ্বেগের। বাড়িতে না বলে তারা ওতদূর চলে গিয়েছিল। সবচেয়ে চিন্তার কথা হল, নিখোঁজ কিশোরের ওই বন্ধুরা ঘটনাটি তার পরিবারকে জানাল না কেন।'

নিখোঁজ আসাদ মারাখাতা জেঠমল হাইস্কুলের পড়ুয়া। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুজেলচন্দ্র বর্মন বলেন, 'ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক। ঘটনাটা মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। বড়দের না জানিয়ে ওতদূর চলে যাওয়া, বিপজ্জনক নদীতে স্নান করা নিয়ে আমরা স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করার কাজ চালাব।'

রুপোলি পর্দায় পালকি অ্যাম্বুল্যান্স

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুলাই : আলিপুরদুয়ারের বক্সা পাহাড়ে চালু হওয়া পালকি অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে এবার তৈরি হল পূর্ণদৈর্ঘ্যের বাংলা সিনেমা। দুর্গম এলাকা থেকে রোগীদের দ্রুত নীচে নামানোর ক্ষেত্রে পালকি অ্যাম্বুল্যান্সের যে ভূমিকা তাই সিনেমার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সিনেমার নাম 'পালকি'। সিনেমার কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা করেছেন সোনাচাঁদ সামন্ত। প্রযোজনা করেছেন সন্দীপ চক্রবর্তী। এই সিনেমার শুটিং ইতিমধ্যেই শেষ। আপাতত প্রোডাকশনের কাজ চলছে। কয়েক মাসের মধ্যেই সেই কাজও শেষ হবে। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছরের শুরুতেই পালকি কলকাতা ও বিভিন্ন জেলার সিনেমা হলে রিলিজ করবে বলে জানিয়েছেন সোনাচাঁদ।

বক্সা পাহাড়ে চিকিৎসা পরিষেবা সেভাবে নেই বললেই চলে। গর্ভবতী এবং অসুস্থদের সমতলে নামিয়ে নিয়ে আসা ছাড়া উপায় নেই। পাহাড়ি পথ দিয়ে সেই কাজটাও কষ্টের, কারণ সব জায়গায় গাড়িও চলে না। কয়েক বছর আগে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সেখানে চালু করা হয়েছিল পালকি অ্যাম্বুল্যান্স। সেই পর

ক্রিকেট-তালিম নিয়েই ভারতে যাবেন জকোভিচ!

উইম্বলডন জিতুক বন্ধু নোভাক, চান কোহলি

লন্ডন, ৮ জুলাই : হট ফেভারিট কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া নয়।

উইম্বলডন ট্রফি এবার নোভাক জকোভিচের হাতে দেখতে চান বিরাট কোহলি। শুধু মুখে নয়, বন্ধু টেনিস তারকার সমর্থনে প্রায় এক দশক পর গতকাল সেন্টার কোর্টেও হাজির হয়েছিলেন বিরুষ্কা।

জকোভিচকে সমর্থন জানিয়ে যে ছবিও পোস্ট করেছেন বিরাট। পালটা প্রতিক্রিয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জকোভিচের। ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের মালিক নোভাক

> আমাদের মধ্যে গত কয়েক বছর ধরে অল্পবিস্তর বার্তা দেওয়া নেওয়া চলছে। সামনাসামনি আলাপের সুযোগ হয়নি। তবে বিরাটের মুখে নিজের প্রশংসা শোনাটা আমার কাছে প্রাপ্তি, সম্মানেরও। কেরিয়ারে ও যা অর্জন করেছে তা নিয়ে আমিও সমান শ্রদ্ধাশীল।
>
> **নোভাক জকোভিচ**

জানান, দুইজনে ভালো বন্ধু। নিয়মিত বার্তা আদানপ্রদানও হয়।

অস্ট্রেলিয়ার আলেক্স ডি মিনাউরের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকে ম্যাচ জিতে (১-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে) শেষ আটে পা রাখেন জকোভিচ। প্রাক্তন এক নম্বরের যে লড়াইয়ের সাক্ষী বিরাট-অনুষ্কা। পরে বলেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে নোভাকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ। নিয়মিত বার্তালাপ হয়। চাইব ফাইনাল কার্লোস-নোভাকের মধ্যে হোক এবং নোভাকই জিতুক।

টিভি সঞ্চালক সিড কোহলির সঙ্গে উইম্বলডনে বিরাট কোহলি।

কেরিয়ারের যে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, জয়টা ওর জন্য স্পেশাল হবে।'

অতীতে বিভিন্ন সময়ে শচীন তেন্ডুলকার সহ ভারতীয় ক্রিকেটারদের গ্র্যান্ড স্ল্যাম টেনিস টুর্নামেন্টে দেখা গিয়েছে। বিশেষত, উইম্বলডনের সেন্টার কোর্টে। উইম্বলডনের ভক্ত বিরাটও। জানিয়েও দিয়েছেন, একমাত্র ভারত-পাকিস্তান বিশ্বকাপ ম্যাচের চাপ উইম্বলডনের সঙ্গে একসারিতে বসতে পারে।

জকোভিচের জয় উপভোগ করার পর ভারতের প্রাক্তন টেনিস তারকা বর্তমানে টেনিস ভাষ্যকার বিজয় অমৃতরাজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেন। বিরাটের কথায়, 'উইম্বলডন মানে চাপ। প্রচুর মানুষ স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকে। বিশেষত সেন্টার কোর্টে খেলা হলে একদম ঘাড়ের ওপর সমর্থকরা থাকে। ক্রিকেটে ব্যাটিংয়ের সময় দর্শকরা থাকে অনেক দূরে। গ্যালারিতে থেকে কী বলছে কানে আসে না। উইম্বলডনে কিন্তু তা নয়। ফলে দর্শকদের চাপ সবসময় থাকে। আর চাপটা দারুণভাবে সামলায় টেনিস খেলোয়াড়রা। এর জন্য ওদের সম্মান করি।'

বিরাটের মতে, ফিটনেস, মানসিক শক্তির পাশাপাশি মনঃসংযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টেনিসে। অসম্ভব চাপ থাকে উইম্বলডনে। কাছাকাছি থাকবে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ম্যাচ। বিশেষত, ভারত-পাকিস্তান বিশ্বকাপ দ্বৈরথ বা সেমিফাইনাল, ফাইনালের মতো নকআউট পর্বের চ্যালেঞ্জ। যেখানে ভিতর থেকে চাপ অনুভূত হয়।'

বিরাটের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জকোভিচও বলেছেন, 'আমাদের মধ্যে গত কয়েক বছর ধরে অল্পবিস্তর বার্তা দেওয়া নেওয়া চলছে। সামনাসামনি আলাপের সুযোগ হয়নি। তবে বিরাটের মুখে নিজের প্রশংসা শোনাটা আমার কাছে প্রাপ্তি, সম্মানেরও। কেরিয়ারে ও যা অর্জন করেছে তা নিয়ে আমিও সমান শ্রদ্ধাশীল।'

ক্রিকেট নিয়ে প্রশ্নের জবাবে জকো মজার সুরে জানান, চেষ্টা করেছিলেন ক্রিকেট খেলার। কিন্তু চেষ্টা সফল হয়নি। অস্ট্রেলিয়া, ভারতে ক্রিকেটের গুরুত্ব অসম্ভব। কখনও যদি ভারতে যাওয়ার সুযোগ ঘটে, তার আগে ক্রিকেট স্কিল ঘষেমেজে উন্নত করার চেষ্টা করবেন, যাতে ক্রিকেটপাগল ভারতে গিয়ে কোনও অস্বস্তির মুখে পড়তে না হয় তাঁকে!

আজ এমবাপে বনাম পিএসজি

নিউ জার্সি, ৮ জুলাই : বুধবার ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি রিয়াল মাদ্রিদ-প্যারিস সাঁ জাঁ। পুরোনো ক্লাবের বিরুদ্ধে শুরু থেকে কি খেলবেন কিলিয়ান এমবাপে? উত্তরটা সম্ভাবত না। তবুও আকর্ষণের কেন্দ্রে তিনিই। টানা সাতটা বছর পিএসজি-তে কাটিয়েছেন। সেই এমবাপেই এখন রিয়াল মাদ্রিদের তুরুপের তাস। অসুস্থ থাকায় ক্লাব বিশ্বকাপের শুরুর দিকটায় তাঁকে পাননি রিয়াল কোচ জাভি অলন্সো। কোয়ার্টার ফাইনালে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে পরিবর্ত হিসাবে নেমেছিলেন। রিয়ালের জয়সূচক গোলটিও আসে তাঁর পা থেকেই। হাইভোল্টেজ সেমির লড়াইয়ের আগে অলন্সো বলেছেন, 'একশো শতাংশ সুস্থ না হলেও এমবাপে মাঠে নামবে। আমি ওঁকে নিয়ে আশাবাদী।' এদিকে, ফরাসি তারকার অনুপস্থিতিতে ভরসা জুগিয়েছেন গঞ্জালো গার্সিয়া। পিএসজি ম্যাচেও সম্ভবত তিনিই শুরু করবেন। উলটোদিকে হার না মানা মানসিকতাই লুইস এনরিকের দলের শক্তি। এনরিকে স্পষ্ট বলেছেন, 'প্রতিপক্ষ কে তা নিয়ে ভাবছি না। ফাইনালে খেলাই আপাতত আমাদের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য।'

পুরোনো ক্লাবের চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি হচ্ছেন কিলিয়ান এমবাপে।

অন্যদিকে, পিএসজি-র সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তাদের বিরুদ্ধে হয়রানির মামলা দায়ের করেছিলেন এমবাপে। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই নাকি তা প্রত্যাহার করেছেন ফরাসি তারকা। তবে বকেয়া বেতনের দাবিতে এখনও তিনি অনড়।

ক্লাব বিশ্বকাপে আজ

প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম রিয়াল মাদ্রিদ

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল

সময় : রাত ১২টা ৩০ মিনিট
স্থান : নিউ জার্সি
স্থান : ডিএজেডএন অ্যাপে

টি২০ দলে ফের উপেক্ষিত বাবররা

লাহোর, ৮ জুলাই : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজে ডাক পেলেন না পাকিস্তানের তিন তারকা বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান ও শাহিন শা আফ্রিদি।

চলতি মাসের শেষেই বাংলাদেশের মাটিতে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। তার জন্য মঙ্গলবারই ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এবারেও দলে জায়গা হয়নি বাবর, শাহিনদের। বাংলাদেশ সফরে পাকিস্তান দলকে নেতৃত্ব দেবেন সলমন আলি আঘা।

সীমিত ওভারের ফরম্যাটে পাকিস্তান দলের কোচ মাইক হেসন আগেই দলের তিন সিনিয়ার বাবর, রিজওয়ান ও শাহিনকে জানিয়ে দিয়েছেন, আসন্ন টি২০ সিরিজে তাদেরকে দলে রাখা হচ্ছে না। বাবর ও রিজওয়ান শেষবার টি২০ খেলেছিলেন গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। গত মার্চে নিউজিল্যান্ড সফরে শেষবার শাহিনকে টি২০ দলে দেখা গিয়েছিল। এরপর মে মাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে তিন তারকাকে দলে দেখা যায়নি। এদিকে, বাবররা ছাড়াও দলে চোটের কারণে দলে ডাক পাননি হ্যারিস রউফ ও শাদাব খান। তবে মহম্মদ নওয়াজ, সুফিয়ান মোকিম ও তরুণ পেসার সলমন মির্জা দলে এসেছেন। পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর শুরু হচ্ছে ২০ জুলাই থেকে।

পাকিস্তানের স্কোয়াড ঃ সলমন আলি আঘা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, আহমেদ দানিয়াল, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, হাসান নওয়াজ, হুসেন তালাত, খুশদিল শা, মহম্মদ আব্বাস আফ্রিদি, মহম্মদ হ্যারিস, মহম্মদ নওয়াজ, শাহিবজাদা ফারহান, সাইম আয়ুব, সলমন মির্জা ও সুফিয়ান মোকিম।

লর্ডসে সবুজ পিচ হলে এগিয়ে ভারত : সৌরভ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুলাই : গতরাতে দুবাইয়ে। আজ সকালে বেহালার বীরেন রায় রোডের বাড়িতে। আর সব শেষে সন্ধ্যায় বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরে।

৫৩ বছরে পা দিয়ে মোট তিন দফায় কেক কাটলেন। শেষ কয়েক ঘণ্টায় এত কেক খেতে হয়েছে যে, এখন আর কেউ শুভেচ্ছা জানিয়ে কেক খাওয়াতে গেলে কার্যত পালিয়ে যাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বলছেন, 'আর কেক খাব না। প্লিজ এবার ছেড়ে দিন আমায়।'

কিন্তু মহারাজকে ছাড়তে কে আর চায়। তিনি বাংলার আইকন। বাঙালির নিঃশ্বাস। এহেন সৌরভ আজ সন্ধ্যায় সিএবি-তে কেক কেটে জন্মদিন পালনের পর কিছুটা আবেগে ভাসলেন। আবেগ, কারণ, অনেকদিন পর এমন একটা জন্মদিন তিনি নিজের শহরে কাটালেন, যখন কন্যা সানা সঙ্গে নেই। বলছিলেন, 'সানা এখন ইংল্যান্ডে থাকে। সেখানে ওর কাজ রয়েছে। সবসময় চাইলেই তো আর সবকিছু হয় না।'

লন্ডন থেকে দুবাই হয়ে আজ সকালেই কলকাতায় ফিরেছেন। বাড়িতে সাময়িক বিশ্রামের পর থেকেই মহারাজ তাঁর জন্মদিন পালনে ব্যস্ত। আজ মঙ্গলবার। মা মঙ্গলচণ্ডীর দিন। বেহালায় সৌরভের বাড়িতে বহু বছর ধরে মঙ্গলবার নিরামিষ খাওয়া হয়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সৌরভের কথায়, 'মঙ্গলবার তো নিরামিষ হয় বাড়িতে। আজও তাই হয়। জন্মদিনের জন্য স্পেশাল কিছু পদ হয়নি বাড়িতে।'

এজবাস্টনে স্বপ্নের কামব্যাক করেছে টিম ইন্ডিয়া। ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের ফল এখন ১-১। বৃহস্পতিবার থেকে লর্ডসে শুরু হতে চলেছে সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট। যেখানে প্রাণবন্ত পিচ চাইছেন বেন স্টোকস, ব্রেন্ডন ম্যাককুলামরা। ভারতীয় দলের অনুশীলনের সময় আজ লর্ডসের সবুজ পিচের ছবিও ভাইরাল হয়েছে। শেষ পর্যন্ত লর্ডসে সবুজ পিচ হলে কী হবে? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র মহারাজকীয় পূর্বাভাস, 'লর্ডসে প্রাণবন্ত পিচ হলে অ্যাডভান্টেজ ভারত। মনে রাখবেন, জসপ্রীত বুমরাহ ফিরছে লর্ডসে। তাছাড়া আকাশ দীপ, মহম্মদ সিরাজরা তো রয়েইছে ভারতীয় দলে।' লর্ডসে টিম ইন্ডিয়ার অ্যাডভান্টেজ হলেও এখন বাকি থাকা তিন টেস্টেই জিতে ভারত ২০০৭ সালের পর ফের বিলেতের মাটিতে সিরিজ জিতবে, এখনই এমন মন্তব্য করছেন না প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। জন্মদিনের সন্ধ্যায় আবেগে ভেসে সৌরভ বলছিলেন, 'তিনটি টেস্ট এখন ও বাকি। অনেক লম্বা খেলা বাকি রয়েছে। তাই ভারত সমতা ফেরালেও সিরিজ জিতে যাবে, এখনই একথা বলা কঠিন। তবে মনে রাখবেন, হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে জিততে না পারলেও টিম ইন্ডিয়া ভালো খেলেছিল। এজবাস্টনে দুর্দান্ত জয় এসেছে। তাই ইংল্যান্ডের জন্য বাকি সিরিজ একেবারেই সহজ হবে না।'

৫৩ বছরের জন্মদিনে দাদা স্নেহাশিসের থেকে কেক খাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতায় মঙ্গলবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

তিন দফায় জন্মদিন পালন

ইডেন গার্ডেন্সে খেলে, বাংলার মাটি থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোতে যোগ দিয়েছিলেন সৌরভ। বাকিটা এখন ইতিহাস। বাংলার রনজি ট্রফি দলের পেসার আকাশও এজবাস্টন টেস্টে দশ উইকেট নিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন। আকাশের পারফরমেন্সে দারুণ খুশি সৌরভ বলছিলেন, 'আকাশের বোলিং দেখে আমি মুগ্ধ। এই ইডেন থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে ঢুকেছে ও। যেভাবে এজবাস্টনে আকাশ বোলিং করল, সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারলে অনেকদূর যাবে ও।'

অধিনায়ক শুভমান গিলও বিলেতে ইংল্যান্ডের জন্য ত্রাস হয়ে উঠেছেন। দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশে দুর্দান্ত ব্যাটিংও করছেন। সৌরভের কথায়, 'ভারতীয় দল ইংল্যান্ড যাওয়ার আগেই শুভমানকে নিয়ে আমি বলেছিলাম, ওর মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। বাস্তবে সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে। এক টেস্টে প্রথমে ২৬৯ ও পরে ১৬১ রান করে সহজ কাজ নয়। যদিও অধিনায়ক হওয়ার পর এখন শুভমানের কেরিয়ারে হনিমুন চলছে। তবে আমার বিশ্বাস, সময়ের সঙ্গে আরও পরিণত হবে ও।' হেডিংলে ও এজবাস্টনে ফ্ল্যাট পিচে খেলা হয়েছে। বিলেতে এমন বাইশ গজ বিরল ঘটনা। সৌরভ নিজেও জানেন সেটা। আপনি কি এমন পিচ দেখে অবাক? একটু সময় নিয়ে সৌরভ বলে দিলেন, 'বিলেতে এবার খুব গরম পড়েছে। সেই কারণে হয়তো উইকেট এমন ফ্ল্যাট হয়েছে। তবে বাকি টেস্টেও এমন হবে, মনে হয় না। লর্ডসে পুরো সবুজ উইকেট হলে ভারত চার পেসারও খেলাতে পারে। আর যদি পিচে বাদামি আভা থাকে, তাহলে কুলদীপ যাদব খেলুক।'

ব্র্যান্ড ভ্যালুতে শীর্ষে আরসিবি

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : ব্র্যান্ড ভ্যালুতে চেন্নাই সুপার কিংসকে পিছনে ফেলে দিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ১৭ বছরের খরা কাটিয়ে এবারই প্রথম মেগা লিগের খেতাব জেতেন বিরাট কোহলিরা। প্রথম সাফল্যের হাত ধরে চেন্নাইকে টেক্কা। নতুন তথ্য অনুযায়ী আরসিবি-র ব্র্যান্ড ভ্যালু পৌঁছে গিয়েছে ২৬৯ মিলিয়ন ডলারে। চেন্নাইয়ের যেখানে ১৮৫ মিলিয়ন ডলার।

মহেন্দ্র সিং ধোনির সুপার কিংসকে পিছনে ফেলে দিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও। আরসিবি-র ঠিক পিছনে থাকা পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বইয়ের ব্র্যান্ড ভ্যালুয়েশন ২৪২ মিলিয়ন ডলার। শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্সের সেখানে ২২৭ মিলিয়ন ডলার। পঞ্চম স্থানে থাকা সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ১৫৪ মিলিয়ন ডলার।

২০২৫ সালে সর্বাধিক বৃদ্ধির হার শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন পাঞ্জাব কিংসের। ৩৯.৬ শতাংশ উন্নতি ঘটিয়ে বর্তমান ব্র্যান্ড ভ্যালু ১৪১ মিলিয়ন ডলার। উন্নতি ঘটেছে আইপিএলের সার্বিক আর্থিক মূল্যায়নেও। গতবারের তুলনায় ১৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ভ্যালুয়েশনের অঙ্কটা ৩.৯ বিলিয়ন ডলার। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক হাউলিহান লকি-র রিপোর্টেই এমনই চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে।

জাতীয় লিগ নিয়ে আক্ষেপ সংগীতার

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুলাই : শুধুই কি আক্ষেপ? না বোধহয়।

'ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ' ভারতের মহিলা ফুটবলে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। বলা যায় মেয়েদের এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন তারই ফসল। এই সাফল্যের অন্যতম কারিগর সংগীতা বাসফোর। তবে দলের মধ্যে তিনিই সম্ভবত একমাত্র খেলোয়াড় যিনি নিয়মিত আইডব্লিউএলে খেলেননি।

মা ফুলঝুরি বাসফোর একার রোজগারেই মেয়েদের বড় করেছেন। চার বোনের মধ্যে সবার ছোট সংগীতা বুঝতে পেরেছিলেন একটা স্থায়ী চাকরি দরকার। সংসারের হাল ধরতে খুব অল্প বয়সেই 'এসএসবি'-র চাকরিতে যোগ দেন। না, সেই নিয়ে তাঁর কোনও অভিযোগ নেই। শুধু একটা আর্তি রয়েছে, ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগে খেলার জন্য অফিসের অনুমতি।

গত মরশুমে ইস্টবেঙ্গলে সই করেছিলেন সংগীতা বাসফোর। তবে অফিসের অনুমতি না মেলায় আর মাঠে নামা হয়নি। দিল্লি থেকে ফোনে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে সংগীতা বলছিলেন, 'ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ দেশের মহিলা ফুটবলকে আমূল বদলে দিয়েছে। শুধু যে এক্সপোজার দিয়েছে তা নয়। এর ফলে সারা বছর মহিলা ফুটবলাররাও খেলার মধ্যেই থাকছে। আগে প্রস্তুতির জন্য মেয়েদের আলাদা করে ভাবতে হত। সেখানে এখন ক্লাবের হয়ে খেলার সুবাদে জাতীয় শিবিরের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।' অফিসের হয়ে একবারই জাতীয় লিগে খেলার সুযোগ হয়েছিল সংগীতার। আক্ষেপের সুরেই বলেছেন, 'অফিস থেকে একমাত্র জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হয়। তাই ইচ্ছে থাকলেও আইডব্লিউএল খেলা হয় না।'

ফুরফুরে মেজাজে সংগীতা বাসফোর।

লিগ না খেলায় জাতীয় দলে জায়গা ধরে রাখাটাও তাঁর জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়তি পরিশ্রম করতে হয়। সংগীতা বলেছেন, 'বাকিদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যা তো হয়ই। অন্যরা যেখানে ফিট হয়েই জাতীয় শিবিরে যোগ দেয়, আমাকে তার জন্য আলাদা করে প্রস্তুতি নিতে হয়।' জানালেন এবারেও ওমেন্স লিগে খেলার জন্য নতুন করে আবেদন করবেন। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, 'কেরিয়ারে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জনই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত। তবে আমাদের লক্ষ্য বিশ্বকাপ।'

কোচ গম্ভীরের সমর্থনে যোগরাজ

চণ্ডীগড়, ৮ জুলাই : একটা জয়। আর তাতেই পরিস্থিতি পুরোদস্তুর বদলে গিয়েছে। ভারতীয় দলের হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের নড়বড়ে চেয়ার ফের শক্ত। তাঁকে ঘিরে ওঠা প্রশ্নগুলি আপাতত কিছুদিনের জন্য ঠান্ডা ঘরে।

বার্মিংহাম টেস্টের আগে যদিও পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের পর অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে টেস্টে মুখ থুবড়ে পড়ার চাপ ভালোমতো টের পাচ্ছিলেন গম্ভীর। হেডিংলেতে জেতা ম্যাচ হাতছাড়ার পর প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েন। যোগরাজ সিংয়ের দাবি, বার্মিংহামে ঐতিহাসিক জয়ের পর এবার গম্ভীরকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা বন্ধ হোক।

দ্বিতীয় টেস্টে গম্ভীরের ভারত যে ক্রিকেট উপহার দিয়েছে, তারপর আঙুল তোলা উচিত নয়। যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ বলেছেন, 'গম্ভীরকে নিয়ে আর কথা বলা উচিত নয়। ও দুর্দান্ত কাজ করছে।' চলতি ইংল্যান্ড সফরে তরুণ, অনভিজ্ঞ ভারতীয় দল আশঙ্কার মেঘ সরিয়ে প্রত্যাশার পারদ চড়িয়ে দিয়েছে।

প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার যোগরাজ বলেছেন, 'ভারতীয় খেলোয়াড়রা ক্রমশ উন্নতি করছে। সাফল্যের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। আমাদের উচিত সর্বদা ওদের পাশে থাকা। অযথা গম্ভীরের দিকে আঙুল তোলা ঠিক নয়। ও ভালো কাজ করছে। গম্ভীর, যুবরাজ সিং, রাহুল দ্রাবিড়রা তাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ফিরিয়ে দিচ্ছে ক্রিকেটকে। আমাদের উচিত, ওদের যে পদক্ষেপকে সম্মান জানানো।'

যোগরাজের বিশ্বাস, শুভমান গিলের নেতৃত্বে ভারত সিরিজ জিতেই ফিরবে। তবে তাঁর পূর্বাভাস যদি উলটেও যায়, তাহলেও গম্ভীরদের যেন কাঠগড়ায় না তোলা হয়, সেই আবেদন করলেন। যুবরাজের বাবার কথায়, হারজিত ভুলে দলের পাশে থাকা উচিত সবার। সমালোচনার তীক্ষ্ণবাণে মনোবল যেন ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা না হয়।

মূলপর্বের আগে শিবির চান ক্রিসপিন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুলাই : না, দেশকে তৃতীয়বারের জন্য এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে পৌঁছে দেওয়ার নেপথ্যের কারিগর বদলে যাননি একেবারেই।

নিজের দুই ছেলে এখনও খুদেই। বহুদিন বাদে বাবাকে কাছে পেয়ে তাই শুধুই খেলার আবদার। তাদের সামলানোর মধ্যেই ফোনটা ধরে এপ্রান্তে চেনা গলা পেতেই সেই ইউনাইটেড স্পোর্টসের চেনা ক্রিসপিন ছেত্রী। কে বলবে সদ্যই দেশের জন্য একটা বড় কাজ করে এসেছেন! ২০০৩ সালের পর এই প্রথমবার সরাসরি এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারতের মহিলা ফুটবল দল। ২০২২ সালে অবশ্য আয়োজক দেশ হিসাবেও একবার খেলার সুযোগ পায়। সোমবার থাইল্যান্ড থেকে লম্বা সফর করে কার্সিয়াংয়ের সেন্ট মেরিজ হিল গ্রামের বাড়িতে ফিরেই অবশ্য পুরোপুরি 'পারিবারিক' ক্রিসপিন। বহুদিন পর বাবাকে পেয়ে দুই ছেলে জিভাংশ ও আয়াংশ তাঁকে আর কারও সঙ্গে কথা বলতে দিতে নারাজ। হাসতে হাসতে বলছিলেন ক্রিসপিন, 'একটু বুঝিয়ে এলাম। ওদের মায়ের সঙ্গেও কথা বলতে দিতে চাইছে না।' স্ত্রী নিজে ডাক্তার হয়েও শুধুমাত্র তাঁর জন্যই যে সবকিছু ছেড়ে ঘরসংসার করছেন সেই কথা বলতে গিয়ে খানিক উদাস লাগে তাঁকে। ফুটবলে এখন বাংলার প্রতিনিধিত্ব কম বলে এক বিতর্ক শুরু হয়েছে। ক্রিসপিনের মন্তব্য, 'আমি, সংগীতা বাসফোর, রিম্পা হালদার, অঞ্জু তামাং, মৌসুমি মুর্মুরা কি বাংলার নয়? আগে সুযোগ তো দিক। আমরা ওডিশাতে সব ওডিয়া মেয়েদের নিয়ে শুরু করার পর চার বছর লেগেছিল সাফল্য আসতে। এই ধৈর্যটা দরকার। শুধুই জিততে হবে, এটা ভুল ভাবনা। আমাদের বাংলার দলগুলি এখন এই ভুল ভাবনাতেই চলছে। এতে ছেলে-মেয়ে উঠে আসবে না।' আলাদা করে রিম্পার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁর কোচ।

> এবার আন্তর্জাতিক আঙিনায় পৌঁছে গেলাম। জিততে গেলে পরিকল্পনামাফিক এগোতে হবে। এ তো ম্যাজিক নয় যে মাঠে নামলাম আর জিতে গেলাম।
>
> **ক্রিসপিন ছেত্রী**

আপাতত দিন কয়েকের বিশ্রাম। তারপরেই পরবর্তী পরিকল্পনা

ট্রফি নয়, বাংলার ক্লাবগুলিকে ফুটবলার তোলার পরামর্শ

শুরু করে দিতে চান। বলছিলেন, 'এবার আন্তর্জাতিক আঙিনায় পৌঁছে গেলাম। জিততে গেলে পরিকল্পনামাফিক এগোতে হবে। এ তো ম্যাজিক নয় যে মাঠে নামলাম আর জিতে গেলাম।' মোটামুটিভাবে তিনি নিজে যে পরিকল্পনা করেছেন তাতে ২৩ জনের এই কোর গ্রুপটাই ধরে রাখতে চান। কারণটা ব্যাখ্যা করলেন, 'আসলে এরা অনেকদিন ধরে একসঙ্গে আছে। সবাই সবার খেলার ধরন জানে। একটা পরিবারের মতো হয়ে গিয়েছি আমরা। তবে হ্যাঁ, হয়তো ৩-৪ জন জুনিয়ার ফুটবলার নেব। আইডব্লিউএল দেখব। তাছাড়া অনূর্ধ্ব-২৩ দলটাও তো যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলছে, ওদের থেকেও দেখব।' তবে এরপর যে প্রস্তাবটা তিনি দিতে চলেছেন এআইএফএফ-কে, গোল বাধার সম্ভাবনা সেটা নিয়েই। আগামী এক মাসের মধ্যেই ড্র হয়ে যাবে। ২০২৬ মে মাসে হতে চলেছে এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্ব। তিনি চান তার আগে প্রয়োজনে আইডব্লিউএল বন্ধ রেখে অন্তত ৪৫ দিনের একটা শিবির করতে। সেই প্রস্তাবই রাখবেন টেকনিকাল কমিটির সামনে। কারণ এশিয়ান কাপেই শেষ নয়, এর পরের লক্ষ্য বিশ্বকাপের মূলপর্ব।

ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জুলাই : প্রবল বৃষ্টিতে স্থগিত কলকাতা ফুটবল লিগ প্রিমিয়ারের জোড়া ম্যাচ। মঙ্গলবার ব্যারাকপুরের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল ইস্টবেঙ্গলের। আরেক দিকে নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে কালীঘাট এমএস-মামনি গ্রুপ পাঠচক্রের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। তবে ভোররাত থেকে লাগাতার বৃষ্টিতে মাঠের অবস্থা বেহাল। যে কারণে দুইটি ম্যাচই স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় আইএফএ। একইসঙ্গে এদিন লিগের পরবর্তী দুই রাউন্ডের ভেনু ঘোষণা করল রাজ্য ফুটবল সংস্থা। ইস্টবেঙ্গল পরের দুই ম্যাচ খেলবে কল্যাণী ও ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট খেলবে যথাক্রমে নৈহাটি ও কল্যাণীতে।

এদিকে, মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন আগের দিন মোহনবাগান ম্যাচে গুরুতর চোট পাওয়া তারক হেমব্রম। জানা গিয়েছে, তাঁর লিগামেন্ট স্ট্রেচ হয়েছে। আপাতত তারককে মাস দেড়েক রিহ্যাবের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

ছাড়া পেলেন তারক

তৃতীয় টেস্টের আগে পরিচর্যা চলছে লর্ডসের সবুজ বাইশ গজের।

সিরিজ জয় মুল্ডারদের

হারারে, ৮ জুলাই : জিম্বাবোয়েকে তৃতীয় দিনে ২২০ রানে অল আউট করে ইনিংস ও ২৩৬ রানে দ্বিতীয় টেস্ট জিতে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই সঙ্গে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ পকেটে পুরল তারা। প্রথম ইনিংসে প্রোটিয়াদের ৬২৬/৫ স্কোরের জবাবে দুই ইনিংসে ১৭০ ও ২২০ রানে অল আউট হল জিম্বাবোয়ে। দুই ইনিংস মিলিয়ে গোটা জিম্বাবোয়ে দল উইয়ান মুল্ডারের চেয়ে মাত্র ২৩ রান বেশি করল। দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট পেয়েছেন করবিন বশ।

সবুজ পিচ দেখে আগুন বুমরাহ

প্রস্তুতির ফাঁকে করুণ নায়ারের সঙ্গে রসিকতায় জসপ্রীত বুমরাহ।

লন্ডন, ৮ জুলাই : হেডিংলে টেস্টের শেষ দিনে তাঁকে শেষবার বল হাতে দেখা গিয়েছিল। মাঝে অনেকটা সময় পার। আজ ফের বল হাতে ভারতীয় অনুশীলনে হাজির জসপ্রীত বুমরাহ। আর ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে আগুনে ছন্দে তিনি।

ভালো খেলেও প্রথম টেস্টে হারের পর এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্টে প্রত্যাবর্তন করেছে টিম ইন্ডিয়া। সিরিজের ফল আপাতত ১-১। এমন অবস্থায় বৃহস্পতিবার থেকে 'দ্য হোম অফ ক্রিকেটে' শুরু হতে চলেছে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। সেই টেস্টের আগে আলোচনায় লর্ডসের বাইশ গজ। যেখানে ভালোরকম ঘাস রয়েছে পিচে। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস ও কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামও আজ ঘোষণা করেছেন, তাঁরা লর্ডসে প্রাণবন্ত পিচ চাইছেন।

বৃহস্পতিবার খেলা শুরু হলে লর্ডসের পিচে কতটা ঘাস থাকবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু আজ লর্ডসে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের সময় দুইটি বিশেষ ঘটনা সামনে এসেছে। এক, কোচ গৌতম গম্ভীর খুঁটিয়ে পিচ পর্যবেক্ষণ করেছেন। অনেকটা সময় নিয়ে তাঁকে লর্ডসের পিচ দেখতে দেখা গিয়েছে। দুই, লর্ডসের বাইশ গজ দেখার পর বল হাতে ভারতীয় দলের নেটে আগুন ঝরিয়েছেন বুমরাহ। তিন নম্বর টেস্টে বুমরাহ প্রথম একাদশে ফিরছেন, এই কথা সবারই জানা। মাঠে ফেরার জন্য বুমরাহ যে কতটা মুখিয়ে, আজ অনুশীলনে তার প্রমাণ মিলেছে। অধিনায়ক শুভমান গিল, লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থরা আজ ভারতীয় দলের অনুশীলনে ছিলেন না। কিন্তু যাঁরা হাজির ছিলেন, সেই ধ্রুব জুরেল, নীতীশ কুমার রেড্ডি, করুণ নায়ারদের ভারতীয় নেটে রীতিমতো নাকানিচোবানি খাইয়েছেন বুমরাহ। লন্ডনে থাকা ভারতীয় দলের অন্দরমহলে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এজবাস্টনে বিশ্রামের পর মাঠে নামার জন্য তর সইছে না বুমরাহর। যার প্রমাণ আজ ভারতীয় দলের নেটে তাঁর বোলিং। লর্ডসে তিনি বোলিং ওপেন করতে চান, একথাও আগেই বলেছেন তিনি। বুমরাহর সঙ্গী হিসেবে আকাশ দীপ নাকি মহম্মদ সিরাজ-কাকে দেখা যায়, সেটা নিয়েও চলছে জল্পনা।

এদিকে, আজ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। তিনি জানিয়েছেন, লর্ডসের পিচে যথেষ্ট ঘাস রয়েছে। এমন পিচে বোলারদের জন্য ভালোরকম সহায়তা থাকবে বলেই তাঁর মনে হচ্ছে। আর বাস্তবে সেটা থাকলে স্টোকস-বেন ডাকেট-হ্যারি ব্রুকরা নিশ্চিতভাবেই বুমরাহর সামনে সমস্যায় পড়তে চলেছেন।

বাউন্সি পিচে প্রত্যাঘাতের ছক স্টোকসদের

লন্ডন, ৮ জুলাই : বার্মিংহাম টেস্টের ধাক্কায় টলমল ইংল্যান্ড শিবির। লজ্জার হারে ঘরের মাঠে প্রবল চাপে ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম, বেন স্টোকসদের সাধের বাজবল। প্রত্যাঘাতে বৃহস্পতিবার শুরু লর্ডস টেস্টের পরিকল্পনায় রদবদলের ভাবনা। প্ল্যান 'এ' ছেড়ে প্ল্যান 'বি'-র পথে হাঁটতে চলেছে থ্রি লায়ন্স।

সবুজ ঘাসে মোড়া, বাউন্সি লর্ডস পিচের 'ফার্স্ট লুকে' তারই ইঙ্গিত। পেস-অলরাউন্ডার গাস অ্যাটকিনসনকে ফেরানো হয়েছে। প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন জোফ্রা আর্চারও। আর আর্চারদের মধ্যমণি নিয়ে আশঙ্কা থেকেই পাটা ব্যাটিং পিচের ফর্মুলা।

পিচ ভাঙবে না, বল বেশি নড়বে-চড়বে না যেখানে। বাজবলে বাজিমাত হয়ে যাবে। হেডিংলেতে যে পরিকল্পনা অল্পের জন্য রক্ষা পেলেও বার্মিংহামের মুখ থুবড়ে পড়ে। বিতর্ক সরিয়ে চাপে থাকা স্টোকসদের পাখির চোখ ক্রিকেট মক্কায় ভারত-বধ। লক্ষ্যপূরণে আর্চার-অ্যাটকিনসনদের হাতিয়ার করতে চাইছে।

কিংবদন্তি অ্যান্ডারসনও পরামর্শ দিচ্ছেন আর্চারকে ফেরানোর। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেষ টেস্ট খেলেছেন। সাদা বলের ফরম্যাটে

লর্ডস দ্বৈরথে আর্চারে ভরসা জিমির

করে ভারতীয় ব্যাটারদের পরীক্ষায় ফেলার নীলনকশা।

স্টোকসদের সমর্থনে ব্রিটিশ মিডিয়া অবশ্য নিজেদের দায়িত্ব দারুণভাবে সামলাচ্ছে। হারের অজুহাত হিসেবে কাঠগড়ায় পিচ। ইন্ধন জুগিয়েছেন স্টোকস-ম্যাককুলামরা। দাবি, ভারতীয় উপমহাদেশের মতো পিচ ছিল। তবে পালটা প্রশ্ন, পিচ তো ভারতীয় দলের নির্দেশে হয়নি? সবকিছুই তো ছিল ইংল্যান্ডের হাতেই? বাস্তব হল, ভারতীয় পেস ব্রিগেডকে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে কিছুদিন আগে। গত টেস্টে ডাক পেলেও ফিটনেস নিয়ে সংশয় থাকায় বিশ্রামে ছিলেন। সেই আর্চার কি পারবেন শুভমান গিলের সেঞ্চুরি-অভ্যাসে, ঋষভ পন্থদের ব্যাটে তালাচাবি লাগাতে?

প্রশ্ন, পেস-বাউন্সি পিচ বানানো পরিকল্পনা বুমেরাং হবে না তো? পাটা পিচে মহম্মদ সিরাজ-আকাশ দীপে কাত হয়েছে। সেখানে লর্ডসের পেস সহায়ক পিচে জসপ্রীত বুমরাহ ফিরলে সামলাতে পারবে তো স্টোকসের ব্যাটাররা? সঙ্গে ছোট্ট পরিসংখ্যান, ২০২১ সালে গত লর্ডস টেস্টে জিতেছিল ভারতই। সবমিলিয়ে দোলাচলে ইংল্যান্ড শিবির। নাসের হুসেন আবার বিশ্রাম নিয়ে তরতাজা বুমরাহর ফেরাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। প্রশংসা করেন, পাটা পিচে বার্মিংহামে বুমরাহকে না খেলানোর।

স্টোকসদের অবশ্য প্ল্যান 'বি'-র রাস্তায় না হেঁটে উপায়ও নেই। ম্যাককুলাম পরিষ্কার জানিয়েছেন, ঝাঁঝালো, মশালাদার উইকেট দরকার। বাউন্স যেমন থাকবে, তেমনই আড়াআড়ি মুভমেন্টও মিলবে। হেডকোচের যে দাবির প্রতিফলন কার্ল ম্যাকডারমটের তৈরি লর্ডসের বাইশ গজে।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বৈরথে লর্ডসে প্রাণবন্ত পিচ ছিল। প্যাট কামিন্স, কাগিসো রাবাদারা যার সুবিধা তুলেছিলেন। শেষ হাসি হাসেন অবশ্য রাবাদা। রাবাদার জায়গায় কি এবার বুমরাহ? চিন্তা থাকলেও ম্যাককুলামের দাবি, প্রাণবন্ত পিচ থাকছে ক্রিকেট মক্কায়। উত্তেজক টক্করের জন্য মুখিয়ে আছেন।

অ্যান্ডারসনের মুখে আবার প্রথম এগারোয় পরিবর্তনের সুর। দাবি, 'আর্চারকে লর্ডসেই ফেরাক। নাহলে কিন্তু দেরি হয়ে যাবে। সাসেক্সের হয়ে ইতিমধ্যে একটা ম্যাচ খেলেছে। এজবাস্টনে দলের সঙ্গে ছিল। নেটে বলও করেছে আর্চার। গুরুত্বপূর্ণ লর্ডস টেস্টে ওকে অবশ্যই খেলানো উচিত।'

অপরদিকে মাইকেল আথারটনের আশঙ্কা, বিশাল হারের ধাক্কা কাটিয়ে তিনদিনের মধ্যেই ফের টেস্টে নামা সহজ হবে না। পাশাপাশি স্টোকসের শরীরী ভাষা, পারফরমেন্স নিয়েও খুশি হতে পারছেন না। আথারটনের কথায়, সামনে থেকে যেভাবে নেতৃত্ব দেন স্টোকস, যে এনার্জি দেখা যায় ব্যাটে-বলে, তা কিছুটা উধাও। উলটো ছবি ভারতীয় অধিনায়কের ক্ষেত্রে। ম্যাচের নিরিখে যা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর।

সবুজ পিচের ভাবনায় নিজেদের তৈরি রাখছেন শার্দূল ঠাকুর ও নীতীশ কুমার রেড্ডি।

সাফল্যের রাস্তা বাতলে দেন শচীন

ব্র্যাডম্যানোচিত ব্যাটিং, শুভমানের প্রশংসায় শাস্ত্রী

মুম্বই, ৮ জুলাই : দল ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে। আরও একটা হার মানে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া। বাড়তে থাকা চাপের মধ্যেই স্যর ডন ব্র্যাডম্যানোচিত ব্যাটিং। দুই ইনিংসে ২৬৯ ও ১৬১। ম্যাচে ৪৩০ রান! একজন অধিনায়কের থেকে এরচেয়ে আর বেশি কিই-বা চাওয়ার থাকতে পারে? ভারতের তরুণ অধিনায়ক শুভমান গিলকে এভাবেই প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন রবি শাস্ত্রী।

এদিন এক পডকাস্ট শোয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, 'অধিনায়ক হিসেবে সেরা পারফরমেন্স। দশের মধ্যে দশ। এরচেয়ে বেশি চাওয়ার থাকতে পারে না। সিরিজে দল ০-১ পিছিয়ে। সেই পরিস্থিতিতে ব্র্যাডম্যানসুলভ ব্যাটিং। দুই ইনিংসে ২৬৯, ১৬১ করে দলকে জেতানো, প্রশংসা কম পড়বে।'

প্রাক্তন হেডকোচের মতে, অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট অভিষেকে হেডিংলেতে কিছু ভুলচুক লক্ষ করেছিলেন শুভমানের দল পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে। বার্মিংহামে দ্বিতীয় টেস্টে সেই ভুলত্রুটি ঝেড়ে অনেক বেশি সক্রিয়। একইসঙ্গে ইংলিশ কন্ডিশনে ভারতীয় বোলিং লাইনআপে সেরা বোলার আকাশ দীপকে আবিষ্কার করা। বাকি সিরিজে ইংল্যান্ড ব্যাটারদের যা ভোগাবে বলে মনে করেন শাস্ত্রী।

শুভমানকে প্রথম দেখার পুরানো গল্পও শোনালেন শাস্ত্রী। বলেছেন, 'প্রথম যখন ওকে নেটে দেখি। বাউন্সি বলে ওর পুল শটে চোখ আটকে গিয়েছিল। বিরাট কোহলির পর এভাবে পুল করতে দেখিনি কাউকে। দুর্দান্ত ক্লাস, যা শচীনের মধ্যে দেখেছিলাম, বিরাটের মধ্যে লক্ষ করেছি। তখন সিনিয়ার দলের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোরকে জিজ্ঞাসা করি, ছেলেটা কে? নির্বাচকদের সঙ্গেও কথা বলে আমরা ওকে দলে ডেকে নিয়েছিলাম।'

সিরিজ ১-১। পরবর্তী পরীক্ষা ক্রিকেট মক্কা লর্ডস জয়। শেষবার যেখানে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল কোহলির দল। সেই স্মৃতি উসকে নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করেন সেদিনের হেডকোচ শাস্ত্রী। পঞ্চম দিনে খেলা শুরুর আগে আত্মবিশ্বাসী কোহলি নাকি বলেছিলেন, ১৭০ রান হাতে থাকলেও ইংল্যান্ডকে হারাবেন। শেষপর্যন্ত ২৭০ রানের লিড নিয়ে মাত্র দুই সেশনে ইংল্যান্ডকে গুটিয়ে দিয়েছিল ভারত! এবার?

ভরসা শুভমানের ব্যাট। প্রথম দুই টেস্টে ইতিমধ্যেই তিন-তিনটি শতরান তাঁর নামের পাশে। অথচ, ইংল্যান্ডে পা রাখার আগে টেস্ট পরিসংখ্যানের ছবিটা নেহাত সাদামাটা। ফ্রন্টফুট প্লে-তে উন্নতি ঘটানোর সুফল হাতেনাতে। এমনই মনে করছেন স্বয়ং শচীন তেন্ডুলকার।

শচীন তেন্ডুলকারের যুক্তি ছিল, ফ্রন্টফুটের ভুলত্রুটিতে বেশিরভাগ ব্যাটার আউট হয়। শুভমানের সেই ত্রুটি ছিল। ইংল্যান্ডের মাটিতে সাফল্য পেতে যা দ্রুত মেটাতে হবে। ফ্রন্টফুটে খেলার সময় সামনের দিকে পা যেন একটু বেশি করে বাড়ায়। এরফলে রক্ষণে যেমন সুবিধা হবে, তেমনই ড্রাইভ অনেক বেশি নিখুঁত হবে। পারলে লাভ পাবে শুভমান। মাস্টার ব্লাস্টারের যে কথার প্রতিফলন সকলের সামনে।

লন্ডনে পৌঁছে হালকা মেজাজে ঋষভ পন্থের সঙ্গে শুভমান গিল।

চ্যাম্পিয়ন স্বয়মদ্যুতি

জলপাইগুড়ি, ৮ জুলাই : বেঙ্গালুরুতে ইয়োনেক্স সানরাইজ অল ইন্ডিয়া অনূর্ধ্ব-১৫ র‍্যাংকিং ব্যাডমিন্টনে ছেলেদের ডাবলসে রাজস্থানের সৌর সিংকে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ির স্বয়মদ্যুতি ঘোষ। ফাইনালে স্বয়মদ্যুতি-সৌর ১৫-২১, ২১-১৪, ২১-১৬ পয়েন্টে মহারাষ্ট্রের উদয়ন দেশমুখ-সায়াজি সেলারকে হারিয়েছে। স্বয়মদ্যুতির সাফল্যে খুশি তার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র টাউন ক্লাব ও জেলার ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়রা।

NOTICE INVITING E-TENDER
E-Tender is hereby invited by undersigned vide - **e-NIT NO:- 04/ JGP-I/2025-26, Date: 08/07/2025** Last date of Tender Paper dropping: **15.07.2025 up to 17.00 Hrs**. Other details are available at **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Jaigaon-I Gram Panchayat

Office of the Kamakhyaguri No. I Gram Panchayat
P.O. Dakshin Nararthali, Dt. Alipurduar
e-mail id-kamakhyaguri1gp@gmail.com
Memo No-225/KGP-1/25 Dated : 08.07.2025
NOTICE INVITING TENDER
Two cover bid system e-tender are hereby invited by the undersigned through e-tender portal for E-NIT No. **WB/APD/KMG/KGP-I/ET/05/25-26, dated : 07/07/2025**
Details are available at the notice board of Kamakhyaguri No. I G.P. office and also at **www.wbtenders.gov.in** website.
Sd/- Pradhan,
Kamakhyaguri No. I Gram Panchayat

কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেও খুশি নন সিনার

লন্ডন, ৮ জুলাই : কারেন খাচানভকে হারিয়ে উইম্বলডন পুরুষ সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে টেলর ফ্রিৎজ। মহিলা সিঙ্গলসে শেষ চারের ছাড়পত্র পেলেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কাও।

মঙ্গলবার কোয়ার্টার ফাইনালে খাচানভের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম দুই সেট সহজেই জিতে নেন ফ্রিৎজ। তৃতীয় সেটে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন রাশিয়ান প্রতিপক্ষের। অবশেষে চতুর্থ সেট টাইব্রেকারে জিতে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন ফ্রিৎজ। ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-৪, ১-৬, ৭-৬ (৭/৪)। অন্যদিকে মহিলা সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে সাবালেঙ্কা হারালেন লরা সিগমুন্ডকে। প্রথম সেট খোয়ালেও সহজেই পরের দুইটিতে জিতে সেমিফাইনালের টিকিট আদায় করে নেন সাবালেঙ্কা। ম্যাচের ফল ৪-৬, ৬-২, ৬-৪।

এদিকে, সোমবার বিশ্বের এক নম্বর জানিক সিনার বিদায় নিতে পারতেন প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই। গ্রেগর দিমিত্রভের কাছে প্রথম দুইটি সেটে পরাস্ত হন তিনি। ম্যাচের তৃতীয় সেটে পেশিতে চোট লাগে দিমিত্রভের। যার জেরেই তিনি ওয়াক ওভার দেন সিনারকে। কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পেয়েও ইতালিয়ান তারকা বলেছেন, 'এটাকে আমি জয় বলে মনে করি না। দিমিত্রভের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক। গত কয়েক বছর সত্যিই ভাগ্য ওর সঙ্গ দিচ্ছে না।'

তৃতীয় সেট চলাকালীন পেশিতে যন্ত্রণা অনুভব করেন গ্রিগর দিমিত্রভ। যার জন্য ম্যাচ ছেড়ে দেন তিনি।

বড় জয় গ্রিন বেঙ্গলের

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি ৪-১ গোলে বিবেকানন্দ ক্লাব অ্যাকাডেমিকে হারায়। সূর্যনগর মাঠে গ্রিনের বিদ্যজিৎ বসুমাতা ও রাহুল রাজভর জোড় গোল করেন। বিবেকানন্দের গোলটি রাহুল মণ্ডলের।

জয়ী কলাবাগান

কোচবিহার, ৮ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার কলাবাগান ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি ৩-০ গোলে হারিয়েছে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে কলাবাগানের সৌরদীপ মণ্ডল জোড়া গোল করেন। অন্য গোলটি সুমন মুর্মুর। ম্যাচের সেরা সৌরদীপ।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা রামিজ রেজা - কে 01.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 56J 87466 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার ইচ্ছা এবং লক্ষ্য অবশেষে পূরণ হয়েছে। এটি সম্ভব করার জন্য, আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। যখন আপনি জানেন যে আপনি যা অর্জন করতে চেয়েছিলেন তা এখন সম্ভব হয়েছে তখন এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে জনি কোচিং সেন্টার। ছবি : অমিতকুমার রায়

ট্রফি নিয়ে শোভাযাত্রা জনির

হলদিবাড়ি, ৮ জুলাই : কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রফুল্লকুমার ঘোষ ও রানিবালা ঘোষ ট্রফি মহিলা ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল জনি কোচিং সেন্টার। মঙ্গলবার তাদের ট্রফি দেওয়া হয়। চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ও অন্যান্য ব্যক্তিগত পুরস্কার নিয়ে জনি কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তারা হলদিবাড়ি শহরে শোভাযাত্রা করেন এদিন। ফাইনালে জনি টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছিল। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ২-২ ছিল। জনির বিশাখা বর্মন ও দেশবন্ধুর পিংকি দাস জোড়া গোল করেন। ফাইনালের সেরা দেশবন্ধুর প্রিয়া রায়। প্রতিযোগিতার সেরা ও সর্বাধিক গোলস্কোরার হয়েছেন বিশাখা।

কম ডাউন পেমেন্ট ₹4,999* | pine labs PAY LATER CASHBACK UPTO ₹5000* | TOLL FREE NO. 1800-266-0018 | INDIA'S FIRST 5 YEAR WARRANTY* *Conditions apply

Hero MotoCorp Ltd, Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - IL. New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC0173541. For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or CALL TOLL-FREE 1800 266 0018 or visit us on www.heromotocorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. ~Based on the combined & cumulative dispatch volume of the Splendor range of motorcycles till March 2025. *Finance offer is at the sole discretion of the financier, subject to its respective T&Cs. #Internal benchmarking on the basis of data available in public forums for 100cc segment bikes in India. Hero MotoCorp reserves the rights to modify or withdraw any or all the offers without prior notice.

Authorized Dealers: Islampur: Bharat Hero - 9289923202, **Cooch Behar:** Sandeep Hero - 9289922698, **Malda:** Durga Hero - 9289922188, Prince Hero - 9289923123, **Jalpaiguri:** Anand Hero - 9289923031, **Raiganj:** Shankar Hero - 9289922594, **Siliguri:** Beekay Hero - 9289923102, Darjeeling Hero - 9289922427, **Balurghat:** Mahesh Hero - 9289922904, **Alipurduar:** Dutta Hero - 9289923146, **Associate Dealers: Jalpaiguri:** Pratik Automobiles - 7063520686, **Dinhata:** Jogomaya Auto Works - 9851244490, **Dhupguri:** Bharat Automobiles - 7029599132, **Gangarampur:** Gupta Auto Centre - 9733726677, **Gazole:** Mira Auto Centre - 9593159789, **Mathabhanga:** Jogomaya Auto Works - 6297782171, **Kaliachak:** A K Wheels - 9733079141, **Itahar:** Deep Auto Centre - 9800630306, **Dalkhola:** A S Motors - 7908477285, **Goagaon:** Mabudh Automobiles - 9896216422.
RS/Hero/07/25